নন্দরাণীর সংসার

Library
1264

করুণরসাত্মক সামাজিক নাটক

পাবলিক লাইব্রেরী
মাজু, হাওড়া

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

রঙ্‌মহলে উদ্বোধন-রজনী

৫ই ভাদ্র, শুক্রবার ১৩৪৩

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০বি।১ নলিন সরকার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পাঁ চ সি কা

প্রিণ্টার—শ্রীকরুণাময় আচার্য্য
রামকুমার মেশিন প্রেস
২৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

নিবেদন

"নন্দরাণীর সংসার" আমার পাঁচ বৎসর আগেকার রচনা। তখনো আমি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিই নাই। বর্ত্তমান যুগে দেশের কল্যাণকামী বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক পল্লীতে ফিরিয়া গিয়া সেখানে তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র তিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন। নাটকের নায়ক মহিমারঞ্জন সেইরকম একজন শিক্ষিত কর্ম্মী। যৌবনে—যখন জীবনে তাঁহাকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই—সেই সময়ে, এক উচ্চশিক্ষিতা বালবিধবাকে ভালবাসিয়া সমাজের চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেন। চিরদিন সেই স্রোতে চলিবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি তাঁহার হল না। কিছু দিন পরে, প্রধানতঃ পল্লীসেবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি তাঁহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন—এবং, পাশ্চাত্য গ্রাম ও জীবনের অনুকরণে নিজের ব্যবসায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগঠন করিয়া কিছু কৃতকার্য্য হন। "নন্দরাণী" এই মহিমারঞ্জনের স্ত্রী। স্বামী, পাশ্চাত্যশিক্ষিত স্বদেশপ্রাণ—স্ত্রী, খাঁটী বৈষ্ণবের মেয়ে। স্বামী জীবনে পুরুষকার ছাড়া আর কিছু মানেন না—স্ত্রী জানেন দেবসেবার চেয়ে বড় কাজ সংসারে নাই। স্বামী-স্ত্রীর যথার্থ মিলন হয় না। স্ত্রীর সহযোগের অভাবে মহিমারঞ্জনের কোন সৃষ্টিই সার্থক হইয়া উঠে না।

প্রাচীনকে সমর্থন এবং বর্ত্তমান ও আধুনিককে গালাগালি দেওয়া টিকের উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীনের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ আছে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশক্তি ও মহত্ত্ব আছে! তবু, জানিনা কাহার দোষে—ঘরেবাইরে কোথাও আজ বাঙালীর সুখ নাই, আনন্দ নাই! প্রবীণে নবীনে যোগ নাই, প্রৌঢ়ের সঙ্গে তরুণের মিল নাই, বুদ্ধিমানের কাজ নাই, স্বামী স্ত্রীর মর্ম্মকথা বুঝিতে পারেন না, স্ত্রীও স্বামীর

বৃহৎ অনুষ্ঠানে সহায় হন না,—ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়। শিক্ষিত সহৃদয় যুবক মনে করেন, আঘাত দিয়া এই জাতিকে বাঁচাইব। কাছে গিয়া দেখেন, যাহাকে আঘাত দিবেন—সে মুমুর্ষু! তাহার প্রাণশক্তি বুঝি নিঃশেষ হইয়াছে!

আমি যখন যেখানে গিয়াছি, বাঙ্‌লা দেশের সর্ব্বত্র এই নিষ্ঠুর চিত্র আমার চোখে পড়িয়াছে। বর্ত্তমান নাটকে এই চিত্রের রস ও রূপ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহার প্রতীকারের উপায় বলি নাই। উপায় আমার জান নাই। রূপ ও রস ঠিক হইয়াছে কিনা—বিচারেয় ভার রসিক দর্শক ও পাঠকের উপর।

প্রথম অভিনয়-রাত্রি হইতে নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের উৎসাহ এবং প্রেক্ষাগৃহের জনসমাগম দেখিয়া মনে হয়, নাটকখানি দর্শকসাধারণের ভাল লাগিয়াছে। যাঁহাদের পরিশ্রম ও সহানুভূতিতে অভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছে—রঙ্‌মহলের সেই সকল অভিনেতৃগণ, প্রযোজক এবং কর্ম্মিমণ্ডলীকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার সহকর্ম্মী বন্ধু—শ্রীসতু সেন, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়কে আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাইতেছি,—তাঁহারা নাটকের অনেক ক্ষুদ্র ত্রুটীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ভগবৎকৃপা না থাকিলে শুধু মানুষের চেষ্টায় কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। রঙ্‌মহলের প্রায় মুমুর্ষু অবস্থায়, এই অভিনয় যে এতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহা মনে করি নাই। যাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইল, তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা—"ভগবান কর্ম্মফলদাতা" এই বিশ্বাস যেন আমার মনে বদ্ধমূল হয়।

১৮ বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট্;
কলিকাতা। } শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী, ১৩৪৩

Library
1264

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রো জয়তু

উৎসর্গপত্র

স্বর্গগত শ্রীমান্ রামধন !

তুমি একদিন ক্ষুদ্র শিশুরূপে আমার ঘরে আসিয়াছিলে ! আজ তুমি ঘরে নাই—আমার অন্তরে আছ। তুমি কোন দিন আমার কাছে বিশেষ কিছু চাহ নাই। সম্মুখে ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। গত বৎসর পূজার সময় তোমায় নূতন কাপড় কিনিয়া দিয়াছি। এ বৎসর তোমায় কোন স্থূল বস্তু দিবার উপায় নাই ! আমার অন্তরের ভাব-ধারায় পুষ্ট, এই নাটকখানি তোমায় দিলাম।

—তোমার বাবা

Library
1264

নাটকীয় চরিত্রপরিচয়

—পুরুষ—

মহিমারঞ্জন	... ...	কর্ম্মী ও ব্যবসায়ী
বিজয়	... ...	ঐ সংসারে প্রতিপালিত যুবক
বিকাশ	... ...	ঐ জামাতা
রাজ্যেশ্বর	... ...	ঐ সরকার
রামলাল	... ...	ঐ ভৃত্য
প্রফুল্ল	... ...	ডাক্তার
পরেশ চৌধুরী	...	অভিরামপুরের জমিদার
অমরেশ	... ...	ঐ পুত্র
মতিলাল	... ...	বেকার যুবক
গুরুচরণ	... ...	জনৈক পল্লীবাসী চাষা
পরাণ	... ...	ঐ ঐ
অভিরাম	... ...	ঐ ঐ

ভৃত্য, শ্রীকৃষ্ণবেশী বালক, মাঝি ইত্যাদি

—স্ত্রী—

নন্দরাণী	... ...	মহিমারঞ্জনের স্ত্রী
সৌদামিনী	... ...	নন্দরাণীর বড়বোন
জ্যোৎস্না	... ...	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা
পূর্ণিমা	... ...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা
বিন্ধ্যবাসিনী	... ...	বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী
শরৎশশী	... ...	ঐ বিবাহিতা কন্যা
পাঁচকড়ির-মা	...	গুরুচরণের স্ত্রী
পাঁচকড়ি	... ...	ঐ কন্যা

রাধিকাবেশিনী বালিকা ইত্যাদি

Library
1264

নন্দরাণীর সংসার

প্রথম অঙ্ক

গ্রাম, মধুমতী নদীর তীর—মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাটী

দ্বিতলে একটি প্রশস্ত হলঘর। ঘরটি বহির্বাটী ও অন্তঃপুরের সংযোগ-মহল। ইহারই ঠিক পাশে মহিমারঞ্জনের আপিস-ঘর। হলটি হালফ্যাসানে সাজানো। বিজয় ভিতর দিককার দরজা খুলিয়া হলঘরে প্রবেশ করিয়া অতি সন্তর্পণে দরজাটি বন্ধ করিল। টেবিল হইতে খবরের কাগজখানি লইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময় বাহিরের দিক হইতে পূর্ণিমা ঘরে আসিল।

পূর্ণিমা। তুমি চ'লে যাচ্ছ নাকি বিজয়?

বিজয়। হ্যাঁ, আর একবার যেতে হ'বে বৈকি। কর্ত্তাবাবুতো কারখানায় নেই—কোথায় বেরিয়েছেন। ছুটী এখনও হয়নি—তুমি ডেকে পাঠালে ব'লে তাড়াতাড়ি আসতে হ'ল।

পূর্ণিমা। মা'র যন্ত্রণাটা আবার বেড়েছে। দুপুর থেকে এপাশ ওপাশ ক'রছেন—আর তোমার নাম ক'রছেন। শুনলাম, তুমি ছাড়া আর কেউ অসুখের সময় ওঁর শুশ্রূষা ক'রতে পারে না?

বিজয়। ওঁর শুশ্রূষা খুব সোজা, আমি তোমায় শিখিয়ে দেব—তুমি পারবে। আমি মাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি—তুমি একটু কাছে কাছে থেক।

পূর্ণিমা। আমি প্রফুল্লবাবুকে খবর দিয়েছি। তিনি ব'লে পাঠিয়েছেন, সন্ধ্যার আগেই আসবেন।

বিজয়। কিন্তু, ওঁর রোগ ডাক্তারী চিকিৎসার রোগ নয়।

পূর্ণিমা। তুমি কি ক'রে ঘুম পাড়ালে এত শীগগির শীগগির?

বিজয়। (সহাস্যে) বলেছি তো, খুব সোজা—তোমায় শিখিয়ে দেব। উনি আমার মুখে রামায়ণ শুনতে বড় ভালবাসেন। ওঁর অসুখ মনের। যখনই মন খারাপ হয়, তখনই যন্ত্রণা আরম্ভ হয়—অমনি উনি আমায় ডেকে পাঠান। আমি সুর ক'রে রামায়ণ পড়ি—শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন।

পূর্ণিমা। তুমি বড় চমৎকার রামায়ণ পড়—আমি পারিনে!

(রামলাল আসিল)

বিজয়। কি রে রামলাল?

রামলাল। কারখানার দরওয়ান আপনাকে ডাকতে এসেছে বাবু! সেখানে কে একজন ইংরেজপেক্টরবাবু—কারখানা দেখতে এসে কি বক্তৃতা কচ্ছে!

বিজয়। ইন্সপেক্টরবাবু কারখানা দেখবে কিরে? স্কুল ইন্স্পেক্টর?

রামলাল। হ্যাঁ, ইস্কুলের ইংরেজপেক্টরবাবু। কুলিমজুরদের সব বলেছে—তোমরা অত খাট কেন? তোমাদের মাইনে অত কম কেন? তা'রাতো বাবু—একে পায় আরে চায়! বড়বাবু নেই—আপনি শীগগির আসুন।

বিজয়। বুঝলাম না কিছু—আচ্ছা চল, দেখে আসি।

পূর্ণিমা। যাই হোক, বেশী দেরী ক'রনা—শীগগির ফিরে এস। প্রফুল্লবাবু যখন আসবেন, তোমার থাকা দরকার।

[বিজয় ও রামলাল বাহিরের দিকে গেল। পূর্ণিমা ভিতরের দিকে যাইতেছিল। এমন সময়, আধুনিকভাবে সজ্জিতা জ্যোৎস্নার প্রবেশ।]

পূর্ণিমা। দিদি কোথাও বেরুচ্ছিস্ নাকি?

জ্যোৎস্না। (ভ্রূকুটি করিয়া) বলতে পারিনে, এখনো ঠিক করিনি—ভাবছি!

পূর্ণিমা। এসনা, একটু মায়ের [illegible] সবে? মা তখন তোমার নাম কচ্ছিলেন।

জ্যোৎস্না। আমি ও অন্ধকূপের মধ্যে বসে থাকতে পারবো না—আমি এখন নদীর ধারে বেড়াব!

পূর্ণিমা। তুমি তো একবারও মার কাছে যাওনা।

জ্যোৎস্না। না—যাইনে; তুমিত খুব মাতৃভক্ত আছ—তাহ'লেই হ'ল!

[পূর্ণিমা একটু থামিল, তারপর বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। জ্যোৎস্না অসহিষ্ণুভাবে হলে পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর হারমোনিয়মের কাছে বসিয়া বাজাইবার একটু চেষ্টা করিল—এবং গুনগুন করিয়া গান গাহিতে লাগিল।]

গান

নদীকিনারে, সরসীপারে—
ফুল্ল কুসুমিত বনভবনে,
যদি সই দেখা হয় তার সনে।
যেন ভুলনা ভুলনা—
কথা ব'লোনা—
আমার প্রাণের কথা ব'লোনা !
রেখো গোপনে যতনে।
সে যদি ভুলিতে চায়
ভুলিতে পারে—
আমি কেন বার বার
সাধিব তারে ?
দু'নয়নে কাঁদি যদি—হাসিব
অধর-কোণে ॥

(গানের মাঝখানে বিকাশ প্রবেশ করিল)

বিকাশ। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) গানের কথাগুলো আর একবার বলতো !

জ্যোৎস্না। কি গানের কথা ?

বিকাশ। কি গানের কথা ? আমি সব শুনেছি ! "সে যদি ভুলিতে চায় ভুলিতে পারে"—এরকম গান কে গায়, আর কখন্ গায়—জানো ?

জ্যোৎস্না। না!

বিকাশ। গান শুনে গায়িকার মনের ভাব বোঝা যায়—এ কথা স্বীকার কর ?

জ্যোৎস্না। না। তুমি কি বলতে চাও—স্পষ্ট ক'রে বল ?

বিকাশ। আমি বলতে চাই, তুমি এই মুহূর্ত্তে ঠিক এই গানখানা কেন গাইলে ?

জ্যোৎস্না। কি গান গাইব ?

বিকাশ। ধর, তুমি গাইতে পারতে "তনয়ে তার তারিণী"; কিম্বা "বঙ্গ আমার জননী আমার"। তা না গেয়ে—"যদি সই দেখা হয় তার সনে" কেন গাইলে ?

জ্যোৎস্না। গেয়েছি তা কি হ'য়েছে ?

বিকাশ। আচ্ছা ধর, যদি প্রেমের গানই তোমার ভাল লাগে—"ওগো প্রাণনাথ পতি, তুমি কোথায় গেলে গো" গানখানা গাইতে পারতে !

জ্যোৎস্না। আমি ওই গানই গাইব।

বিকাশ। ওই গান গাইবে ?

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ—!

বিকাশ। তুমি একটুও অনুতপ্ত হ'চ্ছ না ?

জ্যোৎস্না। না—!

বিকাশ। উঃ ! আচ্ছা—তাহ'লে আর কি হবে, চল বেড়াতে যাই।

জ্যোৎস্না। না—!

বিকাশ। রাগ ক'রলে নাকি ?

জ্যোৎস্না। না—আমি কা'র ওপর রাগ ক'রবো !

বিকাশ। কেন, আমার ওপর? তুমি রাগ করবে ব'লে আমি সদাই প্রস্তুত রয়েছি! মাইরি বলছি, রাগ কর। আরে—হেসে ফেল্লে যে? তাহ'লে ত আর রাগ করা হ'ল না—তবে চল বেড়িয়ে আসি!

জ্যোৎস্না। না—ভাল লাগছে না!

বিকাশ। সমস্ত দিন ঘরের ভিতর আটক আছ, তাই ভাল লাগছে না। একটু খোলা হাওয়ায় বেড়ালে—

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ, এ তোমার কলকাতা কিনা—গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে! চারিদিকে বাঁশবন—মশা ভন্ ভন্ ক'চ্ছে! তুমি আমায় কলকাতায় নিয়ে চল; এখানে আমার ভাল লাগছে না—আদৌ।

বিকাশ। বেশ তো, তোমার বাবাকে বলনা!

জ্যোৎস্না। থিয়েটার নেই, সিনেমা নেই, একখানা ভাল মোটরকার নেই; সেই মান্ধাতা আমলের পুরোনো ফোর্ড—এখানে মানুষ থাকে?

বিকাশ। আমারো ঠিক ওই একই মত; তবে তোমার বাবা ইচ্ছে ক'রলেই হয়; একখানা বাড়ী আর মাস মাস পাঁচশো ক'রে টাকা—আমি ঠিক চালিয়ে নেব!

জ্যোৎস্না। বাবা দেবেন? কেন, বাবা দিতে যাবেন কেন? তুমি নিজে রোজগার ক'রতে পার না?

বিকাশ। কেন পারবো না? কিন্তু শ্বশুরের টাকা থাকতে আমার চাকরি কি ব্যবসা-বাণিজ্য করা ভাল দেখায়? শ্বশুরের মাথা হেট হবেনা?

জ্যোৎস্না। আবার ঠাট্টা হ'চ্ছে! মনে ক'চ্ছ বুঝি, ভারি রসিকতা হ'ল?

বিকাশ। আমার তো তাই ধারণা!

জ্যোৎস্না। আচ্ছা, তোমার লজ্জা করেনা—দিনরাত শ্বশুরবাড়ী প'ড়ে থাক?

বিকাশ। খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে—যার জন্যে শ্বশুরবাড়ী, সেই অভয়া যখন বরযাত্রী হ'য়ে সঙ্গেই আছেন—তখন আর লজ্জা কা'রে?

জ্যোৎস্না। আহা, কি রসিকতাই হ'ল!

বিকাশ। বলি তুমি যাবে—না এই রকম ঝগড়া ক'রবে? না হয় রাস্তায় গিয়েই ঝগড়া ক'রতে!

জ্যোৎস্না। কেন?—আমি কি হাড়ীবাগ্দী, না ডোম-ডোক্‌লা, যে রাস্তায় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রবো!

বিকাশ। নাঃ—একখানা মেজাজ সংগ্রহ করেছিলে বটে! যাক্, তুমি যাবে না তো? দরকার নেই আমার জ্যোৎস্নায়—এস এস পূর্ণশশী এস!

(পূর্ণিমা ভিতর দিক হইতে আসিল)

পূর্ণিমা। জামাইবাবু, ডাক্তারবাবু আসেননি?

বিকাশ। না। কেন?—মার কি কোন—?

পূর্ণিমা। না—নতুন কিছু হয়নি; তবে শরীরতো ভাল হ'চ্ছে না—একটা constitutional treatment যদি কিছু—। দিদি, তুই অমন গোঁজ হ'য়ে ব'সে আছিস কেন? জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি?

বিকাশ। সকাল থেকে এই পঞ্চমবার! এখনো সমস্ত রাত আছে—কি বল?

পূর্ণিমা। তোমাদের দাম্পত্য কলহে কথা কইতে যাবো, এমন বোকা মেয়ে আমায় পাওনি! আর পাঁচ মিনিট পরে তোমাদের ভাব হ'য়ে যাবে, তখন দু'জনে মিলে আমায় খোঁটা দেবে!

বিকাশ। ভেবেছিলাম, নদীর ধারে একটু বেড়াতে যাবো—সঙ্গী পাচ্ছিলাম না; যাক্, তুমি যখন এসেছ—।

পূর্ণিমা। দিদি, তুই একটু বসবি?—ডাক্তারবাবু এলে মায়ের কাছে নিয়ে যাবি? আমি তাহ'লে জামাইবাবুর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসি—!

জ্যোৎস্না। তা বৈকি! (হঠাৎ উঠিয়া) বিবিয়ানা ক'রতে হয়, আর কারো সঙ্গে—ওকে নিয়ে নয়। (স্বামীর প্রতি)—এস!

পূর্ণিমা। স্বত্বসাব্যস্ত সম্বন্ধে মাথা একেবারে পরিষ্কার দেখছি!

জ্যোৎস্না। (স্বামীর হাত ধরিয়া) চল আমার সঙ্গে—এস?

বিকাশ। (ভাবগতিক দেখিয়া)—চল!

(দুইজনে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল; বাহির হইতে প্রফুল্লবাবু ডাকিলেন)

প্রফুল্ল। মহিমবাবু বাড়ী আছেন?—(জ্যোৎস্না পিছাইয়া গেল)

পূর্ণিমা। আসুন আসুন ডাক্তারবাবু—আসুন!

[ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষাল প্রবেশ করিলেন; তাহার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ—সুন্দর চেহারা]

প্রফুল্ল। নমস্কার—আপনার বাবা বাড়ী নেই?

পূর্ণিমা। না—এখুনি আসবেন। আপনি বসুন। ইনি আমার দিদি, আর ইনি ভগ্নীপতি বিকাশবাবু।

প্রফুল্ল। নমস্কার! এঁকে দেখেছি, তবে পরিচয় ছিল না। ক'দিন এসেছেন?

বিকাশ। হ্যাঁ তা—এসেছি—অর্থাৎ কিনা—একটু বেশীদিনই এসেছি!

প্রফুল্ল। ও! আচ্ছা—তা'পর, আপনার মাঠাকৃরুণ কেমন আছেন?

পূর্ণিমা। আসুন—দেখবেন আসুন।

[উভয়ে বাড়ীর ভিতর গেলেন।

বিকাশ। ডাক্তারটা আমায় ভারি বিপদে ফেলেছিল—ভদ্রলোকের কাছে শ্বশুরবাড়ীতে আছি পরিচয় দেওয়াটা যেন কি রকম!

জ্যোৎস্না। বিবি—বিবি! পুরুষমানুষের সঙ্গে নাকেমুখে কথা! বাবা তো এদিকে নজর দেবেন না।

বিকাশ। কেন—বেশ চমৎকার কথা কইলেতো? আজকালকার মেয়ে, এই তো চাই—বেশ modern!

জ্যোৎস্না। তোমার চোখে তো ভাল লাগবেই! আমি অতটা পারিনে ব'লেই তো আমি মন্দ হ'য়ে আছি—আমায় পছন্দ হয় না!

বিকাশ। মার কি অসুখ—একবার খোঁজ নেবে না?

জ্যোৎস্না। মার অসুখ? মার অসুখ কেন হ'তে যাবে? ও একটা ছুতো! পাঁচজন পুরুষমানুষের সামনে বাহাদুরী দেখানো—নিজের বিদ্যে জাহির করা!

বিকাশ। চল—চল!

(মহিমারঞ্জন ও অমরেশের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। আসুন অমরেশবাবু—বসুন! এই যে—পূর্ণিমা কোথায় জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না। বাড়ীর ভিতর আছে।

মহিমারঞ্জন। অমরেশবাবুর জন্যে চা-জলখাবার পাঠিয়ে দাও। আপাততঃ এইখানেই বসা যাক—তারপর আপনাকে details বুঝিয়ে বলছি। ওরে রামলাল—তামাক দিয়ে যা।

বিকাশ। (জনান্তিকে—জ্যোৎস্নার প্রতি) চল, আমরা বাগানে বেড়াই—গঙ্গের ধারে আজ আর গিয়ে কাজ নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অমরেশ। ব্যাপারখানা কি, আমায় বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন দেখি? হঠাৎ আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে চ'লে আসতে হ'ল।

মহিমারঞ্জন। বলছি—ব্যাপার হচ্ছে এই, আমরা যে সব জিনিস নিয়ে ব্যবসা ক'রছি—ধান, চাল, পাট, এইসব raw materialএর বাজার আজ ছু'বছর বড় মন্দা! এই ছু'বছর আমরা লাভ কিছু ক'রতে পারিনি—অথচ টাকাটাও আটকে আছে।

অমরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বুঝেছি!

মহিমারঞ্জন। এখন, আর কিছু টাকা যদি আমরা সংগ্রহ না ক'রতে পারি—

অমরেশ। কত টাকা হ'লে আপনি এই crisis সামলাতে পারেন?

মহিমারঞ্জন। দেখুন, আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পথে চলতে হবে। আপনি যদি চল্লিশ হাজার টাকা যোগাড় করতে পারেন, তাহ'লে সমস্ত businessটা আমরা দু'জনে সমান বখরায় চালাই, যা কিছু লোকসান হ'য়েছে আমার share থেকে বাদ দিয়ে—equal partnershipএ!

(প্রফুল্লবাবু ও পূর্ণিমা আসিল—চাকর জলখাবার দিয়া গেল)

পূর্ণিমা। বাবা, এই ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়েছিলাম মাকে দেখতে!

মহিমারঞ্জন। ওঃ—হ্যাঁ—নমস্কার!

প্রফুল্ল। একি, অমরেশবাবু—আপনি যে এখানে?

অমরেশ। তাই তো—আপনি বুঝি গিন্নীঠাক্‌রুণকে দেখতে এসেছেন?

পূর্ণিমা। মামাবাবু ভাল আছেন তো? (অমরেশকে প্রণাম করিল)

অমরেশ। আমি তোমার মামা—তুমি তা জান?

পূর্ণিমা। হ্যাঁ, মায়ের কাছে শুনেছি। ডাক্তারবাবু বসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

প্রফুল্ল। একটু কাগজ—prescriptionটা শেষ করি। (লিখিতে লিখিতে) দেখুন, আপনার মার সম্বন্ধে—আপনি একটু বিশেষ যত্ন নেবেন—ওঁকে দেখে আমার মনে হ'ল, উনি বড় একা!

পূর্ণিমা। একা—তার মানে?

প্রফুল্ল। মানে—ওঁর এমন কোন বন্ধু নেই, যার কাছে উনি মনের কথা ব'লতে পারেন! মুখে একটা অবসাদ আর বিষণ্ণতার ছাপ এসে প'ড়েছে,—ওঁকে একটু প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করা দরকার। (অমরেশের উদ্দেশে) তারপর অমরেশবাবু, কলকাতা থেকে কবে এলেন?

অমরেশ। ঘণ্টাদুই আগে। বাড়ীতে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা ক'রেই একটু নদীর ধারে বেড়াব ব'লে এদিকে এলাম—পথে মুখুজ্জেমশায়ের সঙ্গে দেখা!

প্রফুল্ল। আপনার নতুন মেলার কি হ'ল মুখুজ্জেমশাই?

মহিমারঞ্জন। আর বেশী দেরী নেই; সামনের পূর্ণিমায়, ফুলদোলে—পরশুদিন বোধ হয়!

প্রফুল্ল। কি রকম হ'বে মনে ক'চ্ছেন?

মহিমারঞ্জন। চাষীর ঘরে পয়সা নেই—কি ক'রে ভাল হবে! তবু যারা বারো মাস খাটেখোটে, তা'রা যাতে একটু আমোদ পায়—এইজন্যেই চেষ্টা করা!

প্রফুল্ল। (উঠিয়া) হ্যাঁ, দেখুন পূর্ণিমা দেবী, আমার dispensaryতে পাঠিয়ে দেবেন ওষুধটা আনতে। ওষুধ কিছুই নয়—ও একটা নাম-মাত্র—আসল কথা শুশ্রূষা! তা আপনি আর আপনার দিদি যখন আছেন—ভাবনা কি?

[পূর্ণিমা ডাক্তারের হাত হইতে prescriptionটা লইয়া পড়িতে লাগিল। বাহিরের দরজা খুলিয়া বিজয় ও মতিলাল প্রবেশ করিল। মতিলাল কথা বলিতে বলিতে আসিতেছিল। সে কথা বলায় এমনি মত্ত যে, অপরিচিত লোকের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপই নাই।]

মতিলাল। দেখুন বিজয়বাবু—আমার কথা হ'চ্ছে মোটের উপর এই যে, আপনি যুগকে অবহেলা ক'রে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন না; এখন, বর্ত্তমান যুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ, তার মানে এ নয় যে, কোন সমষ্টিশক্তির কাজ এযুগে হবে না—বরং যদি কোন বড় জিনিস কখনো গড়া সম্ভব হয়—

(এই বক্তৃতার সময় সকলে পরস্পরের প্রতি চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল)

প্রফুল্ল। পরিচিত বন্ধু এবং অপরিচিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রবেন কি মশাই—?

মতিলাল। (সহসা বাধা পাইয়া) আমি—,আমি—?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি—?

মতিলাল। আমি কি আপনার পরিচিত?

প্রফুল্ল। আমার তো সেই রকম ধারণা!

মতিলাল। তাইত! (মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া) হুঁ—মুখখানা বিশেষ পরিচিত ব'লেই মনে হচ্ছে! আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

প্রফুল্ল। পরিচয় দিলে অপ্রস্তুত হবেন না তো?

মতিলাল। না—অপ্রস্তুত আমি কখনো হইনে! আপনি বলুন দেখি?

প্রফুল্ল। ছুতোরপাড়া লেনের Vagaband Clubএর কথা মনে পড়ে?

মতিলাল। খুব মনে পড়ে! আমিতো আজও Greater Vagaband Clubএর member! ওঃ—তুমি প্রফুল্ল ঘোষাল? এখানে—কোত্থেকে হে?

প্রফুল্ল। বেশ যাহোক—আমিতো এইখানকারই লোক! এই জেলায় আমার বাড়ী—আমি স্থানীয় ডাক্তার! তুমি এখানে কি ক'রে এলে—তাই বল?

মতিলাল। সে পরের কথা—অনেক কথা বলতে হয়! আপাততঃ আমি কা'র অতিথি বল দেখি? তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে ভদ্রতা রক্ষা করি।

অমরেশ। আপনি আজ সাড়ে চারটের ট্রেণে কলকাতা থেকে এলেন না? আপনার নাম বলেছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়?

মতিলাল। হ্যাঁ; ও—তাই বটে! আপনার সঙ্গে তো গাড়ীতেই একটু আলাপ হয়েছিল। আপনিই বুঝি গৃহকর্ত্তা?

অমরেশ। আজ্ঞে না—আমিও আপনারই মত অভ্যাগত। বাড়ী যাঁর, তিনি এই আমার পাশে স্বনামপুরুষধন্য শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়!

শুনতে পাই, বিশ বছর আগে এজায়গাটা ছিল মাঠ আর জঙ্গল; ইনি নিজের চেষ্টায় এখানে একটা ছোটখাট সহর গ'ড়ে তুলেছেন! গ্রামের নাম অভিরামপুর; তবে এপাড়ার নাম ওঁরই নাম অনুসারে মহিমগঞ্জ।

মতিলাল। আমি কলকাতায় আপনার নাম শুনেছি। আমি মস্তবড় কাজের ভার নিয়ে এখানে এসেছি; আপনাকে আমার দরকার আছে। আপনার কর্ম্মচারী বুঝি এই বিজয়বাবু? ওঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। এদেশের কুলিমজুরদের কথা আলোচনা হ'চ্ছিল। আপনাদের সঙ্গে এবিষয়ে মতের আদানপ্রদান আমাদের আবশ্যক। আমি নিজের চোখে দেখে দেশের অবস্থা বেশ ভাল ক'রে বুঝবো!

প্রফুল্ল। সে তো আর দু'এক দিনে হয়না—কিছুদিন তোমায় এখানে থাকতে হয়!

মতিলাল। তা না হয় থাকবো!

প্রফুল্ল। আজ রাত্রে কোথায় থাকবে?—আমিই তো এখানে তোমার একমাত্র বন্ধু! আমার বাড়ীতেই চল?

মহিমারঞ্জন। সেটা কি ভাল হয় ডাক্তারবাবু? আপনার বন্ধু উনি হ'তে পারেন—কিন্তু আমার বাড়ীতে প্রথম এসেছেন, আজ রাত্রে উনি আমার অতিথি! আজ ওঁর আর কোথাও যাওয়া চলতে পারে না!

(রামলালের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। (রামলালের কাছে গিয়া জনান্তিকে) ষ্টেশনে গিয়েছিলি?

রামলাল। আজ্ঞে—হ্যাঁ!

মহিমারঞ্জন। চ'লে গিয়েছে?

।মলাল। না—আমার সঙ্গে বাড়ীতে এসেছেন !

হিমারঞ্জন। এই বাড়ীতে ?—কি সর্ব্বনাশ। তুই যা—আমি যাচ্ছি। (প্রকাশ্যে) আপনারা একটু বসুন—আমি দু'মিনিটের ভিতর আসছি !

[প্রস্থান।

প্রফুল্ল। আমি আর ব'সবো না—উঠি। আমার অনেক কাজ। তোমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা হবে মতিলাল!

মতিলাল। আচ্ছা—মহিমবাবুর কথা তো আর অমান্য করতে পারি নে ? আজ এইখানেই মাটি নিলাম !

প্রফুল্ল। তাহ'লে আসি। রোগীকে একটু সাবধানে রাখবেন পূর্ণিমা দেবী ! আর বেশী রাত করবেন না—ওষুধটা এই বেলা আনিয়ে নিন। নমস্কার !

[প্রস্থান

পূর্ণিমা। বিজয়, তুমি তাহলে প্রফুল্লবাবুর ডাক্তরখানা থেকে prescriptionটা serve করিয়ে নিয়ে এস !

বিজয়। আচ্ছা—!

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। বিজয় ওষুধ আনতে যাচ্ছ ? বেশী দেরী হবে না তো ?

বিজয়। আজ্ঞে না—দেরী কেন হবে ? আমি যাব আর আসবো !

মহিমারঞ্জন। মতিবাবুর অতিথিসৎকারের ভার তোমার উপর। উনি সমস্ত দিন কষ্ট ক'রে রেলগাড়ীতে এসেছেন, বেশী রাত হ'লে কষ্ট পাবেন।

মতিলাল। না, না—আমার জন্য আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার রাতজাগা অভ্যাস আছে।

মহিমারঞ্জন। শুধু তাই নয়—তোমার সঙ্গে আমারও একটু আবশ্যক আছে। শুতে যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে।

[বিজয়ের প্রস্থান

মহিমারঞ্জন। যাও তো পূর্ণিমা—তোমার মাকে একবার দেখে এস! ভালকথা—মতিবাবু, এই আমার ছোট মেয়ে—পূর্ণিমা।

মতিলাল। আমার নাম তো পূর্ব্বেই শুনেছেন—নমস্কার!

[পূর্ণিমা প্রতিনমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

অমরেশ। এইবার তো সবায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়ে গেল?

মতিলাল। তাতো হ'ল, কিন্তু এর মধ্যে আপনার নামটাই ভুলে ব'সে আছি।

মহিমারঞ্জন। ওঁরা এই অভিরামপুরের পুরুষানুক্রমিক জমিদার—ওঁর নাম শ্রীযুক্ত অমরেশ চৌধুরী।

মতিলাল। ও—তাই বলুন! উনি তাহ'লে পরেশবাবুর ছেলে?

অমরেশ। বাবাকে চেনেন নাকি?

মতিলাল। বিলক্ষণ! বাংলাদেশের মানুষ আর আপনার বাবার নাম শুনিনি? হ্যাঁ—তবে চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় নেই।

(পূর্ণিমার চা লইয়া প্রবেশ)

অমরেশ। তোমার মা কেমন আছেন?

মতিলাল। আপনার মায়ের অসুখ নাকি? তাহ'লে তো আপনাদের বড়ই বিব্রত করা হবে!

পূর্ণিমা। না, না—সে আপনি ভাববেন না! মায়ের ব্যারামটা chronic,—মাঝে মাঝে বেশ ভালই থাকেন—সহজ মানুষের মত। এখন ভাল আছেন।

মহিমারঞ্জন। তুমি মতিবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কও—না হয়, তোমার জামাইবাবুকে ডেকে নিতে পার। অমরেশবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ একটা কাজ আছে—একটু business talk. আমরা এই পাশের ঘরেই থাকবো; কিছু মনে ক'রবেন না মতিবাবু!

মতিলাল। না, না—তা কেন মনে ক'রবো! আপনারা কথাবার্ত্তা কন না!

মহিমারঞ্জন। আসুন—অমরেশবাবু!

[মহিমারঞ্জন ও অমরেশের প্রস্থান।

মতিলাল। আপনার বড় বোন আছেন বুঝি?

পূর্ণিমা। হ্যাঁ, আছেন বৈকি!

মতিলাল। তিনি বুঝি শ্বশুরবাড়ী থাকেন?

পূর্ণিমা। না—বেশীর ভাগ সময় এইখানেই থাকেন।

মতিলাল। কই—তাঁকে তো দেখলাম না?

পূর্ণিমা। তিনি ঠিক আমার মত নন্—একটু পর্দ্দানশীন-গোছ, অর্থাৎ অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ঠিক কথাবার্ত্তা ক'তে পারেন না! (একটু থামিয়া সসঙ্কোচে) আপনি অনেক লেখাপড়া করেছেন?

মতিলাল। কি ক'রে বুঝলেন?

পূর্ণিমা। আপনার কথা বলার ভঙ্গীতে মনে হ'ল—আপনি চমৎকার কথা বলেন!

মতিলাল। আপনিও তো বেশ সুন্দর কথা বলেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড় আনন্দ হ'ল। আপনার কথাবার্ত্তায় মনে হ'চ্ছে—আপনি বেশ সুশিক্ষিতা। বাড়ীতে পড়াশুনা করেছিলেন—না স্কুল-কলেজে ?

পূর্ণিমা। আমি কলকাতায় বেথুনে পড়ি !

(বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। উনি বি-এ পড়েন—পাশও ক'রবেন ; তবে আজও বিয়ে পাশ ক'রতে পারেননি ! সে বিষয়, ওঁর চেয়ে ওঁর দিদির কৃতিত্ব বেশী।

পূর্ণিমা। আঃ—জামাইবাবু, কি যে বলেন—একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে ! দিদি মিথ্যে বলে না—আপনার শাসন দরকার !

মতিলাল। আপনি বুঝি এবাড়ীর জামাই ? বেশ আছেন দেখছি !

বিকাশ। আমার অবস্থা দেখে লোভ হ'চ্ছে নাকি ? বাইরে থেকে যা মনে ক'রছেন, ততখানি লোভজনক অবস্থা নয়—all that glitters is not gold !

মতিলাল। আপনি কি এইখানেই থাকেন ?

বিকাশ। হ্যাঁ—এইখানেই আছি।

মতিলাল। কি করেন ?

বিকাশ। ওঁর দিদির সঙ্গে ঝগড়া—আর তারই ফলে তাঁর মানভঞ্জন !

পূর্ণিমা। জামাইবাবু, দিদি কিন্তু আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছে,—এমনি নিস্তার পাবেন না, এর জবাবদিহি ক'রতে হবে আপনাকে।

বিকাশ। ভাবনা কি ভাই ?—সমস্ত রাত পড়ে আছে !

মতিলাল। বিবাহিত জীবনের রসটা আপনি দেখছি ষোল আনা আদায় ক'রছেন !

বিকাশ। আঠার আনা মশায়—উপরি দু'আনা! আপনার বুঝি আজও হাতের জল শুদ্ধ হয়নি?

মতিলাল। কি ক'রে বুঝলেন?

বিকাশ। সে আমরা অর্থাৎ ভুক্তভুগীরা দেখেই চিনতে পারি। আপনি বুঝি বইটই লেখেন?

মতিলাল। (ঈষৎ বিরক্তির সহিত) কেন বলুন দেখি?

বিকাশ। আপনাকে দেখে মনে হ'চ্ছে—যারা বই লেখে, আপনি অনেকটা তাদের মত দেখতে!

পূর্ণিমা। যাঁরা বই লেখেন, তাঁদেব গায়ে কি ছাপ মারা থাকে নাকি জামাইবাবু?

বিকাশ। থাকে—তুমি দেখতে পাও না। আমি বুঝতে পারি। আচ্ছা, আপনি বলুন-না মশাই?

মতিলাল। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) কি জানেন মশাই?—বাংলাদেশকে আমি আঘাত দিয়ে বাঁচাতে চাই।

বিকাশ। আঘাত দেবেন—বাংলাদেশকে? কেন বলুন দেখি?

মতিলাল। (উত্তেজনার আতিশয্যে) হ্যাঁ, আঘাত দেব—আঘাত দেওয়া দরকার। আমাদের মধ্যে যা কিছু কুরূপ-কুশ্রী, দারিদ্র্যজীর্ণ, অসত্য, কুসংস্কার, মূর্খতা, কৃত্রিমতা আছে—সে সমস্ত আমি আঘাত দিয়ে চূর্ণ করে ফেলবো!

বিকাশ। বলেন কি মশাই?—আপনি তো সাংঘাতিক লোক!

মতিলাল। (ভাবের প্রাবল্যে আত্মহারা) আপনি আমায় পাগল মনে ক'রতে পারেন, কিন্তু আমি বলছি—যে অসত্য আর কৃত্রিমতার মাঝখানে

সারা বাংলাদেশের নরনারী বাস ক'রছে, তা ম্যালেরিয়া-কলেরার বীজাণুর চেয়েও ঢের বেশী মারাত্মক! এভাবে, এরকম 'ভাবের ঘরে চুরি' ক'রে একটা জাত বাঁচতে পারেনা।

পূর্ণিমা। (জিজ্ঞাসুভাবে) আপনি কি ক'রতে বলেন?

মতিলাল। (প্রায় আত্মহারা) আমি কিছুই ক'রতে বলিনা—আমি জানিও না কি করা উচিত! আমি শুধু বলি,—এ না, এ না—এ হ'তে পারে না! আমি এই বাংলাদেশের তরুণ যুবক, আমার দাঁড়াবার ভিত্তি নেই,—আমি চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছি, যে কোন মুহূর্ত্তে কোথায় তলিয়ে যেতে পারি! ভাববেন না, আমি শুধু আমার নিজের কথা ব'লছি—বাংলার প্রতি নরনারীর ঠিক আমারই মত অবস্থা!

পূর্ণিমা। (মুগ্ধ ও চিন্তিত) আপনার কথা শুনে ভয় হয়!

মতিলাল। তা হ'তে পারে। আপনারা স্বখেসচ্ছন্দে আছেন, নির্ব্বিবাদে জীবনযাপন ক'রছেন—বেশ আরামে আছেন! আপনারা হয়তো ভাবছেন, আপনারা এড়িয়ে যাবেন; আমি ব'লছি, তা হয় না—হ'তে পারে না, আপনারাও এড়িয়ে যাবেন না!

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। এই ওষুধ, কিছু খাওয়ার পর খাওয়াতে বলেছেন। সকালে একবার, রাত্রে একবার। চল—আমিই ওষুধটা খাইয়ে আসি।

[পূর্ণিমা ও বিজয়ের প্রস্থান।

(মহিমারঞ্জন ও অমরেশের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। অনেকক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি মতিবাবু, ত্রুটী মার্জ্জনা কর্‌বেন।

মতিলাল। কিছুনা—কিছুনা; আমরা নানান রকম আলোচনা কচ্ছিলাম, সময় একরকম মন্দ কাটেনি!

অমরেশ। আমি তাহ'লে এখন আসি মহিমবাবু!

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা—তাহ'লে কথা ওইই রইল অমরেশবাবু!

অমরেশ। আমি অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবো—এখন আপনার বরাত! আর শুধু আপনারই বা বলি কেন?—আমাদের বরাত, আর আমার হাতযশ!

মহিমারঞ্জন। ওরে রামলাল, গাড়ীখানা ঠিক আছে কিনা দেখ্। চলুন—আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিই!

[উভয়ের প্রস্থান।

বিকাশ। Her majestyকে চটানু ঠিক নয়—কি বলেন মতিবাবু? শেষ-কালে কি আপনার মত বেকারের দলভুক্ত হব'! ওদিকটা একটু manage করে আসি।

[প্রস্থান।

[মতিলাল পায়চারি করিতেছিল, তাহার মনে হইল বাড়ীর ভিতর হইতে কাত্রাণীর শব্দ আসিতেছে ; ক্ষণপরে বিজয় প্রবেশ করিল।]

মতিলাল। বাড়ীর ভিতর থেকে একটা কাত্রাণীর শব্দ আসছে না বিজয়বাবু? গিন্নীঠাকৃরুণের কি খুব অসুখ?

বিজয়। তিনি বহুদিন থেকে invalid হয়ে পড়ে আছেন ; মাঝে মাঝে একএকটা hysterical fit হয়—সেই সময় ওই রকম একটা যন্ত্রণাসূচক—

মতিলাল। (আবিষ্টের মত) আমার যেন মনে হচ্ছে—তাঁর অন্তরাত্মা কাঁদছে! ধ্বনিটার মধ্যে একটা খুব করুণ সুর রয়েছে বলে আপনার মনে হয় না কি? একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন!

বিজয়। আপনি নতুন শুনছেন, তাই ওই রকম মনে হচ্ছে,—আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি!

মতিলাল। (তিরস্কারের ভাবে) আপনারা সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন? কি আশ্চর্য্য! আমি ভেবেছিলাম, আপনি আজও অভ্যস্ত হননি। জীর্ণ দেহ, তার ভিতর অতি ক্লান্ত আত্মা কাঁদছে—বেরোবার পথ নেই!

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। বিজয়, মতিবাবুকে খাইয়ে নিয়ে তোমার ঘরে ওঁর শোবার ব্যবস্থা করে দাও। যাও—ওঁকে নিয়ে যাও। মতিবাবু, আজ তো অনেক রাত হয়ে গেল; কাল আপনার কথাবার্ত্তা শুনবো। আপনি যে ভাবে কথা বলছিলেন, দু'চারটে কথা আমার কানে গেছে। আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে।

মতিলাল। তাই নাকি?

মহিমারঞ্জন। তাহ'লে, আজ আর রাত করবেন না! যাও বিজয়,—নিয়ে যাও ওঁকে।

মতিলাল। আপনি এখন খাবেন না?

মহিমারঞ্জন। আমার কিছু ঠিক নেই। যদি খাই, সে অনেক রাত্রে,—আপনার কষ্ট হবে। আচ্ছা—নমস্কার!

[বিজয় ও মতিলালের প্রস্থান।

(জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। তোরা এখনো ঘুমুসনি জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্না। এবার ঘুমুতে যাব—এখনো তেমন রাত হয়নি বাবা!

মহিমারঞ্জন। তোমার তো সন্ধ্যে হলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে মা!

জ্যোৎস্না। তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌বো—তা তোমায় তো আর সহজে পাবার উপায় নেই? কাল হয়তো সকাল থেকেই আবার লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হবে!

মহিমারঞ্জন। কি বলবে—বল?

জ্যোৎস্না। আমার এখানে আর ভালোলাগছেনা বাবা—আমি কিছু দিন কলকাতায় গিয়ে থাকবো।

মহিমারঞ্জন। তোমার ভালোলাগছে না—না বিকাশের ভালোলাগছে না? কার মাথা থেকে খেয়ালটী বেরিয়েছে?

জ্যোৎস্না। না বাবা, খেয়াল বলে উড়িয়ে দিলে চ'লবেনা। মা রাতদিন শুয়ে আছে। তুমি রাতদিন কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত। পূর্ণ পুরুষ মানুষের মত, পুরুষের সঙ্গে পাঁচ জায়গায় আসে যায়, বেড়িয়ে বেড়ায়,--ওর কোন অসুবিধে নেই! আমি একাএকা দিনরাত কি করি—বলত?

মহিমারঞ্জন। কেন—বিকাশ কি করে? সে তোমায় গাড়ী করে খানিকটে বেড়িয়ে আন্‌তে পারে না রোজ?

জ্যোৎস্না। রোজ রোজ এক জায়গায় বেড়ান ভাল লাগে না। আমি কলকাতায় যাবো, তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

মহিমারঞ্জন। তোমার মায়ের এই অসুখ, আর তুমি কলকাতায় যাবে?

জ্যোৎস্না। মায়ের অসুখটসুখ কিছু না, ও পূর্ণর দরদ দেখানো—আমার উপর টেক্কা দেওয়া—যেন উনিই একা মাতৃভক্ত, আর আমি কিছুই না! বেশী টাকা লাগবেনা বাবা। ও বলেছে, একখানা বাড়ী—আর পাঁচশ' টাকা!

মহিমারঞ্জন। কে বলেছে—বিকাশ? তোর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে!

জ্যোৎস্না। তোমার তো অনেক টাকা আছে বাবা! কত লোককে কত টাকা মাইনে দাও,—আর মোটে পাঁচশ' টাকা আমার জন্যে খরচ করতে পারবে না?

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা জ্যোৎস্না, তোমার কি জ্ঞানবুদ্ধি কখনো হবে না—আজও কি তুমি সেই ছেলেমানুষটী আছ?

জ্যোৎস্না। ছেলেমানুষ নইতো কি? আমি বুড়ী হয়ে গেছি নাকি? বয়সের গাছপাথর নেই কিনা—দাঁত পড়ে গেছে, চুল পেকে গেছে—

মহিমারঞ্জন। যাও—শোওগে। অনেক রাত হয়েছে। এমাসে পূর্ণর বিয়ে, তুমি না থাকলে—

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ—বিয়ে! বিয়ে তা বর কোথায় শুনি? সে শক্ত মেয়ে, নিজে পাত্র বাছাই করে বিয়ে ক'রবে। তাকে বিবি তৈরী করেছ—তোমরা যাকে বিয়ে দিতে যাবে, তাকে সে বিয়ে করবে কিনা!

মহিমারঞ্জন। আঃ—জ্যোৎস্না—যাও, শুতে যাও। আমায় বিরক্ত ক'রোনা।

[কক্ষান্তরে প্রস্থান।

(জ্যোৎস্না সেইদিকে অভিমানভরে চাহিয়া রহিল—ধীরে ধীরে বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। কর্ত্তাকে কল্‌কাতায় যাওয়ার কথা বলেছিলে বুঝি!

জ্যোৎস্না। তুমিই তো আমায় বকুনি খাওয়ালে? বাবা আমায় কোনদিন বকেন না—আর আজ—(কণ্ঠ রুদ্ধ হইল)

বিকাশ। তোমায় তখন সাবধান ক'রে দিলাম—বল্লাম, আজ ওকথা বলোনা—কর্ত্তার মেজাজ ভাল নেই। সব কাজের সময় অসময় আছে। তুমি তো আর আমার কথা শুন্‌বেনা? কলকাতায় যাবার ইচ্ছে হ'ল তো, অমনি তখনই—তোমার যে তর্ সয়না!

জ্যোৎস্না। না—তর্ সয়না। তুমি খুসী হয়েছ তো? আমার মরণ হয় তো বাঁচি! (রাগিয়া প্রস্থান)

বিকাশ। আরে, ভালরে ভাল—এর মধ্যে আমার দোষটা হ'ল কোন্‌খানটায়? যাই আবার মান ভাঙাইগে—চাক্‌রি হয়েছে ভাল! (প্রস্থানোদ্যত)

(মহিমারঞ্জনের পুনঃপ্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। বিকাশ, শোন!

বিকাশ। বলুন!

মহিমারঞ্জন। জ্যোৎস্নার মাথায় কল্‌কাতায় যাবার খেয়াল কে ঢুকিয়েছে? তুমি—?

বিকাশ। আমি?—না!

মহিমারঞ্জন। তবে যে জ্যোৎস্না বল্‌ছিল, তুমি ব'লেছ পাঁচশ' টাকায় কলকাতার খরচ চালিয়ে নেবে?

পাবলিক লাইব্রেরী হাওড়া

বিকাশ। ও! হ্যাঁ—সে আমি ঠাট্টা ক'রে ব'লেছিলাম। আমি বরং কত বুঝিয়ে' ব'ল্লাম—কল্‌কাতা অত্যন্ত খারাপ জায়গা, আর পল্লীগ্রাম খুব ভাল জায়গা; কল্‌কাতার সব লোকদের আমাদের এই গাঁয়ে উঠে আসা উচিত—ও!

মহিমারঞ্জন। আমার টাকাকড়ি, ব্যবসাবাণিজ্য—যা কিছু, তোমাদের জন্যে। আমার তো আর ছেলে নেই। থাক্‌লে তোমাদেরই থাক্‌বে। আর এখন থেকে যদি উড়িয়ে দিতে চাও—তোমাদেরই যাবে।

বিকাশ। সেতো নিশ্চয়ই—সে কি আর আমি বুঝিনে! তবে আপনার মেয়েটী একটী আস্ত—

মহিমারঞ্জন। ও তো পাগল!

বিকাশ। আপনার জানা আছে দেখছি—?

মহিমারঞ্জন। তাই বলে তুমি যেন ওর পাগলামির প্রশ্রয় দিওনা। তুমি ওকে সদুপদেশ দেবে। ভাল বইটই পড়াবে—

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বুওর ওয়ারের ইতিহাস আর ভগবদ্‌গীতা রোজ পড়াবার চেষ্টা করি তো!

মহিমারঞ্জন। বুওর ওয়ারের ইতিহাস? —আচ্ছা যাও শোওগে। রামলাল—

[বিকাশের প্রস্থান।

রামলাল। (নেপথ্যে) যাই বাবু—

(রামলালের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। (পিছনে চাহিয়া) এখনো সেইখানে বসে আছে?

রামলাল। হ্যাঁ বাবু!

মহিমারঞ্জন। দেখ্‌তো—বাড়ীর ভিতরে সব ঘুমিয়েছে কিনা? খুব আস্তে আস্তে যাবি। তোর পায়ের শব্দে যেন জেগে না ওঠে।

[রামলালের প্রস্থান।

[মহিমারঞ্জন উত্তেজিতভাবে পায়চারী করিতে লাগিলেন। একটু পরে ধীরে ধীরে সৌদামিনীর প্রবেশ।]

সৌদামিনী। অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। বাড়ী নিশুতি,—তুমি একা ব'সে আছ দেখে, এলাম। বেশীক্ষণ থাক্‌বো না।

মহিমারঞ্জন। ব'স—!

সৌদামিনী। তুমি ব'স। আমি এতক্ষণ ব'সেইছিলাম।

মহিমারঞ্জন। তুমি হঠাৎ আমায় না জানিয়ে এখানে এলে যে?

সৌদামিনী। তুমি যে আমায় দেখে ভয় পেলে না? আমি জ্যান্ত মানুষ ব'লে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে তো? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।

মহিমারঞ্জন। কেন কেন, একথা কেন ব'লছো সৌদামিনী—?

সৌদামিনী। কেন বলছি, তা তুমি আমার চেয়ে ভালই জান। আমার মরার খবর এ গাঁয়ে কে রটিয়েছিল?

মহিমারঞ্জন। তোমার মরার গুজব?

সৌদামিনী। বিশ-বাইশ বছর এ গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেছি, ফিরে এসে খবর পেলাম—আজ আঠার বছর আমি মারা গেছি!

মহিমারঞ্জন। এরি মধ্যে কার কাছে শুনলে?

সৌদামিনী। শুনেছি। আঠার বছর আগেকার কথা, তুমি বোধ হয় সব ভুলে গেছ—কিছু মনে নেই?

মহিমারঞ্জন। না সৌদামিনী, আমি কিছুই ভুলিনি! কিন্তু তুমি এখানে আবার কেন এলে?

সৌদামিনী। আমি জানি—আমি না এলে তোমার ভাল হ'ত। কিন্তু তোমার জন্যে আসিনি—আমার জন্যেই আমাকে আসতে হ'ল। আমার ছেলে কোথায়?

মহিমারঞ্জন। শোন—তোমায় সত্যকথা বলি। আমায় ভুল বুঝনা—তোমার কাছে হয়তো আমি কিছু অন্যায় করেছি; কিন্তু সব দিক দিয়ে বিচার ক'রলে বোধ হয় আমি অন্যায় করিনি!

সৌদামিনী। আমার ছেলে কোথায়—?

মহিমারঞ্জন। তোমার ছেলে ভাল আছে। তুমি উত্তেজিত হ'য়োনা। আমার কথা বিশ্বাস কর। তোমার ছেলের জন্যই তোমার মরার খবর রটিয়েছিলাম। তুমি ব'স—!

সৌদামিনী। বসছি! (বসিল)

মহিমারঞ্জন। তুমি কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে?—সমস্ত কথা আমায় বল।

সৌদামিনী। তোমার তো খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি। থাসা বাড়ীঘর ক'রেছ, পুরোণো ভিটে ছেড়ে গাঁয়ের বাইরে এসে নতুন শহর তৈরী ক'রেছ। কোন পুরোণো জিনিসের চিহ্নই আর রাখনি!

মহিমারঞ্জন। আমার কথা থাক। তোমার কথা—তুমি বল।

সৌদামিনী। আমার কথা—? আমায় যা দেখছো,—আমি বেঁচে আছি! তবে, তুমি আমায় যেখানে রেখে এসেছিলে—সেখানে আমি ছিলাম না। আমি সে পাঁক থেকে বাইরে এসেছি। বাইশ বছর—দিনরাত,

চেষ্টা ক'রে ভগবানের দয়ায় আমি আমার পাপের ছাপ ধুয়ে ফেলিছি। তাই আজ তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস হ'ল!

(নেপথ্যে কাতরধ্বনি—"উঃ, মাগো—মাগো—মাগো")

সৌদামিনী। ওকি ওকি, ওকি!—কে কাঁদে?

মহিমারঞ্জন। আস্তে আস্তে—আস্তে কথা কও, সৌদামিনী!

সৌদামিনী। আস্তে কথা কইব কেন? ও কে? কেন কাঁদছে?

মহিমারঞ্জন। কি জানি, ও কেন কাঁদে। প্রায়ই কাঁদে! স্বপ্নে কাঁদে, জেগেও কাঁদে—কান্নাই ওর রোগ!

সৌদামিনী। ও কে? কান্নাই রোগ? (ক্ষণপরে) ও কে--তোমার স্ত্রী?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী!

সৌদামিনী। কি হয়েছে তাঁর— ?

মহিমারঞ্জন। জানিনে—ও ওই রকম। আমি সুখে নেই সৌদামিনী!

সৌদামিনী। চল—আমি যাবো তোমার স্ত্রীর কাছে। উনি বড় কষ্ট পাচ্ছেন।

মহিমারঞ্জন। না—তা হয় না সৌদামিনী!

সৌদামিনী। কেন হবে না? (দ্বারের কাছে গেল)

মহিমারঞ্জন। এদের কাছে তুমি মৃত!

সৌদামিনী। মৃত? তোমার স্ত্রী আমায় চেনে?

মহিমারঞ্জন। সে তোমার ছোটবোন!

সৌদামিনী। আমার ছোটবোন নন্দ! তারও জীবন তুমি এমনিভাবে নষ্ট ক'রেছ? আমি নিশ্চয় যাবো! (অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

মহিমারঞ্জনের গৃহসংলগ্ন উদ্যান। বাগানের পিছন দিকে মধুমতী নদী—নদীতে পূর্ণ
জোয়ার। নদীবক্ষে পল্লী-জীবনযাত্রার বিচিত্র আয়োজন—বড় বড় পালের নৌকা,
ছোট ছোট জেলে ডিঙি। নদীর পাড়ে নারিকেল-গাছ, সুপারি-গাছ। তাহার
ভিতর দিয়া গ্রামবাসীদের ছোট ছোট চালের ঘর দেখা যাইতেছে।
সূর্য্য উঠিয়াছে—দূরে কোথায় যেন মেঠোসুরে উদাস ভৈরবী রাগিণী
বাজিতেছে। মহিমারঞ্জন ও নন্দরাণী আসিলেন।
মহিমারঞ্জনের মনে হইতেছিল—জীবনযাত্রার কোথায়
যেন কিসের অভাব—বুঝি—"এবারের মত,
বসন্ত গত জীবনে"!

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা—তখন তোমার দিদিকে দেখে তুমি ওরকম ক'রে চেয়েছিলে কেন? আমি তো তোমায় তখনি বুঝিয়ে ব'ল্‌লাম, তোমার দিদি মারা গেছেন ব'লে যে গুজব রটেছিল—সে মিথ্যে! তুমি যেন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না!

নন্দরাণী। আমি এখনো ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—ও কেন এল, কোথেকে এল, এতদিন কোথায় ছিল,—সবই যেন আমার কাছে হেঁয়ালী মনে হচ্ছে—!

মহিমারঞ্জন। না, না—এর মধ্যে আবার হেঁয়ালী কি আছে? তিনি এতদিন পশ্চিমে ছিলেন—কাশীতে। আমরা একটা মিথ্যে খবর পেয়েছিলাম।

নন্দরাণী। দেখ, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম—যেন আমার সেই শত্তুরগুটো—! বাড়ীতে ?—না—ঠিক বাড়ীতে না ; কোথায় যেন—গোবিন্দদেবের ফুলদোল হ'চ্ছে ! শত্তুরগুটো গোবিন্দদেবের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতেই—গোবিন্দদেব—উঠে এসে—ওদের সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন ! আমি যেন সেখানে গেছি—তিন জনেই—আমায় "মা" ব'লে ডেকে—আমায় এক জায়গায় বসালে—আর সবাই মিলে সংকীর্ত্তন গাইতে লাগ্‌ল—। তারপর, কি যেন—ঠিক মনে প'ড়ছে না ! বৃষ্টি হ'ল ? না—যেন খুব ঘন কুয়াশা ! দেখিনা—হঠাৎ আমার পাশে দিদি ! তখন আমি ভাব্‌লাম্—"এরা তো সবাই ম'রে গেছে—আমি এখানে কেন ?—আমি তো এখনো মারিনি !"

মহিমারঞ্জন। আমি তোমায় কতবার ব'লেছি মেজবউ—তুমি আকাশ-পাতাল ওসব ভেব না।

নন্দরাণী। ভাগ্যিস্, তুমি আমায় সঙ্গে ক'রে এনেছিলে ! নইলে—দিদি কি মনে ভাব্‌তো ?

মহিমারঞ্জন। এইবার তুমি যাও—তোমার দিদির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওগে !

নন্দরাণী। হ্যাঁ—যাই। এখন আমার মন বেশ ভাল আছে। তুমি আবার গোবিন্দদেবের ফুলদোল ক'চ্ছ—এটা বড় ভাল হ'ল—। আমি কতদিন স্বপ্ন দেখেছি—এ যেন আমার স্বপ্ন ফল্‌লো ! সঙ্কীর্ত্তন হবে তো— ?

মহিমারঞ্জন। তা, যা যা নিয়ম আছে—সবই চাই বই কি ? (সৌদামিনীকে আসিতে দেখিয়া) এস, এস—বড়গিন্নী সুপ্রভাত !

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

("বড়গিন্নী" বলিয়া ডাকায় সবাই পরস্পরের প্রতি চাহিল)

সৌদামিনী। ছি:—! তুমি বরং আমায় সৌদামিনী ব'লে ডেকো।

(নন্দরাণী আবার যেন বিমর্ষ হইতে লাগিল)

মহিমারঞ্জন। সে যা ব'লে ডাক্‌তে হয় ডাক্‌বো! (বাহিরের দিকে তাকাইয়া সৌদামিনীর প্রতি) কোন্ জায়গাটা বুঝতে পাচ্ছ— ?

সৌদামিনী। হুঁ—ওপারের ওই বটগাছটা—চিহ্ন আছে!

(মহিমারঞ্জন নন্দরাণীর দৃষ্টিতে কি যেন অনুভব করিয়া কথাবার্ত্তায় ক্ষান্ত হইলেন)

মহিমারঞ্জন। ওঃ, সেকালে—আমাদের নাওয়ার ঘাট থেকে সাঁতার কেটে—রোজ চক্রবেড়ের বাঁক পর্য্যন্ত—তুমি ছিলে একটা আস্ত পানকৌড়ি—! (সৌদামিনীকে নিরুৎসাহ দেখিয়া) আচ্ছা—সে অন্য এক সময় হবে। তোমরা ব'স—আমি একবার বেরুব। তোমরা দুই বোনে একটু গল্পগুজব কর—বাড়ী, বাগান তোমার দিদিকে ভাল ক'রে দেখাও না—?

নন্দরাণী। তুমি কি এখুনি বেরুচ্ছ— ?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ—ঠিক এই সময়টাতে আমার কাজের আর অন্ত নেই। কতদিন পরে তোমার দিদি এলেন—এ বাড়ীতে কুটুম্বর পায়ের ধুলো এই প্রথম—কোথায় ওঁকে নিয়ে একটু গল্পগুজব ক'রবো—তা নয়, ভোর না হ'তে ছুটতে হচ্ছে!

সৌদামিনী। তোমার সঙ্গে আমার কাজের কথাও আছে।

মহিমারঞ্জন। বেশ তো—সবই হবে। দু'এক দিন বোনের বাড়ী থাক্‌লেই বা ?

সৌদামিনী। আমি নন্দর বোন—এ পরিচয় ছেলেমেয়েদের দিতে চাও ? আমার আপত্তি নেই !

মহিমারঞ্জন। মেজবউ, তোমার দিদির খাতির-যত্ন তুমি কর। (সৌদামিনীর প্রতি) এরই মধ্যে স্নান ক'রেছ দেখ্‌ছি ? দেখেছ মেজগিন্নী—তোমার চেয়ে তোমার দিদির স্বাস্থ্য কেমন সুন্দর !

নন্দরাণী। দিদি তো আমার মত যমের জ্বালায় জ্বলেনি ! ওই দুটী টিঁকে আছে—সদাই ভয় দিদি—দিনরাত তুক্‌তাক্ ক'চ্ছি ! আমি যেন কি হ'য়ে গেছি— ! তুমি বেশ আছ দিদি, ছেলেপুলে হয়নি—বেশ আছ। না হওয়ার এক তাপ—হওয়ার শতেক তাপ দিদি !

(সৌদামিনী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মহিমারঞ্জনের প্রতি চাহিলেন)

মহিমারঞ্জন। (কোন কথার উত্তর দিতে না পারিয়া) আমি এখন আসি—তোমরা একটু বেড়াও। গাঁয়ের বাইরে—এখানে বেশ খোলা হাওয়া আর আলো আছে !

[প্রস্থান।

(পূর্ণিমা ধীরে ধীরে মায়ের কাছে আসিল)

পূর্ণিমা। মা, আজ যে বড়, বাগানে বেড়াতে এসেছ-— ?

(পূর্ণিমা মায়ের মাথার চুল লইয়া খেলা করিতে লাগিল—দূরে বিজয় আসিয়া দাঁড়াইল)

নন্দরাণী। কিছু ব'ল্‌বে বিজয় ?

বিজয়। পূর্ণিমাকে একটা কথা ব'ল্‌ব। আপনি কেমন আছেন মা ?

নন্দরাণী। আজ একটু ভাল আছি বাবা !

বিজয়। তাহ'লে, ডাক্তারের ওষুধটা বেশ কাজ ক'রেছে দেখ্‌ছি !

(নন্দরাণী ও সৌদামিনী ধীরে ধীরে অন্য দিকে গেলেন—তাঁহাদের আর দেখা গেল না)

বিজয়। প্রফুল্লবাবু বেশ ভাল ডাক্তার !

পূর্ণিমা। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই ! কি ব'ল্‌বে আমাকে— ?

বিজয়। (মৃদুহাস্য) দরকারী কথা আছে। আচ্ছা, ঐ মহিলাটী কে ? কখন্ এলেন উনি ? তোমাদের সঙ্গে ওঁর কোন আত্মীয়তা আছে নাকি ?

পূর্ণিমা। কি জানি ? ওঁকে কখনো দেখিনি ! আজ সকালে উঠে দেখি মার বিছানার পাশে ব'সে। কখন্ এলেন—তাও জানিনে !

বিজয়। মাকে জিজ্ঞাসা করনি ?

পূর্ণিমা। তারপর থেকে মাকে এখনো একা পাইনি।

বিজয়। ঘনিষ্ঠতা দেখে মনে হয়, হয় কোন নিকট আত্মীয়—না হয় বাল্য-বন্ধু !

পূর্ণিমা। নিকট আত্মীয় কেউ আছেন ব'লে জানিনে। এক মাসী ছিলেন—তিনি বহুকাল আগেই মারা গেছেন।

বিজয়। তাঁর কথা গাঁয়ে কিছু কিছু শুনেছি।

পূর্ণিমা। হ্যাঁ—কি দরকারী কথা আছে ব'ল্‌ছিলে ?

বিজয়। (মৃদুহাস্য) আমি এখন কাজে বেরুচ্ছি ; মতিবাবু একা ব'সে আছেন—তিনি তোমার তত্ত্ব ক'রেছিলেন।

পূর্ণিমা। জামাইবাবু কোথায়—?

বিজয়। তিনি তোমার দিদিকে নিয়ে গাড়ী ক'রে বেড়াতে গেছেন।

পূর্ণিমা। দিদি যেন কি—! লোকের সুখসুবিধে যদি একটু বোঝে!

বিজয়। (মৃদুহাস্য) মতিবাবুর কাছে গিয়ে গল্পগুজব করগে—লোকটা বেশ চমৎকার! কিন্তু একেবারে পাগল—!

পূর্ণিমা। পাগল কিরকম?

বিজয়। একেবারে—বদ্ধপাগল! কাল রাতে আমার ঘরে ভদ্রলোক শুলেন, সমস্ত রাত ঘুমুননি—সে কতরকম কথা যে বল্লেন! আমি বার বার ঘুমিয়ে পড়ি, আর বার বার আমায় ডেকে তোলেন—"ও মশায়, ঘুমুলেন নাকি— ?"

[হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দরাণী ও সৌদামিনী বেড়াইতে বেড়াইতে পুনরায় বেঞ্চের কাছে আসিলেন)

সৌদামিনী। ও ছেলেটা কে নন্দ?

নন্দরাণী। কে—বিজয়?

সৌদামিনী। ঐ যে—তোমার ছোটমেয়েকে ডেকে নিয়ে গেল—?

নন্দরাণী। খাসা ছেলে! কর্ত্তার এখানকার আফিস তো ওই চালায়। এসেছিল ছোটছেলেটা—আজ আটদশ বছর এখানে আছে।

সৌদামিনী। ব্রাহ্মণের ছেলে?

নন্দরাণী। হ্যাঁ—ব্রাহ্মণের ছেলে বৈকি! তবে, মা-বাপ নেই—গরিব! নৈলে, আমি কারো মানা শুন্‌তাম না—ওরি সঙ্গে পূর্ণর বিয়ে দিতাম।

সৌদামিনী। (বাহিরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে) গ্রামের ছিরিছাঁদ সব বদ্‌লে গেছে। আয়, এখানে একটু বসি। তোর কষ্ট হচ্ছে নন্দ?

নন্দরাণী। না—কষ্ট কিসের ?

(উভয়ে বসিলেন এবং কিছুক্ষণ দু'জনেই নির্ব্বাক্)

নন্দরাণী। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) দিদি, একটা কথা তোমায় বল্‌বো—না ব'লে পার্‌ছিনে—রাগ ক'রো না।

সৌদামিনী। তুমি বলনা, কি কথা তোমার ব'ল্‌বার আছে।

নন্দরাণী। কাল রাত্রে তুমি যখন হলঘরে ওঁর সঙ্গে কথা ব'ল্‌ছিলে—আমি একটা অন্যায় সন্দেহ ক'রে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিলাম ; তারপর, তোমায় দেখে অত্যন্ত ভয় পাই—!

সৌদামিনী। তোমার সন্দেহ করাও যেমন স্বাভাবিক—ভয় পাওয়াও তেমনি স্বাভাবিক নন্দ !

নন্দরাণী। আমি সেজন্যে বড় লজ্জিত আছি দিদি। তোমায় দেখে হঠাৎ কেমন যেন আমার ফিটের মত ভাব এল। হিষ্টিরিয়া—মূর্চ্ছা ভাঙ্‌লেও আমি অনেকক্ষণ তোমার মুখের দিকে চাইতে পারিনি !

সৌদামিনী। আজ বিশ-বাইশ বছর ধরে যার কোন খবরই পাওনি—বরাবর শুনে আস্‌ছো, সে বহুকাল ম'রে গেছে—তারপর, সে হঠাৎ একদিন যদি রাতদুপুরে এসে উপস্থিত হয়, তাকে দেখে—কে না ভয় পায় ? বিশেষ, তোমার শরীর খারাপ—মন খারাপ ! তোমার স্বামীও আমায় দেখে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল।

নন্দরাণী। কিন্তু, এখনো আমার ভয় ঘোচেনি দিদি !

সৌদামিনী। এখন কিসের ভয় ?

নন্দরাণী। আমার মেয়ে, জামাই—কারো কাছে আমি তোমার পরিচয় দিতে পাচ্ছি না। এতদিন পরে তোমায় কাছে পেলাম—কখনো পাবার আশাও ছিল না? আমার যে কি আনন্দ হ'য়েছে—তা তোমায় মুখে ব'ল্‌তে পার্‌ছি না! অথচ—

সৌদামিনী। অথচ কি—?

নন্দরাণী। অথচ—তোমায় কাছে রাখ্‌তে আমার একটুও সাহস নেই—!

সৌদামিনী। কারণ—?

নন্দরাণী। কারণ?—এও কি সম্ভব দিদি, তুমি তার কারণ জান না?

সৌদামিনী। ঠিক জানিনে বটে—তবে অনুমান ক'রতে পারি।

নন্দরাণী। তুমি ব'ল্‌বে—সবাই সে কথা ভুলে গেছে; কিন্তু এখনো বুড়ো পরেশ চৌধুরী বেঁচে! এ সমাজের সমাজপতি তিনি; আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করি দিদি—আমার ছোটমেয়ের আজও বিয়ে হয়নি, অনেকে ভাঙ্‌চি দেয়। বড়টীকেও খুব সুপাত্রে দিতে পারিনি—!

সৌদামিনী। এত টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম তোমার স্বামীর—তবু মেয়েদের জন্যে ভাল পাত্র পাও না কেন—? আর কেনই বা লোকে ভাঙ্‌চি দেয়—?

নন্দরাণী। (একটু চিন্তা করিয়া) তুমি যখন স্পষ্ট কথাই শুন্‌তে চাও দিদি, তাহ'লে বলি—ভাঙ্‌চি দেয়, সবাই সব কথা আজও মনে করে রেখেছে ব'লে—!

সৌদামিনী। আমার কথা?

নন্দরাণী। হ্যাঁ—তোমারই কথা—; সেই ঘটনার পর আমারই কি বিয়ে হ'ত দিদি? তবে তোমার ভগ্নীপতি নাকি শিবতুল্য মানুষ—!

সৌদামিনী। (হাসিয়া) শিবতুলা—?

নন্দরাণী। হাস্‌ছ যে দিদি—শিবতুল্য নন্? নইলে, তুমি যে কাণ্ড ক'রে গিয়েছিলে, তারপরে—সেই বাড়ীতে তোমার বোনকে জেনেশুনে কেউ বিয়ে ক'রত ?

সৌদামিনী। যাক্—তাহ'লে স্বামী নিয়ে তুমি বেশ সুখেসচ্ছন্দেই জীবন কাটিয়ে এসেছ—?

নন্দরাণী। সুখেসচ্ছন্দে—? একথা কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ—?

সৌদামিনী। এমনিই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি—বলনা ? সুখেসচ্ছন্দে চল্‌ছে তো ?

নন্দরাণী। হ্যাঁ—তা একরকম সুখেসচ্ছন্দেই বল্‌তে হবে বৈকি—? সাধারণ বাঙালীর মেয়ে যাকে সুখ বলে—তার অভাব আমার কখনও হয়নি !

সৌদামিনী। অর্থাৎ কাপড়, গয়না, টাকাকড়ি, ঠাকুর, চাকর, পেটের সন্তান—এই সব ?

নন্দরাণী। হ্যাঁ—এইসব। তবে, দুটো সন্তান ম'রে গেছে—যমে নেছে, সে আমার বরাত !

সৌদামিনী। আর স্বামীর ভালবাসা—?

নন্দরাণী। তুমি যেন কি—দিদি ! তুমি যেন আজো সেই ষোল বছরের মেয়েটী আছ ! স্বামীর ভালবাসা—! তবে, তোমার কথা আলাদা দিদি ! তুমি ক'দিনই বা স্বামী দেখেছ—ক'দিনই বা তাকে নিয়ে ঘর ক'রেছ ? আমার কথা তুমি বুঝ্‌বে না !

সৌদামিনী। তোমার এ কথা খুবই সত্যি—নন্দ! গিন্নীবান্নীর মনের ভাব কি হয়, সত্যি তা আমি জানিনে—আমার জানার দরকারও হয়নি! তবে একটা কথা, কাল রাতে তুমি তোমার শিবতুল্য স্বামীকেও একটু সন্দেহ ক'রেছিলে—?

নন্দরাণী। ছেলেবেলায় আমরা পিঠোপিঠি দু'বোন ছিলাম—তা তুমি আজও ভোলনি দেখ্‌ছি! নইলে, হঠাৎ কি একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বলে—তুমি আমায় এতখানি টিট্‌কিরি দিতে না!

সৌদামিনী। হ্যাঁরে—তুই রাগ কর্‌লি নাকি নন্দ!

নন্দরাণী। না—রাগ আমি করিনি; আমি তোমার মন দেখ্‌ছি! তুমি এত নীচু হোয়ে গেছ?

সৌদামিনী। আমি নীচু হোয়ে গেছি? বল—কি নীচু কাজ আমি করেছি, তোমায় বল্‌তে হবে!

নন্দরাণী। আমার স্বামী নিয়ে সকাল থেকে তুমি আমায় অনেক খোঁটা দিয়েছ। স্বামী কি বস্তু তুমি জান না,—যদি জান্‌তে, তাহ'লে এমনি ক'রে তোমার নিজের মুখ—আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঁচজনের মুখ পোড়াতে না!

সৌদামিনী। নন্দ—নন্দ!'

নন্দরাণী। না—আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব,—শোন দিদি! কাল রাতে যখন তিনি তোমার সঙ্গে কথা কন, তোমার গলা শুনে আমার মনে হঠাৎ আতঙ্ক হ'ল! কেন জানিনে, আমার ভয় হ'তে লাগ্‌ল—কে রাক্ষুসী এসেছে—রাক্ষুসী এসেছে! আমার সুখের সংসার ভেঙে দেবে—ভেঙে দেবে!

(নন্দরাণী কাঁদিতে লাগিল)

সৌদামিনী। (একটু স্থির থাকিয়া) তোমার যা বল্‌বার ছিল বলা হ'য়েছে নন্দ? এইবার তোমার একজন চাকরকে ডাক—আমায় একখানা গাড়ী এনে দিক্; আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি।

(নন্দরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিতা হইল)

সৌদামিনী। নন্দ, নন্দ—নন্দরাণী!

(সৌদামিনী নন্দরাণীর পাশে বসিল)

(বাড়ীর ভিতরের দিক হইতে পূর্ণিমা, প্রফুল্ল ডাক্তার ও মতিলালের প্রবেশ)

পূর্ণিমা। আসুন না মতিবাবু—আমাদের বাড়ীতে পর্দ্দা আইন খুব কড়া নয়! বাবা liberal হিন্দু কিনা?

মতিলাল। কিন্তু, আপনি বোধ হয় জানেন না—liberal হিন্দু কথাটা একেবারেই নিরর্থক; ওর কোন মানে হয় না। আপনার বাবা হয় liberal, না হয় হিন্দু—তুইই একসঙ্গে হওয়া যায় না; বরং বলুন, আপনার বাবা liberal বাঙালী!

পূর্ণিমা। (দূর হইতে সৌদামিনী ও নন্দরাণীকে দেখিয়া) মা, তুমি বেশ লোক যাহ'ক বাপু! ছ'মাসের বেড়ানো কি একদিনে শেষ কর্‌বে! ডাক্তারবাবু তোমার জন্যে পনেরোকুড়ি মিনিট বসে আছেন মা! (নিকটে আসিয়া) একি—মা, মা—ডাক্তারবাবু!

প্রফুল্ল। একটু স'রে দাঁড়ান। (সৌদামিনীর প্রতি) আপনি যেমন আছেন, তেমনি থাকুন—কেবল ওঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসুন। (পূর্ণিমার প্রতি) ভয় পাবেন না, ও কিছু নয়—nervous strain. আপনি একগ্লাস জল নিয়ে আসুন। [পূর্ণিমা চলিয়া গেল।

সৌদামিনী। একটু হাওয়া ক'রব কি ?

প্রফুল্ল। কিছু দরকার নেই। খাসা ফাঁকা জায়গা— দিব্যি হাওয়া আছে এখানে।

মতিলাল। বড় চমৎকার জায়গায় বাড়ী করেছেন মহিমবাবু। এখানে দশদিন থাক্‌লে—লোকের স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার কথা। অথচ এ বাড়ীতে থেকেও গিন্নীঠাক্‌রুণের শরীরের এই অবস্থা—বড়ই দুঃখের বিষয় বল্‌তে হবে !

(পূর্ণিমার জল লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

প্রফুল্ল। (পূর্ণিমার প্রতি) চোখেমুখে একটু জলের ছিটে দিন !

[পূর্ণিমা তাহাই করিল। নন্দরাণীর জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি চোখ মেলিয়া চারিদিকে লোকজন দেখিয়া মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন।]

প্রফুল্ল। থাক্, থাক্—আপনাকে উঠ্‌তে হবে না ; আপনি একটু জল খান। (পূর্ণিমা মাকে জল দিল) এখনি উঠ্‌বেন না—একটু বিশ্রাম করুন !

পূর্ণিমা। এটা কেন হোল বলুন দেখি ডাক্তার বাবু ! একটু আগে তো বেশ ছিলেন ! (সৌদামিনীর প্রতি) কি হ'য়েছিল—আপনি তো এখানে ছিলেন ?

নন্দরাণী। (লজ্জা ও আশঙ্কার সহিত) ওঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ মাথাটা কি রকম ঘুরে গেল—!

(পূর্ণিমা সৌদামিনীর দিকে একটু সন্দেহের চোখে চাহিল)

প্রফুল্ল। ও কিছু না ! complete nervous break-down—ওরকম একটু আধটু মাঝে মাঝে হবে বৈকি ! ইনি বোধ হয় বাল্যবন্ধু—

অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে ; একেবারে অনেক কথা ক'য়েছেন— একটু strain হয়েছে। আপনারা বসুন—আমরা দু'জন না হয় হলঘরে গিয়ে বস্‌ছি। মতিলালের সঙ্গে এখনও আমার ভালরকম আলাপ করাই হয়নি। এস মতি ! (পূর্ণিমার প্রতি) দেখুন, এক কাজ করুন—মিনিট পাঁচেক পরে ওঁকে আস্তে আস্তে ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবেন, আর এক কাপ গরম দুধ খেতে দেবেন ; এখনও মিনিট দশেক আমি আছি। চল—আমরা বসিগে মতিলাল !

মতিলাল। জায়গাটী আমার বড় ভালোলাগ্‌ছে প্রফুল্ল ! চলনা—নদীর ধারে ঐ দিকটা একটু বেড়িয়ে আসি। আজকের সকালটী বড় সুন্দর ! আলো বাতাস—আকাশের ঘন নীল রঙ, গাছপাতার সবুজ আভা, ঐ বাড়ীগুলো, নদীর জল, তার ওপর সূর্য্যকিরণ! বাঃ—ছোট ছোট জেলে ডিঙি, সাদা পালের নৌকো, নদীর ওপারে ঐ পাড়—তারও ওধারে নারকেলগাছ সুপুরিগাছ, তার ভেতর দিয়ে ছোট ছোট খড়ের চালের ঘর! বা—বা—বা, সবগুলি মিলে একটী চমৎকার ছবি হয়েছে ! এ এই বাংলাদেশেই আছে, আর কোথাও নেই ! আমার গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে প্রফুল্ল—গাইব ?

প্রফুল্ল। গাও—।

মতিলাল। (সুরে) "সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি—
(চিরদিন) তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

এস, এস—প্রফুল্ল এস ! একটু বেড়িয়ে আসি—

প্রফুল্ল। তুমি দেখ্‌ছি, দস্তুর মত কবি হে—! বেশ গান বাঁধতে পারতো মুখে মুখে!

মতিলাল। তুমি দেখ্‌ছি একেবারে সাহিত্যজহুরী। গানখানা আমি বেঁধেছি ব'লে তোমার ধারণা নাকি? চ'লে এসো।

[দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল—পূর্ণিমা সেইদিকে চাহিয়া রহিল]

সৌদামিনী। এখন একটু সুস্থ হ'য়েছ নন্দ?

নন্দরাণী। হ্যাঁ—হ'য়েছি।

সৌদামিনী। তাহ'লে, কাউকে একখানা গাড়ী ডাকৃতে ব'লে দাও—আমি সাড়ে দশটার ট্রেণে রওনা হব'।

পূর্ণিমা। আপনি কে মাসিমা—?

সৌদামিনী। আমি তোমাদের কেউ নই মা! তোমার মা আর বাবার সঙ্গে ছেলেবেলায় ভাব ছিল; তারপর বহুকাল দেখা হয়নি,—আমি এক অঞ্চলে ছিলাম, ওঁরা আর এক অঞ্চলে ছিলেন।

পূর্ণিমা। কল্‌কাতায় আপনার ঠিকানা কি—? আমি দেখা ক'র্‌তে যাব!

সৌদামিনী। আমি তো কল্‌কাতায় থাকিনে মা!

পূর্ণিমা। ও হরি—আপনি কল্‌কাতায়ই থাকেন না! তবে আর আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা ক'র্‌বো?

নন্দরাণী। পূর্ণ—তুই যা, গিয়ে আমার বিছানাটা ঠিক ক'রে রাখ্‌!

(পূর্ণিমা সৌদামিনী ও নন্দরাণীকে সংশয় দৃষ্টিতে দেখিয়া চলিয়া গেল)

নন্দরাণী। তুমি কি সত্যি আজই যাবে দিদি?

সৌদামিনী। তোমার স্বামীর কাছে আমি একটী কাজে এসেছি; কাজ এখনো আমার শেষ হয় নি।

নন্দরাণী। তবে— ? তুমি যে যেতে চাইছ— ?

সৌদামিনী। তোমার মেয়ের মুখের দিকে চেয়েছিলে ? তোমাদের সবার ভালর জন্যে আমার চ'লে যাওয়াই কি উচিত নয় ?

নন্দরাণী। দিদি, এ তোমার অভিমানের কথা !

সৌদামিনী। হাঁা—অভিমান আছে বৈকি ! অভিমানের কারণও আছে।

নন্দরাণী। দিদি—আমি তোমায় বড় কড়া কথা ব'লেছি। কি জানি—কেন যে ওকথা আমার মুখ দিয়ে বেরুল ! তুমি আমায় ক্ষমা কর দিদি !

সৌদামিনী। যাক্ নন্দ—ওসব কথা আর ব'লোনা ; তোমার মন অতি দুর্ব্বল ! আর এও বুঝ্তে পাচ্ছি—তোমার মনের এ অবস্থা এক আধ দিনে হয়নি।

নন্দরাণী। এক আধ দিন—তুমি বল্ছো দিদি ! আজ বিশ বছর—পুরো বিশ বছর ! কিছু ধ'রেছুঁয়ে পাইনে—অথচ কিছুতেই মন ভরে না। আমার শুধু মনে হয়—আমি তাঁর যোগ্য হ'তে পারিনি। তিনি কত বড়—দেশের একটা মাথা বল্লেই হয় ! আর আমি কি— ? কিছুই তো না !

সৌদামিনী। ওকথা আর তু'লো না—নন্দ !

নন্দরাণী। আজকের দিনটে তুমি থেকে যাও দিদি, এখনই চ'লে যেও না!

সৌদামিনী। আচ্ছা—আজকার দিনটে আমি আছি।

নন্দরাণী। তার বেশী আমিই বা কোন্ সাহসে তোমায় থাক্‌তে বল্‌বো?

[উভয়ে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। তখনো দূর হইতে মতিলালের কণ্ঠের গান ভাসিয়া আসিতেছে—"ওরা আমার যে ভাই—তারা সবাই তোমার রাখাল, তোমার চাষী। সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"—সেই দিক হইতেই বিকাশ ও জ্যোৎস্না প্রাতভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিল।]

জ্যোৎস্না। এ বাড়ীতে বাস ক'রে যে সুখেসচ্ছন্দে থাক্‌তে পার্‌বে, সে আজও মাতৃগর্ভে!

বিকাশ। যা ব'লেছ জ্যোৎস্না—আমারও ঠিক ওই এক মত!

জ্যোৎস্না। বাড়ীতো নয়—যেন শ্যাল্‌দর ইষ্টিশান! লোকজন আস্‌ছেই—আস্‌ছেই; আর, সব কেমন সপ্রতিভ?—যেন তাদেরই বাড়ীঘর! আর, বাড়ীর লোক সব—বানের জলে ভেসে এসেছে!

বিকাশ। একটু প্রেম ক'রবার মত নিরিবিলি জায়গা মেলে না—বেড়াতে না গেলে পরিবারের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইবার উপায় নেই!

জ্যোৎস্না। একজন অন্দরমহল আটক ক'রে ব'সে আছেন—আর দু'জন সদর-অন্দর চ'ষে বেড়াচ্ছেন! বাবা তো আর এদিক পানে চোখ মেলে চাইবেন না?—যত দোষ দেখ্‌বেন—

বিকাশ। আমরা কল্‌কাতায় যেতে চাইলে!

জ্যোৎস্না। তুমিও ওদের দলে গিয়ে মেশ—ষোলকলা পূর্ণ হ'ক!

(এক দিক দিয়া মহিমারঞ্জন এবং আর এক দিয়া দূরে রাজ্যেশ্বর সরকারের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। তোমরা এখানে কি ক'চ্ছ— ?

বিকাশ। কিছু না—এই দাঁড়িয়ে আছি। কাল রাত্রে আপনি ব'ল্‌ছিলেন না—সদুপদেশ দিতে ? সে তো আর পাঁচজনের সাম্‌নে দেওয়া চলে না—তাই এই বেশ নিরিবিলি জায়গায়—

মহিমারঞ্জন। এই বেশ নিরিবিলি জায়গায়— ? কেন, বাড়ীর ভিতরে তোমাদের ঘরে—সেখানে কি হ'ল ?

জ্যোৎস্না। বাড়ীর ভিতর নিত্যি নতুন লোকের আনাগোনা—কে কার কথা শোনে— ?

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা—তোমরা সহজভাবে কিছু কর্‌তে পার না— ?

বিকাশ। না—না, ও আপনি চিন্তিত হবেন না ; আমি সব ঠিক manage ক'রে নেব'।

মহিমারঞ্জন। যাও—বাড়ীর ভিতর যাও।

[জ্যোৎস্না ও বিকাশের প্রস্থান।

মহিমারঞ্জন। ব'স—রাজ্যেশ্বর ! মেলা কি রকম হবে মনে ক'চ্ছ ?

রাজ্যেশ্বর। আপনার স্বদেশী ভলন্‌টিয়ারের দল যে মদগাঁজার দোকান নিয়ে গণ্ডগোল ক'র্‌ছে। নেশার ব্যবস্থা না থাক্‌লে কি মেলায় লোক আসে বাবু ? মদগাঁজা আর ফড়খেলা—এ চাইই বাবু !

মহিমারঞ্জন। তাহ'লে কি ক'র্‌বে ?

রাজ্যেশ্বর। সে এখন আপনি বুঝুন বাবু ! আপনি যদি ভরসা দেন—আমি পুলিশ মোতায়েন রেখে দোকান খোলাবার ব্যবস্থা কর্‌তে পারি। ছেলেছোক্‌রার হুম্‌কিতে আমি ডরাই ?

মহিমারঞ্জন। না—না, সে হয় না; তাতে গাঁয়ের ভদ্রলোক আমার বিরুদ্ধে যাবে। এ'কে একটা ছোটখাট দলাদলি র'য়েছে—

রাজ্যেশ্বর। তাহ'লে একমাস মেলা চালানো যাবে না—তা আমি ব'লে দিচ্ছি।

মহিমারঞ্জন। একমাস না চ'ল্‌লে আমাদের চালডাল কি সব উঠ্‌বে? কল্‌কাতায় চালান দেওয়া পোষাবে না।

রাজ্যেশ্বর। তবে একথা ঠিক—আপনার গতবারের কৃষি-শিল্পপ্রদর্শনীর চেয়ে মেলা অনেক বেশী জম্‌বে। মদগাঁজা আর ফড়খেলা থাক্‌লে, আপনি হেসেখেলে তিরিশ দিনে তিরিশটে হাজার টাকা পেতেন। এখনো বিবেচনা ক'রে দেখুন বাবু!

মহিমারঞ্জন। শোন—চাল্‌টে একচেটে রাখ্‌তে হবে। ছোটখাট যত দোকানদার আস্‌বে—তাদের সব চাল কিনে নেবে। বড় আড়ৎদার কেউ দোকান বাঁধেনি?

রাজ্যেশ্বর। মেলাটা যে এত বড় মেলা হ'য়ে যাবে আপনার অভিরামপুরের বাজারের দোকানদারেরা তা মনে করেনি।

মহিমারঞ্জন। তুমি কিসে মনে ক'চ্ছ যে মেলাটা বেশ বড় মেলা হবে?

রাজ্যেশ্বর। আজ তার লক্ষণ দেখা দেছে বাবু! সকাল থেকে অন্ততঃ একশো নৌকো এসে ঘাটে লেগেছে।

মহিমারঞ্জন। এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল?

রাজ্যেশ্বর। সে এই রাজ্যেশ্বর শর্ম্মা—! সোজায় কোন কাজ হয় বাবু? পুরো দু'মাস ধ'রে হাটেবাজারে গাঁয়েগাঁয়ে সব ঢেঁট্‌রা দিচ্ছিনে? এ মেলা একেবারে গাঁয়ের মেলা—কল্‌কাতার কোন বড় দোকানদার

এখানে আস্‌বে না—আমাদের দেশের সমস্ত দোকান-পশারীদের খুব সুবিধে হ'বে। যার ঘরে যত ধানচাল জমায়েত আছে, গঞ্জের বাবু সব কিনে নেবেন। দোকান-পিছু গড়ে পাঁচটাকা ক'রে সেলামী, আট আনা খাজনা—আর নৌকো পিছু একটাকা সেলামী, দু'আনা খাজনা; তারপর ধরুন, এতগুলি লোকের খোরাকি—সমস্ত চাল আমাদের কাছ থেকেই কিন্‌তে হবে। মণকরা চার আনা লাভে যদি আপনি ছাড়েন—আপনার চালানি খরচা একপয়সা নেই!

মহিমারঞ্জন। আমার গুদোমের সব মালটা কাটিয়ে দিতে পার্‌লে, আমি আর কিছু চাইনে! তোমায় আমি খুসী কর্‌বো।

রাজ্যেশ্বর। সে কি আর জানিনে বাবু? আপনার শ্রীচরণে প'ড়ে আছি কি করতে তবে—? তারজন্যে আপনার দরকার শুধু হাজার-পাঁচেক টাকা। আজ আর কাল—এই দু'টো দিন যত ধানচালের নৌকো আস্‌বে, সব কিনে নেওয়া—পরশু থেকে আপনি মণকরা চার আনা দর বাড়াতে পার্‌বেন।

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা—সন্ধ্যেবলা তোমায় টাকা দেব।

রাজ্যেশ্বর। সন্ধ্যাবেলা কেন, কাল বেলা দশটা এগারোটায় দিলেও চল্‌বে—আমরা কাল বেলা দু'টার পর payment সুরু কর্‌বো।

মহিমারঞ্জন। ও—যথেষ্ট সময়! তাহ'লে তুমি এখন যাও। এই নদীর ধারের পথ দিয়ে চ'লে যাওনা—সোজা হবে।

রাজ্যেশ্বর। তাই যাচ্ছি; আপনার শ্রীচরণ-ধূলোর জোরেই ব'ল্‌ছি বাবু—আপনি তখন বল্‌বেন, হ্যাঁ—রাজ্যেশ্বর বলেছিল বটে? এই এতদিন য়া

পারেননি, এ মেলায় তাই হবে—পরেশবাবুর বিষদাঁত এইবার আপনি ভাঙ্‌তি পার্‌বেন।

মহিমারঞ্জন। না না—আমি কারো বিষদাঁত ভাঙ্‌তে চাইনে!

রাজ্যেশ্বর। চাইনে ব'ল্লে কি আর চলে দেব্‌তা? সব দোকানী-পসারী, চাষীমজুর—সবার মুখে ঐ এক কথা,—গঞ্জের বাবু এবার জমিদারবাবুর ওপর টেক্কা মেরেছে! আমি কিছু বল্‌ছিনে,—মোদ্দা আপনি দেখে নেবেন!

[প্রস্থান।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। কর্ত্তাবাবু, আপনি এখানে র'য়েছেন? অমরেশবাবুকে নিয়েই এলাম।

মহিমারঞ্জন। তাহ'লে খবর সুবিধে নয়?

বিজয়। আপিস-ঘরে যাবেন—না তাঁকে এইখানেই ডাক্‌বো?

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা—তাঁকেই ডাক।

বিজয়। একটা কথা ছিল!

মহিমারঞ্জন। বল!

বিজয়। আমাদের Credit Societyতে কালপরশু কি—আর দু'চার দিন, কিছু কিছু drawing হবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

মহিমারঞ্জন। আমাদের বিরুদ্ধে কি কোন—?

বিজয়। না—তা নয়! তবে, আমাদের একটু সাবধান থাকা দরকার। ধরুন্‌, মেলায় খরচপত্র ক'র্‌বে ব'লে—কেউ কেউ যদি বেশী ক'রে তুলতে চায়।

মহিমারঞ্জন। (দূরে রামলালকে দেখিয়া) ওরে রামলাল, অমরেশবাবুকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। তোমার ক্যাসে কত টাকা আছে?

বিজয়। হাজার টাকাও না—আজ তিন মাস সমস্ত খরচ ঐ টাকা থেকে হ'চ্ছে না? তার ওপর, পূর্ণিমা ব'ল্‌ছিলেন—সংসার খরচ নেই। শ'পাঁচেক টাকা কালই তো সংসারের জন্যেই নিতে হবে। ধরুন—আজ যদি শ'তিনেক টাকাও drawing হয়—

মহিমারঞ্জন। কত টাকা এবাবদ রাখা দরকার মনে কর?

বিজয়। অন্ততঃপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা।

মহিমারঞ্জন। পাঁচ হাজার, আর ঐ পাঁচ হাজার—দশ হাজার; এমাসের establishment—তাও ধর পাঁচ হাজার,—আপাততঃ পনের হাজার টাকা পেলে—; আচ্ছা, তুমি এখন এসো—কথাটা মাথায় রইলো।

(অমরেশের প্রবেশ ও বিজয়ের প্রস্থান)

মহিমারঞ্জন। কর্ত্তার ভাবগতিক কিরকম বুঝ্‌লেন?

অমরেশ। আপনার নাম সহ্য ক'র্‌তে পারেন না—আশ্চর্য্য! এতদূর, তা আমি জান্‌তুম না! আচ্ছা, আপনার ওপর এতটা চ'ট্‌বার কারণ কি?

মহিমারঞ্জন। সে অনেক দিনকার—অনেক সঞ্চিত ব্যাপার! আমার বাবা আপনাদের জমিদারীতে সামান্য গোমস্তার কাজ কর্ত্তেন। তাঁর ছেলে হ'য়ে আমি জমিদারের সঙ্গে সমান চালে চ'ল্‌বো, এটা উনি কল্পনা ক'র্‌তে পারেন না। যাক্—ও আলোচনায় কোন লাভ নেই। কথা হ'চ্ছে—পনের হাজার টাকা কাল বেলা দশটার মধ্যে চাই।

অমরেশ। কাল্‌কের ভিতরে চাই —?

মহিমারঞ্জন। এই পনের হাজার টাকা আপনি আমায় ধার দিন—আমি আমার শেয়ার বাঁধা রাখ্‌ছি। কাল আপনাকে আমি চল্লিশ হাজারের কথা ব'ল্‌ছিলাম—আজ ব'ল্‌ছি প'নের হাজার। আজ সকালে situation অনেক বদ্‌লে গেছে।

অমরেশ। (উল্লসিতভাবে) বলেন কি—? কি ক'রে বদ্‌লালো—?

মহিমারঞ্জন। বদ্‌লেছে—পরে আপনাকে ব'ল্‌ছি। আপাততঃ টাকা চাই —যেমন ক'রে হোক্‌!

অমরেশ। (চিন্তিতভাবে) আমার নিজের টাকা যা ছিল—সে তো সব আপনাকে দিয়েছি। এখন আমার নিজের হাতে আর কিছু নেই। আচ্ছা, আপনি নিজে একবার কর্ত্তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন না? যদি বেশ ভাল ক'রে কাগজে-কলমে দেখিয়ে দিতে পারেন এটা সত্যিকারের লাভের ব্যবসা, আমার বিশ্বাস—তিনি টাকা দেবেন।

মহিমারঞ্জন। আপনি আমার কারবারের হিসেবপত্তর দেখুন—আজ দশ বছর কারবার কর্‌ছি—bonafide firm.

অমরেশ। (উৎসাহিতভাবে) তা'ছাড়া—গ্রামের যা কিছু উন্নতি, সে আপনার জন্যেই হয়েছে। আপনি গতানুগতিকের পথ ছেড়ে নতুন পথে চ'লেছেন, সেইজন্যই তো আপনার উপর আমার এত দরদ!

মহিমারঞ্জন। অবশ্য, আপনার বাবাকে ব'লতে আমার কোন আপত্তি নেই—কিন্তু সে পরের কথা। টাকার দরকার কাল বেলা দশটায়। আমার এই financial crisis—আমি তাঁকে জান্‌তে দিতে চাইনে।

তিনি মনে মনে আমায় পছন্দ করেন না—আপনি জানেন। কথাটা যদি পাঁচকান হয়—সেটা কি ভাল হ'বে?

অমরেশ। হ্যাঁ, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি!

মহিমারঞ্জন। কাল্‌কের টাকাটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে পার্‌লে তারপর আমি তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌তে পারি। আপনি কখন্‌ কল্‌কাতায় যাচ্ছেন—?

অমরেশ। আজ—না হয় কাল।

মহিমারঞ্জন। আপনি কল্‌কাতায় আপনার কোন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে একমাসের কড়ারে টাকাটা আমায় ধার ক'রে দিতে পারেন না—?

অমরেশ। (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া) বোধ হয় পারি। আমার মায়ের গহনা—প্রায় বিশ হাজার টাকা দাম হবে—সেগুলো বাঁধা রেখে কোন bank থেকে—

মহিমারঞ্জন। দুর্গা দুর্গা দুর্গা—যাক্‌, আমার একটা দুর্ভাবনা ঘুচ্‌লো!

অমরেশ। তবে, আপনি শুধু দেখ্‌বেন—একথা যেন ঘুণাক্ষরে বাবার কানে না ওঠে!

মহিমারঞ্জন। এ তাঁর কানে কি ক'রে উঠ্‌বে—? টাকা আপনি দিচ্ছেন—আর দু'বার যেমন দিয়েছেন। সে ঘটনাও তো আপনার বাবা জানেন না।

অমরেশ। এর মধ্যে আপনি বাবার সঙ্গে একদিন দেখাশুনো ক'রে কথাবার্ত্তা ক'ন। মুখে যাই বলুন, মনে মনে আপনার উপর ওঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আপনি কি নিজে কল্‌কাতায় যাবেন আমার সঙ্গে—?

মহিমারঞ্জন। না—বিজয়কে পাঠাবো।

অমরেশ। (উৎসাহিতভাবে) কাল বেলা একটা, দেড়টার মধ্যে টাকা পৌঁছে যাবে। আপনার দাম কি আমি বুঝিনে মহিমবাবু? অন্য স্বাধীন দেশে জন্মালে আপনি রথচাইল্ড, রক্‌ফেলারদের মত বড়লোক হ'তে পারতেন! এই পল্লীগ্রাম—এখানে মানুষ কতটুকুই বা scope পায়?

মহিমারঞ্জন। আপনি এবার ফিরে এসে দেখ্‌বেন, আপনার বাবাকে আমি দলে টেনে নিয়েছি। অবশ্য, আমারও একটু দোষ আছে—মানুষের দুর্ব্বলতা—বুঝ্‌তেই তো পাচ্ছেন? এতদিন আমিও ওঁকে এড়িয়ে চলেছি—!

অমরেশ। (আরও উৎসাহভরে) আপনারা দু'জনে যদি এক সঙ্গে কাজ করেন, সাধারণের যে কত উপকার করতে পারেন—তার কি সীমা আছে?

[দুর হইতে অমরেশ ও মহিমারঞ্জনকে দেখিয়া রাধাকৃষ্ণবেশী দুইটী ছেলে সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লডাক্তার ও অর্দ্ধভুক্ত পাঁপরভাজা-হস্তে মতিলালের প্রবেশ।]

মতিলাল। (অতি উচ্চকণ্ঠে) অমরেশবাবু—পালাবেন না, পালাবেন না! আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে—আড্ডা জমাতে হবে। এই দেখুন, দুটী রাধাকৃষ্ণ সংগ্রহ ক'রেছি। এরা গান গাইবে—নাচ্‌বে। (নিকটে আসিয়া) এই যে মহিমারঞ্জনবাবু, আপনার ও গাম্ভীর্য্য শিকেয় তুলে রাখুন মশায়! আজ আমি নিজেকে ফিরে পেয়েছি—আমি এখানে র'য়ে গেলাম।

অমরেশ। প্রফুল্লবাবু যে—কখন্ এলেন?

প্রফুল্ল। সকালে এসেছিলাম মশায় রুগী দেখ্‌তে—তারপর এই পাগলের পাল্লায় প'ড়ে—। উনি যা দেখেন, তাতেই মুগ্ধ হন। এমন কি, ওঁর ধারণা—এ রকম উৎকৃষ্ট পাঁপরভাজা উনি জীবনে খাননি !

মহিমারঞ্জন। ক'চ্ছেন কি মশায়—এই সব বাজারে পাঁপর—?

মতিলাল। চিরকাল বাজারে খাবার খেয়ে মানুষ—আজ কিনা প্রফুল্ল ডাক্তার আমায় bactrologyর lecture শোনাচ্ছে! যাক্, আর বাজে কথায় দরকার নেই—বসুন সব, ধরতো রাধাকেষ্ট, গান ধরতো—লক্ষ্মী ভাই !

মহিমারঞ্জন। আপনারা এখানে বসুন—আমরা বরং আপিস-ঘরে গিয়ে—

মতিলাল। রেখে দিন্ আপনার আপিস-ঘর—আপিস্ আর পালিয়ে যাচ্ছে না ! তোমরা গান ধর না বাবা—এই সব বাবুর কাছ থেকে একটী ক'রে টাকা পাইয়ে দেব। তোমাদের নিয়ে আজ কি কাণ্ড করি, দেখ না একবার !

অমরেশ। এ দুটীকে সংগ্রহ ক'র্‌লেন কোত্থেকে— ?

মতিলাল। এ দু'টী মাণিক পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। সোনার চাঁদ ছেলে ! মশায়, কি গলা ! মেলায় গান গাইতে যাচ্ছিল। এখানে কোথায় মেলা হবে—এখনো বসেনি ভাল ক'রে। আমি মেলা দেখ্‌তে যাব, নাগরদোলায় ঘুরপাক খাব—অনেক plan আমার মাথায় এসেছে ! ধর, ধর রাধাকেষ্ট—গান ধর !

(রাধাবেশী বালক গান ধরিল)

গান

তোরা যা লো সজনি !
ঘরে যাব না লো আর,
আমি দেখেছি সে কালশশী
তীরে যমুনার !
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম বাঁকা,
সে মূরতি হৃদে আঁকা,
মাথায় ময়ূরপাখা !
বিপিনবিহারী শ্যাম,—
বাঁশরীতে দিয়ে তান,
মোর নাম করে গান,
(আমি) বিকায়েছি মনপ্রাণ !
কিছু তো নাহি আমার ॥

(পূর্ণিমাকে দেখিতে পাইয়া—মতিলাল অতি আগ্রহে পূর্ণিমার কাছে ছুটিয়া গেল)

মতিলাল। বেরিয়ে আসুন, 'বেরিয়ে আসুন—ঘরে ব'সে ক'চ্ছেন কি ? কেমন সুন্দর গান হ'চ্ছে—একবার শুনুন !

(পূর্ণিমা দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া গানের গাছে আসিল—গান চলিতে লাগিল)

(আমি) কি রূপ দেখিনু
কি বাঁশী শুনিনু—
আর না ভুলিতে পারি !

(আমি) নাহি পাই যদি
শ্যাম-গুণনিধি
পশিব যমুনাবারি—
(এ দেহ ডারি দিব!
আমার শ্যামের রূপের আরশী
স্বচ্ছ শ্যামল যমুনা রূপসী—
(আমি) তার জলে দেহ ডারি দিব,)
(তোরা) যালো ঘরে ফিরে
বলিস জননীরে—
শ্যাম-সুখনীরে
ডুবেছে মা তোর
কিশোরী এবার॥

মতিলাল। খুব চমৎকার—কি বলেন পূর্ণিমা দেবী!

পূর্ণিমা। হ্যাঁ—বেশ ভাল!

অমরেশ। আমি তাহ'লে উঠি!

মতিলাল। সে কি অমরেশবাবু!

অমরেশ। আমায় একটু পরে কলকাতায় যেতে হবে। আপনি কবে যাবেন?

মতিলাল। বল্‌তে পারিনে—হয়তো যাবই না আর! কি দরকার?

মতিলাল। "বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এককোণে
রহিব আপন মনে
ধন নয়, মান নয়—এতটুকু বাসা,
করেছিনু আশা !"

এখানেই যদি বাসা মিলে যায়—কি বলেন পূর্ণিমা দেবী ?

[মতিলাল পূর্ণিমার মুখের দিকে চাহিল—সম্পূর্ণ অর্থহারা চাহনি। এই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণিমার মুখ ঈষৎ আরক্ত আর চোখদুটী অল্প নত হইল।]

অমরেশ। (রাধাকে একটী টাকা দিয়া) আচ্ছা—এই নাও। (কৃষ্ণের প্রতি) তুমিও নেও—ভালো ক'রে গান করো।

মহিমারঞ্জন। আপনার সঙ্গে কথাটা শেষ করি—চলুন ! পূর্ণিমা, তুমি এখানে একটু থাক।

[মহিমারঞ্জন ও অমরেশের প্রস্থান।

মতিলাল। "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ !" প্রফুল্ল, তোমারও কাজ আছে নিশ্চয়ই—যাবে বোধ হয় ?

প্রফুল্ল। আমাদের খেটে খেতে হয় ভাই ! আচ্ছা—"যাহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন" তোমার অনুরোধে ! গাও তো ছোকরা !

(কৃষ্ণবেশী বালক গান ধরিল)

গান

কেন, কাঁদিস কিশোরী!
আমি কি সই, থাকতে পারি
তোমায় পাশরি?
ওগো রাধা, ওগো রাধা!
মম অঙ্গের আধা—
তব প্রেমে আমি বাঁধা,
ওই নামে চির সাধা—
মোর অধরের বাঁশরী!
(তুমি) দেখিতে কেন না পাও
আমি বসে থাকি তীরে—
(যবে) কলস ভরিয়া যাও
বিজন যমুনা তীরে—
বুঝি মোর কথা বিসরি!
(রাধে) শুধিতে তোমার ঋণ
একদেহ হব মোরা—
রাই-কাঁচাসোনা-মাখা
শ্যামতনু হবে গোরা—
(নদীয়ায়) নূতন ভাবের হব পসারী
বল্‌বো রাইকিশোরী, রাইকিশোরী—
রাইকিশোরী, রাইকিশোরী॥

[গানের ভাবে মতিলাল চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে—চারিদিকে চাহিতেছে ও মাঝে মাঝে পূর্ণিমাকে দেখিতেছে। দু'একবার মতিলাল-পূর্ণিমার দৃষ্টিবিনিময় হইল। পূর্ণিমা মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতেছে আর বোধ হয় ভাবিতেছে—এ কোন্ ক্ষ্যাপা তার জীবনে নূতন গান আনিয়া দিল! প্রফুল্লবাবু এক জায়গায় বসিয়া মৃদুমৃদু হাসিতেছেন ; গান থামিল।]

মতিলাল। এও ভালো গায়, এও ভালো গায়—চমৎকার! They are very good boys or girls. What are they, boys or girls? My God! God knows! সত্যি, এরা ছেলে—না মেয়ে পূর্ণিমা দেবী?

[ব্যস্তভাবে মহিমারঞ্জনের প্রবেশ—তাঁহার চোখে মুখে উদ্বেগ, বিরক্তি ও অপমানের চিহ্ন।]

মহিমারঞ্জন। মতিবাবু—শুনুন!

মতিলাল। কি হয়েছে—মহিমবাবু?

মহিমারঞ্জন। আপনি পলাতক ফৌজদারী আসামী?

মতিলাল। (একটু চিন্তা করিয়া) না। (পরে পূর্ণিমাকে দেখিয়া) হ্যাঁ—হ্যাঁ, বোধ হয়!

মহিমারঞ্জন। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কেন?

মতিলাল। তাতে কোন দোষ হয়েছে কি?

মহিমারঞ্জন। তাও বুঝতে পারেন না—এতখানি নির্বুদ্ধি আপনি তো নন! আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পুলিশ এসেছে! আপনি ধরা দেবেন?

(প্রফুল্লবাবু ও পূর্ণিমা প্রভৃতি সকলেই চমকিয়া উঠিল)

মতিলাল। (সামান্য চিন্তার পর) আমি ধরা দেব—তবে এখানে, আপনার বাড়ীতে নয়। পুলিশকে যেতে বলে দিন—ওই নদীর ঘাটে। সেখানে আমি বসে থাক্‌বো—পালাবো না।

প্রফুল্ল। কি করেছ তুমি মতিলাল!

মতিলাল। পরে ব'ল্‌বো—আমি আবার আস্‌বো। পূর্ণিমা দেবী-শুনুন! (জনান্তিকে) তোমায় আমি ভালবেসেছি—'tis love pure and simple. আমি আবার আস্‌বো—আচ্ছা!

(মহিমারঞ্জন বিরক্তিসহকারে মতিলালের দিকে চাহিলেন)

মতিলাল। মহিমবাবু—নমস্কার!

(মতিলাল নদীরধারের দিকে চলিয়া গেল—সবাই সেইদিকে চাহিয়া রহিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জ্যোৎস্নার ঘর

[জ্যোৎস্না একটী বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতেছিল,
এমন সময় বিকাশ আসিল।]

বিকাশ। ও—তুমি toilet ক'চ্ছ?

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ—!

বিকাশ। এই দিকে এস।

জ্যোৎস্না। কেন?

বিকাশ। একটু উপদেশ দিতাম, তোমার বাবা উপদেশ দিতে বলেছেন কিনা?

জ্যোৎস্না। দেখ, আমায় রাগিও না!

বিকাশ। রাগের সময় তোমায় খুব সুন্দর দেখায় যদিচ—তবু স্বামীর ওপর রাগ ক'রতে নেই— রাগ ক'রোনা। তুমি বড্ড বেশী বাবুগিরি কর, বিলাসিতা কর—এটা দোষ! আর একটু কম বাবুয়ানা করা উচিত।

জ্যোৎস্না। বেশ করি, আমার খুসী!

বিকাশ। উত্তর ঠিক হল না; তোমার বলা উচিত ছিল—তোমার চোখের জন্যেই আমার রূপ, তোমার জন্যেই এই সজ্জা নাথ!

জ্যোৎস্না। শুধু নাথ কেন? প্রাণেশ্বর ব'লবো'খন্!

বিকাশ। আচ্ছা—নাথ, প্রাণেরশ্বরটা বর্ত্তমান যুগে বাদ দেওয়া যেতে পারে। ওটা একটু যাত্রার এ্যাক্টিংএর মত লাগে—দরকার নেই!

জ্যোৎস্না। কাজের কথা শোন—তুমি আমায় ইংরিজী-বাংলা ভাল ভাল অথরদের বই আনিয়ে দাও।

বিকাশ। বই কি হবে?

জ্যোৎস্না। আমি লাইব্রেরী ক'রবো—ঘর সাজাবো। সেক্সপীয়র, বঙ্কিম চাটুয্যে, রবি ঠাকুর, মাইকেল—সব আনিয়ে দাও আমায়।

বিকাশ। নাম শিখ্‌লে কার কাছে?

জ্যোৎস্না। নাম জানা আছে গো, নাম জানা আছে। তোমার চেয়ে বেশী বইয়ের নাম আমি জানি।

বিকাশ। সেটা ভাল নয়! স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর বেশী বিদ্যে, ভাল নয়!

জ্যোৎস্না। এই বইখানা আমায় একটু পড়ে শোনাও দেখি!

বিকাশ। কি বই ওখানা?

জ্যোৎস্না। ইংরিজী কবিতার বই; ওতে ভাল ভাল পদ্য আছে—পড়

বিকাশ। তুমি আমায় একজামিন ক'চ্ছ নাকি? সার্‌লে দেখ্‌ছি—!

জ্যোৎস্না। না—তোমায় প'ড়তে হবে—পড়!

বিকাশ। (বই খুলিয়া) আরে—এ যে algebra! এ বই তোমায় কে দিলে

জ্যোৎস্না। পূর্ণর ঘর থেকে এনেছি। সবচেয়ে মোটা বই—পড়!

বিকাশ। $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

জ্যোৎস্না। এ, বি, তো ফার্ষ্ট-বুকএ আছে। তুমি আমায় বোকা বুঝচ নাকি? অত বড় মোটা ইংরিজী বই—তাতে শুধু এ বি আর এ বি

বিকাশ। সত্যি বলছি—এ অঙ্কের বই ?

জ্যোৎস্না। অঙ্কতো 1, 2, 3, 4—আমি বুঝি আর অঙ্ক জানিনে ? এ, বি, আবার অঙ্ক হয় নাকি ? এ, বি, তো ফার্ষ্ট-বুকএ !

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। বিকাশ আছ ?

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ ; এই ঘরে বসে একটু algebra বুঝিয়ে দিচ্ছলাম !

মহিমারঞ্জন। সেই মতিবাবু ভদ্রলোকটির কোন খবর জান ?

বিকাশ। না—কেন ? তাকে তো থানায় নিয়ে গেছে !

মহিমারঞ্জন। না, থানায় নিয়ে যায়নি। আমিতো কিছু বুঝতে পারছি না। থানার দারোগা এই চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে, 'আমরা ভুল খবর পেয়ে আপনার বাড়ীতে আসামীর সন্ধানে গিয়েছিলাম, আমাদের ক্রটী মার্জ্জনা ক'রবেন।'

বিকাশ। তাই হবে, বোধ হয় ভুল খবরই পেয়েছিল।

মহিমারঞ্জন। দেখতো কি অন্যায়, আমি ভদ্রলোককে শুধু শুধু অপমান ক'রেছি ! আচ্ছা, এর মধ্যে কোন রহস্য আছে বলে মনে হয় ?

বিকাশ। তা হ'তে পারে। হয়তো পরেশ চৌধুরী মশায়ের দলের কোন লোক আপনাকে একটু বিপদগ্রস্ত ক'রবার জন্যে—

মহিমারঞ্জন। আমিও তাই ভাবছি। ভেবেছিলাম, আমি অস্বীকার করবো। তারপর আবার বাড়ী সার্চ্চ ক'রবে ? তোমার সঙ্গে তো ইন্‌সপেক্টর অবিনাশবাবুর খুব আলাপ আছে।

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তা আছে।

মহিমারঞ্জন। একবার থানায় গিয়ে খবরটা নিয়ে আস্‌তে পার ?

বিকাশ। ও আর খবর নিতে হবে না। ও আপনি যা সন্দেহ করেছেন, তাই। পরেশবাবুর সঙ্গে খানিক আগে আমার দেখা হয়েছিল,—হাসতে হাসতে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তোমাদের বাড়ীতে দিনে দুপুরে নাকি ডাকাতি হয়ে গেছে ?

মহিমারঞ্জন। বটে—দিনেদুপুরে ডাকাতি! তুমি কি উত্তর দিলে ?

বিকাশ। আমি তখনো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। জবাব দিতে আর পারলাম না। এখন আমার মনে হ'চ্ছে—ওই দলেরই কাজ। নইলে, ওরকম ঠেস দে'য়া কথা কেন বল্‌বেন ?

মহিমারঞ্জন। পরেশবাবু এতখানি নীচ বলে তোমার ধারণা ?

বিকাশ। আমি পরেশবাবুর কথা ব'লছিনে—ওঁদের দল; দলটি বড় সাংঘাতিক! আপনি ওদের কাউকে ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাতেই ওরা চ'টে যায়। আমাদের নামে যা-তা কুৎসা রটায়।

মহিমারঞ্জন। তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি ?

বিকাশ। কি ক'রতে হবে বলুন ?

মহিমারঞ্জন। থানায় গিয়ে একবার খোঁজটা নিয়ে আসতে হবে।

বিকাশ। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, কিন্তু মতিবাবু যদি থানায় না থাকেন ?—খুব সম্ভব নেই!

মহিমারঞ্জন। তাকে খোঁজ করা দরকার—He must explain himself! আমি ভদ্রতা করে তাকে আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম, আর সে এইভাবে আমায় অপমান করলে ? scoundrel!

বিকাশ। দেখুন, ঠিক scoundrel নাও হ'তে পারে; হয়তো একটু বেশীরকম খোলা—মনের ভাব ঠিক গোপন ক'রতে পারেন না!

মহিমারঞ্জন। (হঠাৎ কি যেন মনে হইল) ও—তাহ'লে তুমি কি মনে কর—?

বিকাশ। (অত্যন্ত নিরীহভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই!

মহিমারঞ্জন। (বিশেষ চিন্তিতভাবে) তাইতো, ওর ঠিকানাও তো জানা নেই!

বিকাশ। না!

মহিমারঞ্জন। যদি কলকাতায় চলে গিয়ে থাকে?

বিকাশ। আমার মনে হয়, কলকাতায় যায়নি।

মহিমারঞ্জন। ওঃ, তুমি মনে ক'চ্ছ—Yes, you are right! এই সময়টিতে আমি আবার এত ব্যস্ত আছি! আমাকে এখুনি বেরুতে হ'চ্ছে।

বিকাশ। আপনি কাজে যান না, আমি মতিবাবুর খোঁজ কচ্ছি। ও আমি ঠিক manage ক'রতে পারবো।

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা, পূর্ণকে ডেকে আমি স্পষ্ট জিজ্ঞাসা ক'রব?

বিকাশ। (নিরীহভাবে) জিজ্ঞাসা করলেই কি স্পষ্ট উত্তর পাবেন? মেয়েরা তো এসব ব্যাপারে ঠিক স্পষ্ট কথা বলে না!

মহিমারঞ্জন। তাহ'লে তুমি চলে যাও। যদি দেখ, এর মধ্যে কোন বদমাইসি আছে, তুমি যে দলের কথা ব'লছিলে, সেই দলের কোন চক্রান্ত আছে—। আচ্ছা, এই মতিলাল যদি ওদলের কা'রো বন্ধু হয়, ওই রকম একটা কুৎসা রটাবার জন্যে হয়তো ওকে পাঠিয়েছে, আমি তো বুঝতে পারছি না,—তাহ'লে সে আসবে না। In any case তুমি তাকে ধ'রে আনতে চাও—আমি নিজে তার সঙ্গে কথা কইব। যদি সে পরেশবাবুর দলের লোক হয়—আচ্ছা তুমি এখুনি বেরিয়ে পড়!

[প্রস্থান।

[বিকাশ আয়নার কাছে গিয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল]

(জ্যোৎস্না আসিল)

জ্যোৎস্না। বাবা কি কথা ব'লছিল তোমায় ?

বিকাশ। (গম্ভীরভাবে) অত্যন্ত গোপনীয় কথা! দেখি, তোমার ল্যাভেন্‌ডারের শিশিটা একটু ল্যাভেন্‌ডার মাখা যাক্।

জ্যোৎস্না। কি গোপনীয় কথা ?

বিকাশ। (বিজ্ঞের মত) তোমায় বলতে পারিনে, তুমি পেটে কথা রাখতে পারনা!

জ্যোৎস্না। মাইরি, বলনা—আমি কাউকে ব'লব না!

বিকাশ। ঠিক ব'লছো—কাউকে বলবে না ? তিন সত্যি কর।

জ্যোৎস্না। ব'লব না—ব'লব না—ব'লব না!

বিকাশ। আচ্ছা ব'সো—ইসারায় ব'লছি। (ইসারা করিল) বুঝতে পারলে?

জ্যোৎস্না। তুমি কিছুই বললে না, কি বুঝবো!

বিকাশ। বলেছি—তুমি বুঝতে পারনি!

জ্যোৎস্না। আহাহা—বুঝতে পারিনি! আমি ঘাস খাই নে, ভাত খাই!

বিকাশ। শ্বশুরমশায় ব'লছিলেন, কত টাকা হলে তুমি কলকাতায় খরচ চালিয়ে নিতে পারবে ?

জ্যোৎস্না। তোমায় আর মনরাখা কথা ব'লতে হবে না। সত্যি মিথ্যে আমি বুঝতে পারি!

বিকাশ। একটা শুভ কাজে যাচ্ছি—আর এই সময়টায় তুমি মুখভার করে রইলে! মাইরি, একটু হাস—একটু হেসে কথা কও! একটা গান গাইব—না ডিগ্‌বাজি খাব ?

জ্যোৎস্না। যাও যাও, সব সময় হাসিঠাট্টা ভাল লাগে না!

শরৎশশী। (নেপথ্যে) ও সই—সই!

জ্যোৎস্না। কে—সই?

(শরৎশশী ভিতরে আসিল)

শরৎশশী। হ্যাঁ ভাই—আমি! ওমা—সয়া যে! সয়া কি দিনমানেও সইকে ছুটী দাও না নাকি?

বিকাশ। (প্রথমে অপ্রতিভ পরে বিশেষ সপ্রতিভ) আচ্ছা, আমি তা'হলে আসি—কিছু মনে ক'রবেন না। আপনি যা ভাবছেন, তা নয়! আমরা একটু algebra আলোচনা ক'চ্ছিলাম—!

[প্রস্থান।

শরৎশশী। বেশ ক'চ্ছিলে গো—বেশ ক'চ্ছিলে!

জ্যোৎস্না। কবে এলি এখানে?

শরৎশশী। আজ সকালে। এসেই মায়ের কাছে তোর খোঁজ নিয়েছি।

জ্যোৎস্না। বর যে বড় আসতে দিলে?

শরৎশশী। (হাসিয়া) দিলে—!

জ্যোৎস্না। সঙ্গে ক'রে এনেছিস বুঝি?

শরৎশশী। আমি ভাই থাকতে পারিনে—ওর দোষ নেই!

জ্যোৎস্না। (ভ্রূকুটি করিয়া) এত? ক'দিন থাকবি?

শরৎশশী। ওর তো ছুটী নেই। কত বলে কয়ে, কেঁদে কেটে, দুটোদিন ছুটী করিয়ে সঙ্গে এনেছি।

জ্যোৎস্না। তোর বর কোথায় কাজ করে ?

শরৎশশী। রাইটার্স বিল্ডিংএ।

জ্যোৎস্না। কত মাইনে পায় রে ?

শরৎশশী। এখন পাঁচশ' পঁচাত্তর—বারোশ' পর্য্যন্ত মাইনে হবে !

জ্যোৎস্না। তোরা রোজ সিনেমা দেখিস—থিয়েটার দেখিস ?

শরৎশশী। থিয়েটার কচিৎকদাচিৎ। তবে, মাঝে মাঝে সিনেমা দেখতে নিয়ে যায়।

জ্যোৎস্না। তুই বেশ আছিস সই—আমার পোড়া কপাল !

শরৎশশী। হ্যাঁরে—পূর্ণর কি হ'য়েছে রে ?

জ্যোৎস্না। কি হ'বে ?

শরৎশশী। তুই জানিস—বল্‌ছিস্‌নে !

জ্যোৎস্না। মাইরি ভাই, আমি কিছু জানিনে !

শরৎশশী। শুনলাম, সে নাকি কার লভে পড়েছে—সে লোকটা নাকি ডাকাত !

জ্যোৎস্না। পূর্ণ তো বাড়ীতেই আছে—তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌ না।

শরৎশশী। না ভাই, আমি একদিনের জন্যে এসেছি—আমার অত সাতপাঁচে দরকার কি ?

জ্যোৎস্না। তুই কার কাছে শুনলি ?

শরৎশশী। বাড়ী পৌছিয়েই শুনেছি—আরো কত কি !

জ্যোৎস্না। আর কি ?

শরৎশশী। কে নাকি মরা মানুষ স্যাদা কাপড় পরে রোজ রাত্তিরে তোর মায়ের কাছে আসে !

জ্যোৎস্না। মরা মানুষ !

শরৎশশী। হ্যাঁ—সে নাকি আঠারো বছর আগে মারা গেছে !

জ্যোৎস্না। (তাচ্ছিল্যভাবে) মা তো কত কি স্বপ্ন দেখে, তাই বোধ হয় কা'রো সঙ্গে গল্প ক'রেছে !

শরৎশশী। নারে না, অন্য লোকেও তারে দেখেছে !

(পূর্ণিমা আসিল)

পূর্ণিমা। এই যে শরোদি—কখন্ এলে ?

শরৎশশী। এই আসছি ভাই ! মা এলেন তোদের মায়ের কাছে, আমিও সঙ্গে এলাম।

পূর্ণিমা। দেখলুম বটে ! তা—জ্যাঠাইমা তো আমাদের বাড়ীতে বড় আসেন না, তুমিই যা এস মাঝে মাঝে।

শরৎশশী। হ্যাঁরে—তুই আর কত'দিন পড়বি ? বিয়ে-থাওয়া ক'রবিনে ?

পূর্ণিমা। তুমি তো বিয়ের ত্ব'বছরের ভেতর একেবারে গিন্নী হ'য়ে উঠেছো ! খরচের টাকা তোমার হাতে—না কর্ত্তার হাতে ?

শরৎশশী। টাকা হাতে না থাকলে আর কিসের গিন্নী ? হ্যাঁরে পূর্ণ, কি শুনছিরে !

পূর্ণিমা। কি শুনছো ?

শরৎশশী। তুই নাকি খুব প্রেম ক'চ্ছিস !

পূর্ণিমা। প্রেম কচ্ছি ?

শরৎশশী। গাঁয়ে এসে তাইতো শুনলাম !

পূর্ণিমা। হবে—আমিতো জানিনে। যাক্, তোমার গানটান গাওয়া অভ্যেস আছে—না গিন্নী হ'য়ে সব ভুলে বসে আছ ?

শরৎশশী। নারে—কর্ত্তার বড় গানের সখ! তাঁকে রোজ রাতে একটি ক'রে গান শোনাতে হয়!

পূর্ণিমা। তাহ'লে গাও, শুনি—এখন বাবা বাড়ী নেই!

শরৎশশী। (মধুর হাস্যে) গাচ্ছি—শুনেছি প্রেমে প'ড়্‌লে গান শুন্‌তে ইচ্ছে হয়!

গান

(আজি) বাদল-বরিষণে
তার মুখ পড়ে মনে—
সে কোথায়, সে কোথায়—!
বনমাঝে, নদীতীরে
না জানি কি গান গায়—!
কদম্ব-কেশরে—
ঝর ঝর বারি ঝরে—
সমীর শিহরি চলে যায়!
আকাশে মেঘের মায়া
তাহার নয়নছায়া,
আমার পরাণে সই—
বেদনা জাগায়!
হায়—হায়—
সে কোথায়—সে কোথায়!

(বিন্ধ্যবাসিনী ও নন্দরাণী আসিল)

বিন্ধ্যবাসিনী। আয় মা শরৎ, চল্ বাড়ী যাই !

নন্দরাণী। আর একটু বসবেনা দিদি !

বিন্ধ্যবাসিনী। ব'সবার কি যো আছে ভাই ?—জামাইয়ের মস্তবড় মান ! সে তার পরিবারকে কারো বাড়ীতে আসতে দেয় না। লাটসাহেবের সঙ্গে এক আপিসে চাক্‌রি করে কিনা ?—পান থেকে চুন খ'সলে তাঁর পরিবারের মান যাবে !

শরৎশশী। আঃ মা—তুমি যেন কি !

বিন্ধ্যবাসিনী। তা মেয়ে আবার এদিকে জ্যোৎস্না আর পূর্ণিমা ব'লতে অজ্ঞান ! আমি লুকিয়ে নিয়ে এসেছি—চল মা !

শরৎশশী। চল !

নন্দরাণী। হ্যাঁ দিদি, তোমার জামাইয়ের যখন অত কড়াকড়ি—তুমি এস !

বিন্ধ্যবাসিনী। জামাই বলেন, আমার বাড়ীতে আসুক না ?—আমার স্ত্রী কেন সেখানে যাবে ? নইলে, আমার আর কি বল ভাই !

নন্দরাণী। তবে, আমার বাড়ীতে এলে তোমার মেয়েজামাইয়ের মান যাবে না ! শরতের বিয়ের খরচাটা তোমার দেওরই দিয়েছিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী। সে আবার কি কথা মেজবৌ ? আমাদের উনি ঠাকুর-পোর কাছে বিয়ের টাকাটা গচ্ছিত রেখেছিলেন !

নন্দরাণী। তা' হবে ! উনি টাকাটা দিয়েছিলেন—সেই কথাটাই জানি ; তার আগে কি হয়েছিল, জানিনে !

শরৎশশী। আমি জানি কাকীমা,—মেজ-কাকাবাবুই টাকা দিয়েছিলেন! বাবা যখন মারা যান, আমাদের ঘরে একটা পাই পয়সাও ছিলনা।

বিন্ধ্যবাসিনী। তুমি তো সব জানো! (নন্দরাণীর প্রতি) ও একেবারে মেজকাকা ব'লতে অজ্ঞান! তা, ঠাকুর-পো কখন্ ফিরবেন?

নন্দরাণী। কিছু ঠিক নেই দিদি—ক'দিন বড় ব্যস্ত!

বিন্ধ্যবাসিনী। পাঁচজনে পাঁচকথা বলে ভাই—আমাদের গায়ে লাগে। পাঁচজনের আর কি বল ভাই?—আস্‌বে, দেখ্‌বে, দাঁত কাত করে হাসবে, চলে যাবে—আমাদের তো আর তা নয়!

শরৎশশী। এস মা—চলে এস! কাকীমা, কাকাবাবু এলে ব'লো—কলকাতায় যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো! (প্রণাম)

নন্দরাণী। আচ্ছা মা—সাবিত্রীসমান হও!

বিন্ধ্যবাসিনী। (জনান্তিকে) মেজবৌ, তুই হাজার হোক্ ছেলেমানুষ—অল্প বয়সে ঘরণী-গিন্নী হ'য়েছিস এই যা! কত লোকে কত ছল করে আসে—ছুটো পয়সার জন্যে। আমি ওই মাগীর কথা বলছি—উঃ বুড়োমাগী, উনি আবার ঢং ক'রে ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন! মরণ আর কি—দেখ্‌লে গা জ্বালা ক'রে!

শরৎশশী। আহা—এস না মা!

বিন্ধ্যবাসিনী। যাই বাছা—যাই! ছুটো সুখছুঃখের কথা কইতে দেবে না—যেমন মেয়ে, তেমনি জামাই!

শরৎশশী। তুমিই তো যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'চ্ছিলে—এস!

[উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দরাণী ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গেলেন)

জ্যোৎস্না। (কঠোর বিরক্তিপূর্ণ স্বরে) সত্যি পূর্ণ, লোকটার কি বুকের পাটা গো! বাবার সামনে, ডাক্তারের সামনে, তোকে বল্লে—আমি তোমায় ভালবাসি! কেন, ও কি মনে করে? আমার বোনের আর পাত্তর জুটবে না?—পোড়াকপাল আর কি!

পূর্ণিমা। আঃ দিদি, কেন মিছে ব'কছিস্?—সে তো আর এখানে নেই! তার কথায় দরকার কি?

জ্যোৎস্না। তুই ব'লছিস্ কি পূর্ণ? আমি হ'লে বুঝতাম—দেখে নিতাম! বলুক দেখি আমার মুখের ওপর! উনি ভালোবাসেন!—তবেই আর কি!

পূর্ণিমা। দিদি, আমার সামনে ওসব কথা আলোচনা করিস্নি—আমার ভাল লাগে না!

জ্যোৎস্না। লোকে তাহ'লে মিথ্যে বলেনা! তোর আস্কারা ছিল—নইলে, তারই বা অমন সাহস হবে কেন? কোথাকার কে—রাস্তার লোক বই তো নয়? বাবার যেমন ব্যবস্থা! যে আসবে, তারই সঙ্গে মেয়ের পরিচয় করিয়ে দেবেন। এ'কে এবাড়ীর এক মাসীর কলঙ্ক আছে—!

(নন্দরাণী আসিলেন)

নন্দরাণী। আঃ জ্যোৎস্না—ছোটমুখে বড় কথা বলিসনে!

জ্যোৎস্না। না, ব'লবো না—কেন ব'লবো না! পাড়ার পাঁচজনে কি ব'লছে—শুনে এসোগে!

নন্দরাণী। কি ব'লছে পাড়ার পাঁচজনে?

জ্যোৎস্না। কি ব'লছে, তোমায় শুনিয়ে শুনিয়ে ব'লবে কিনা! তুমি তো, ঘরের কোণে চুপ ক'রে শুয়েই থাক। কোন্ কথাটা তোমার কাণে এসে ঠিক পৌঁছয়?

নন্দরাণী। (অত্যন্ত অসহায়ভাবে) তোরা সবাই মিলে আমায় পাগল ক'রবি দেখছি!

জ্যোৎস্না। ইচ্ছে ক'রে পাগল হ'লে আর লোকে কি ক'রবে!

পূর্ণিমা। (গম্ভীরভাবে প্রতিবাদ) দিদি, তখন থেকে বারণ ক'চ্ছি—আমার কথায় কথা ক'স্নি!

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ! তোর কথা—একা তোরই কথা কিনা? সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গায়েও যে ফোস্কা পড়ে! মার পেটের বোন হ'তে গিয়েছিলি কেন? ওপাড়ার চৌধুরীদের মেয়ে হ'লে কেউ কথা কইতে যেত? লোকে তো স্পষ্টই ব'লছে—যেমন মা-মাসী, তেমনি তুই মেয়ে হয়েছে! কাউকে বাদ দিয়ে কথা ব'লছে না।

পূর্ণিমা। (উত্তেজিতভাবে) হ্যাঁ, ব'লছে—তোর কানে কানে এসে ব'লছে? তাদের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!

জ্যোৎস্না। (আরো উত্তেজিত) খেয়েদেয়ে কাজ আছে, কি না আছে—কে জানে! নিজের কানে শুনলি তো?

নন্দরাণী। (চেষ্টাকরিয়া তিরস্কার) লোকে কি ব'লছে না ব'লছে, সে কথা নিয়ে তুই ঝগড়া ক'চ্ছিস্ কেন হতভাগা মেয়ে?

জ্যোৎস্না। (উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন) বারে—একজন দোষ ক'রবে আর বকুনি খাবে আর একজন! কেন?—আমি তোমাদের কি করেছি যে,

দিনরাত আমাকেই ব'কবে ? একচোখো বাপ-মার বাড়ীতে থাকার চেয়ে মরাই ভাল !

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

(কিছুক্ষণ স্থিরহইয়া শুনিবার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে)

মহিমারঞ্জন। জ্যোৎস্না ! তোমরা যদি দিনরাত এই রকম ছোটলোকের মত ঝগড়া কচকচি কর—আমি এসব ফেলেঝেলে দিয়ে একদিকে চ'লে যাব, কেউ আমার খোঁজও পাবে না।

নন্দরাণী। (নিজের অক্ষমতায় লজ্জিত) তুমি চল—চল। আমি এত ব'কে মরি, কে কার কথায় কাণ দেয় !

মহিমারঞ্জন। না—না, এর মানে কি ? কিসের জন্যে এ রকম ভাব—এমন মুখভার ! আমি কাকে কি অসুবিধেয় রেখেছি ? তোমরা যা সুখ-সুবিধে স্বাধীনতা পাচ্ছ, গাঁয়ের কোনো মেয়ে তা পায় না—তবু তোমাদের অশান্তির আর শেষ নেই !

নন্দরাণী। তুমি চল—এখনো স্নান করনি !

মহিমারঞ্জন। কেউ আমায় কোন সাহায্য করতে পারবে না, তা জানি ! এই দু'টো-তিনটে দিন আমায় একটু ঠাণ্ডা মাথায় থাকতে দাও—এর বেশী আমি তোমাদের কাছে চাইও নে—প্রত্যাশাও করিনে !

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদামিনী। আমি আর ক'দিন তোমাদের বাড়ীতে থাকবো ? (মহিমারঞ্জন স্থির অসহায় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সৌদামিনীর দিকে চাহিলেন,—কথা বলিতে পারিলেন না) অনেক কথা আমার কাণে আসছে। পনের

মিনিট তুমি যদি আমার সঙ্গে কথা কইতে পার—আমি আর তোমায় বিরক্ত ক'রবো না।

মহিমারঞ্জন। আর দু'টো দিন তুমি অপেক্ষা কর। তোমায় আমি বুঝিয়ে ব'লতে পারবো না। তুমি বুদ্ধিমতী—যদি পার, আমার মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর!

সৌদামিনী। (শুষ্ক অভিমানে) তুমি এত কথা কেন ব'লছো? আমি সামান্য স্ত্রীলোক, এসেছি একটা বৈষয়িক ব্যাপারে,—আমায় ক্ষমা করার কথা কেন ব'লছো!

নন্দরাণী। (নিজের গৃহিনীত্ব ও স্বামী সাহচর্য্যের ব্যর্থ প্রয়াসে) আঃ—তুমিও কি আর কথা ব'লবার সময় পেলে না?—চল!

সৌদামিনী। (নিজের অজ্ঞাতসারে পরিপূর্ণ প্রতিঘাতের সহিত) সময় পেলে আর এ সময় কথা ব'লতাম না! আমিতো বুঝতে পারছি না, আর কত কাল আমায় তোমাদের সংসারে থাকতে হবে!

মহিমারঞ্জন। আর দু'টো দিন, দু'টো দিন—আমি একান্ত নিরুপায়।

[মহিমারঞ্জন ও সৌদামিনী চোখোচোখি চাহিলেন। নন্দরাণী উভয়ের দৃষ্টিতে কি যেন রহস্য আছে দেখিতে পাইয়া, যাইতে যাইতে সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিকটের একখানি চাষাগ্রাম, গুরুচরণ মণ্ডলের বাড়ী

গুরুচরণ, পরাণ।

গুরুচরণ। (তামাক খাইতে খাইতে) তুই যাবি নাকি?

পরাণ। তা—একবার যাতি হবে বৈকি? মুখুয্যেবাবু এবার বড্ড ঘটা করতিছে—সাত পরগণার লোক এক হবে!

গুরুচরণ। তুই 'বাবু' বলতিছিস কিরে—মহিম মুখুয্যে তো সায়েব? ওনারে তো সবাই মুখুয্যেসায়েব কয়!

পরাণ। এবার আর সায়েব নেই মেজতালুই—ও এখন মুখুয্যেমশাই হয়েছে!

গুরুচরণ। সায়েবই হোক, আর মুখুয্যেমশায়ই হোক—চৌধুরীবাবুরা যদ্দিন আছে, ও কিছু কর্ত্তি পারবেনা। তবে মুখুয্যেসায়েবের ইস্ত্রী খুব নক্ষ্মী, তেঁনার হ'তেই ওনার টাকা!

পরাণ। যাই হোক মেজোতালুই, গঞ্জের বাবু এবার খুব টেক্কা দেছে, হরিসংকেত্তন, কবিগায়ন, তরজার নড়ুই, তিনদিন ক'লকাতার যাত্রা,—ছোকরাবাবুরা আবার থিয়েটার করবে! আবার দু'দিন কথা-কওয়া ছবি দেখাবে!

(পাঁচকড়ি ও পাঁচকড়ির-মার প্রবেশ)

পাঁচকড়ির-মা। কথা কওয়া ছবি আবার কি রকম রে পরাণ! তুই দেখিছিস্ কহনো?

পরাণ। দেখিছি বইকি মাউই!

গুরুচরণ। কিরকম দেখতি—বলদিনি? কথা কয়—ছবিতে কথা কয়! সায়েবের ছবি—না বাবুদের ছবি?

পরাণ। ও দু-ই মেজোতালুই, সাহেবের ছবিও কথা কয়—বাবুদের ছবিও কথা কয়! বাবুরো যেমন থিয়েটার করেনা—সেইরকম মাউই!

পাঁচকড়ির-মা। তা হ্যাঁগা—একবার নিয়ে চলনা গঞ্জের মেলায়? পাঁচিও দেহেনি, আমিও দেহিনি, তুমিও দেহনি। চল যাই সব, কথা কওয়া ছবি দেহে আসি!

পাঁচকড়ি। মুই যাব বাবা, মোরে লিয়ে চল, মুই কহনও দেহিনি!

(গুরুচরণ চিন্তিতমনে তামাক খাইতে লাগিল)

পাঁচকড়ির-মা। কি করবা—বল?

গুরুচরণ। পরাণের কথায় তুমিও খেপলে নাকি? দু'গণ্ডা পয়সা টিকসের দাম। তিনজনে তিনখানা টিকস্—ছ'গণ্ডা পয়সা!

পরাণ। টিকস্ লাগবে না তালুই—তবে আর তোমারে বলতিছি কি?

গুরুচরণ। আরও তো পাঁচটা খরচা আছেরে বাবা? মেলায় গেলি দু'টো দিন থাকতি হয়, খাতি হয়, দু'চার পয়সা সওদা করতি হয়—হয়তো একটা টাহাই খরচা হয়ে যাবে!

পাঁচকড়ির-মা। তা, ফুলদোলের মেলা তো আর বছরে চারবার করি হচ্ছে না—মান্ষির সাদ-আহ্লাদ তো আছে?

গুরুচরণ। আছে—তা তো জানি! হ্যাঁরে পরাণে—তোর বাবা যাবে?

পরাণ। আরে—বাবাই তো তোমার কাছে পেঠিয়ে ছ্যালে।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভিরাম। বলি ও গুরুদা, তুমি এখনও বসে আছ? তা কখন্ যাবা?

গুরুচরণ। তা, তুমি কি এখুনি যাচ্ছ নাকি ?

অভিরাম। কলকাতার যাত্রা, সকালে সকালে না গেলি কি আসরে জায়গা পাওয়া যাবে ?

পাঁচকড়ির-মা। বাবা, মুই যাত্রা শোনবো ! অভিরাম-কাকা, মুই তোমার সাথে যামু !

গুরুচরণ। ওরে, নারে না—মোরা কথা কওয়া ছবি দেখবো ; তার এখনো দেরী আছে !

অভিরাম। ও দেহনা দাদা, দেহনা—সব ফাঁকি, সব ফাঁকি !

গুরুচরণ। ফাঁকি ? কি ফাঁকি—কার ফাঁকি ?

অভিরাম। যারা ছবি করে, যারা ছবি দেখায়—সব ফাঁকি ! সব ভূতির ছবি!

গুরুচরণ। নারে না, ও সায়েবের ছবি—ওকি আর ফাঁকি হয় ?

অভিরাম। কেডা বলেছে তোমারে ? আমি একবার দেখিলাম,—এই এত বড় বড় মুখ, এত বড় বড় চোখ, মূলোর মত দাঁত, খোনা খোনা কথা কয়—"আমি তোমায় ভালবাসি পিরে"। তুমি ভয় পাবা—ভয় পাবা !

পাঁচকড়ির-মা। হ্যাঁরে পরাণে—কি বলে অভিরাম !

পরাণ। বলুক, বলুক—ওর কথা ছেড়ে দাও মাউই !

অভিরাম। চৌধুরীবাবুদের বাড়ী—সেই যাত্রা শুনেলাম ?—অভিমান্যবধ, মনে নেই তোমার ? একেবারে কাঁদিয়ে দিয়েল ! তুমিও তো গিয়েলে ?

গুরুচরণ। যাবো না কেন ? সে কতদিন আগেকার কথা !

অভিরাম। ওঃ—কি গানই গেয়েলো ভূষণদাস! যেমন গান, তেমনি বেয়্‌লা—মধুবিষ্টি করে গেলো!

(অতি উচ্চ স্বরে) "দাদা অভি, কেন যাবি—সে ঘোর শশ্মানে!
সেতো যুদ্ধু-খেত্তর নয়—মৃত্যুর আলয়,
কত শত হত হয় সেখানে!"

(দূরে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ও বাবু, ও বাবু—বাবুমশায়! এদিক পানে, এদিক পানে। (কি যেন শুনিল) হ্যাঁ, আমি ডাকতিছি—আমি ডাকতিছি!

(মতিলালের প্রবেশ)

মতিলাল। আমায় ডাকছো?

অভিরাম। হাঁ!

মতিলাল। কেন?

অভিরাম। আপনি কি মহিমগঞ্জ থেকে আসছো?

মতিলাল। হুঁ্যা—না—একরকম। মানে আমি—আচ্ছা, এগাঁয়ে কি থানা আছে?

অভিরাম। থানা?—কিসির থানা!

মতিলাল। পুলিশের!

অভিরাম। না বাবু—থানা টানা এহানে নেই!

মতিলাল। তবে তুমি, আমায় ডাকলে কেন?

অভিরাম। মেলার বাজারে কখন্‌ যাত্রা হবে—আপনি জানো বাবু?

মতিলাল। যাত্রা?—হ্যাঁ যাত্রা হবে!

অভিরাম। যাত্রা হবে—সে তো আমুও জানি; কহন্‌ হবে জানেন?

মতিলাল। হ্যাঁ—সন্ধ্যের পর!

অভিরাম। তা'হলি আমি আর দেরী করতি পারিনে—আমি চল্লাম!

পাঁচকড়ি। ও অভিরাম-কাকা, মুই তোমার সাথে যামু—মুই তোমার সাথে যামু!

অভিরাম। তুই তোর বাবার সাথে যাস্!

[প্রস্থান।

পরাণ। তুই চুপ কর পাঁচু—মোরা সবাই একসাথে যাব!

(পাঁচকড়ি বাড়ীর ভিতর গেল)

মতিলাল। পুলিশ নেই তো?

গুরুচরণ। না!

মতিলাল। তাহ'লে বসি। একটু জল খাওয়াতে পার?

গুরুচরণ। বসেন বাবু—বসেন! (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে পাঁচির মা—বাবুরে একটু গুড় আর জল দেও। আপনি আমাদের জল খাবেন বাবু?

মতিলাল। জলতো খাবই; তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে—ভাতও খেতে পারি!

গুরুচরণ। (নেপথ্যে সলজ্জ পাঁচকড়ির মাকে দেখিয়া) পাঁচুর হাত দিয়ে পেঠিয়ে দাও; আয় মা পাঁচু—আয়!

(পাঁচকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

গুরুচরণ। নিন বাবু—জলখান!

মতিলাল। (জলপান করিয়া) এটী বুঝি তোমার মেয়ে? খাসা মেয়েটী তো! বিয়ে দিয়েছ?

গুরুচরণ। না বাবু—আজও বিয়ে হয়নি! তামাক ইচ্ছে করবেন বাবু?

মতিলাল। আচ্ছা, তামাকই ইচ্ছে করি!

গুরুচরণ। (কলিকা দিয়া) ওরে পরাণে, বাবুরে একটা পাতার নল তৈরী করে দে। (পরাণ কলাপাতার নল তৈয়ারী করিয়া মতিলালের হাতে দিল) তা আমারে আগে বল্‌তি হয়? হাটবারে দু'টাকার ধান বিক্রী কল্লি নেটা চুকে যেতো। এখন হাতে নেই টাকা—

পরাণ। (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) ঐ শোন—মাউই বলতিছে, মাউয়ের হাতে টাকা আছে। আর ধান বিক্রী করতি চাও, গঞ্জের মেলায় তো ধান বিক্রী করতি পারবা—বাবুদের তরফ থেকে স্থাড়া দরে ধান কিনতিছে।

গুরুচরণ। তোর যেমন বুদ্ধি—ধান কেনবে কেন?

পরাণ। তুমি তালুই খবর রাখনা কিছু, শুধু শুধু নেই কর্‌বা; গঞ্জের বাবুগোর ধানের আড়ত নেই, চালির কল্‌ নেই? কি যে বল তুমি!

গুরুচরণ। তাহলি এক নৌকো ধান নিয়েই যাওয়া যাক?

পরাণ। বাবাও তো ধান নিয়েই যাবে।

গুরুচরণ। তাহলি তোর বাবারে দু'খানা নৌকো কর্ত্তি বল—একখানায় ধান যাবে, আর একখানায় মোরা সব যাব।

পরাণ। আচ্ছা—তা'হলি আমি যাই; তোমরা খাইয়ে দাইয়ে ঠিক হয়ে থেকো!

[প্রস্থান।

মতিলাল। এই নাও কত্তা—খাও! (গুরুচরণকে কলিকা ফেরত দিল)

গুরুচরণ। আপনি আমারে কত্তা বল্‌ছেন কেন?

মতিলাল। ও—কত্তা বলাটা বুঝি ঠিক হয়নি?

গুরুচরণ। না!

মতিলাল। কি ব'লব তোমারে ?

গুরুচরণ। সবাই যা বলে—তাই বলবা। আমার নাম—গুরুচরণ মণ্ডল

মতিলাল। ও; আচ্ছা দেখ গুরুচরণ—আমি যদি আজ তোমাদের এখানে থাকি তোমাদের অসুবিধে হবে কি ?

গুরুচরণ। আপনি থাকবা ?

মতিলাল। হ্যাঁ—থাকবো!

গুরুচরণ। তা মোরা যদি মেলার বাজারে যাই ?

মতিলাল। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব!

গুরুচরণ। আচ্ছা—আচ্ছা। তা তোমরা আপনারা কি বেরাহ্মণঠাকুর ?

মতিলাল। হ্যাঁ!

গুরুচরণ। তা তোমারে তো মোরা ভাত দেবনা!

মতিলাল। ভাত খাবনা—milk and fruits কিম্বা boiled আলু and পটল!

গুরুচরণ। ও সব কি বলছ ঠাকুর? তোমায় রাঁধতে হবে—আমরা তোমার পেরসাদ পাব!

মতিলাল। (কিঞ্চিৎ শঙ্কার সহিত) আমার হাতের রান্না কিন্তু ভাল না! আচ্ছা শোন—আমি তোমাদের সামাজিক আর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন ক'রব!

গুরুচরণ। কি সম্বন্ধ করবা!

মতিলাল। অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন ?

গুরুচরণ। সে আবার কি ?

মতিলাল। তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছো না!

গুরুচরণ। না; ব’সো ঠাকুর! ওমা পাঁচু—এই ঠাকুরমশায় আজ এখানে খাবে; আমাদের অতিথ—ওনারে রান্নার জোগাড় করেদে। তোর গর্ভধারিণীরে বল্!

পাঁচকড়ি। তা মোরা মেলায় যাবনা?

গুরুচরণ। এক নৌকো ধান বোঝাই দিতি দেরী হবে না?—তুই বল্‌তিছিস কি? মোরা কাল সকালে মেলায় যাবো। তারপর দু’দিন যাত্রা শোনবো, কেত্তন শোনবো, কথা-কওয়া ছবি দেখবো—ও "যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন!" না হয় মোর পাঁচসিকে খরচাই হবে। তোদের যখন ইচ্ছা হইছে, তখন আমি আর না বলবো না!

মতিলাল। ও মোড়ল!

গুরুচরণ। তুমি ঠাকুর জামাজুতো খোল!

মতিলাল। শোন শোন—তোমাদের অবস্থা কেমন?

গুরুচরণ। আঁবস্থা? আবস্থা কি আর বাবু সব সময়তি একরকম থাকে?

মতিলাল। আচ্ছা—তোমাদের জন্যে আমি কি ক’রতে পারি বলতো? এখানে একটা ইস্কুল ক’রব?

গুরুচরণ। আশেপাশে তো ইক্‌সুল আছে; আবার নতুন ইক্‌সুল কি হবে?

মতিলাল। আচ্ছা—কি ক’রলে তোমাদের খুব উন্নতি হয় বল তো?

গুরুচরণ। আগে পাটের ব্যবসা ক’রে কেউ কেউ ফেঁপে উঠছেলো। এখন পাটের দর নেই, ধানের দর নেই—কিসি কি হবে বাবু! আচ্ছ—আমি একবার ন’শের সঙ্গে দেখা করে আসি—তুমি তেল মেখে

ছ্যান করতি যাও! চালকডা নিয়ে গেলি যদি একটু বেশী দরে বিক্রী হয়—মন্দটা কি? ওরে পাঁচু—ঠাকুরমশায়রে তেল দিয়ে যা!

প্রস্থান।

(তেল লইয়া পাঁচকড়ির প্রবেশ)

মতিলাল। তোমার নাম পাঁচকড়ি? (পাঁচকড়ি মাথা নাড়িল) তুমি গুরুচরণ মণ্ডলের মেয়ে?

পাঁচকড়ি। (মাথা নাড়িল)

মতিলাল। আচ্ছা—এখানে চাষাগাঁয়ের ভেতরে তুমি কি নিজেকে সুখী আর সুস্থ বলে মনে কর?

পাঁচকড়ি। আপনি ছ্যান করতি যাও।

মতিলাল। আচ্ছা, তুমি লেখাপড়া শিখেছ?

পাঁচকড়ি। (মাথা নাড়িয়া জানাইল শিখে নাই)

মতিলাল। আচ্ছা ধর, যদি কোন লেখাপড়াজানা ভদ্রযুবক তোমায় বিয়ে করে—তুমি কি মনে কর? বেশ ভাল হয় না? কি?

পাঁচকড়ি। কি জানি বাবু—আমি অতশত জানিনে। আপনি তেল মাখবা তো মাখ!

মতিলাল। না—না, পাঁচু' শোন—আর একটা কথা; মানে, আমি তোমাদের সত্যিকার inner life—মানে আভ্যন্তরীণ জীবনের ইতিহাস জানতে চাই। আমার উদ্দেশ্য খারাপ নয়!

পাঁচকড়ি। কি বলবেন বলুন—মা রাগ করছে!

মতিলাল। ও—আচ্ছা! আমি জানতে চাইছিলাম, কোন ভাগ্যবান কৃষকনন্দন কি তোমায় প্রেমনিবেদন ক'রেছে পাঁচকড়ি?

পাঁচকড়ি। ধ্যেৎ—!

(অন্দরের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইতেই সম্মুখে মায়ের সহিত দেখা)

পাঁচকড়ির-মা। (দ্বারের কাছে) হ্যাঁরে পাঁচি—ও ভদ্দরলোক-মিনসে তোরে কি বলতিছিলরে!

পাঁচকড়ি। (কাঁদিয়া ফেলিল) তা মুই কি জানি? বাবা আমারে ওনার কাছে তেল নিয়ে যাতি বল্লে যে!

মতিলাল। (পাঁচকড়ির মায়ের প্রতি) দেখুন, আপনারা আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাদের আভ্যন্তরীণ জীবন আর মনস্তত্ত্ব জানবার জন্যই এতটা—

পাঁচকড়ি। (নিম্নস্বরে) মা—ও দাদাঠাকুর মাথাপাগলা!

পাঁচকড়ির-মা। পাগলামো বার কচ্ছি—রোস, আগে মিনসে বাড়ী আসুক! মিনসের ভীমরতি ধরেছে—ফরশা জামাকাপড় দেখলিই অমনি তারে বিশ্বাস করবে!

মতিলাল। ওগো বাছা—আমি তোমাদের ঠিক বোঝাতে পাচ্ছিনে। আমি খুব ভাললোক—এ শুধু আমার জীবন জানবার আগ্রহ!

(গুরুচরণের প্রবেশ)

গুরুচরণ। বলি ও ঠাকুর, তুমি হাত-পা নেড়ে কি ব'লতেছো—আমার পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছ নাকি?

পাঁচকড়ির-মা। (দ্বারের কাছে স্বামীকে ডাকিল) শোন—ও ঠাকুর ভাললোক না, ওনারে একটু নজরে নজরে রেখো।

(গুরুচরণ স্ত্রীর অভিযোগ শুনিয়া মতিলালের কাছে আসিল)

মতিলাল। গুরুচরণবাবু নমস্কার! আমি তাহ'লে আসি!

গুরুচরণ। তুমি কোথায় যাবা? এই যে বল্লে—এখানে খাওয়াদাওয়া করবা?

মতিলাল। সে আর একদিন হবে। আর একদিন এসে আপনার আতিথ্য গ্রহণ ক'রব—আজ নয়!

গুরুচরণ। দাঁড়াও ঠাকুর, তোমার চেহারাটা একবার দেখি! হুঁ—তুমি যাতি চাচ্ছ কেন?

মতিলাল। আপনার পরিবার আমায় একটু ভুল বুঝেছেন; আপনাদের দাম্পত্যজীবনে আমার জন্যে একটা বিরোধ হবে—এ আমি চাইনে!

গুরুচরণ। আমার পরিবার তোমার কি করেছে বললে?

মতিলাল। না, করেনি কিছু—আচ্ছা আমি আসি!

গুরুচরণ। হুঁ—এই মাগী, তুই ঠাকুরমশাইরি কি বলিছিস?

পাঁচকড়ির-মা। (সম্মুখে আসিয়া) আমি আবার তোমারে কি বল্লাম! তুমিই তো ঠাকুর বরং—

(বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। বেশ মশাই—বেশ লোক আপনি!

মতিলাল। একি—বিকাশবাবু! আপনি—আপনি এখানে কেন?

বিকাশ। 'আপনি এখানে কেন' বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা আগে চলুন—তারপর বুঝিয়ে দেব! এমনি যাবেন, না হাতকড়া লাগাতে হবে?

গুরুচরণ। ও বাবু, ওনারে না। (বিকাশের প্রতি) আপনি শোনেন!

বিকাশ। কি?

গুরুচরণ। ও বাবু কি ডাকাত ? পুলিশের হাত ছিনিয়ে পালিয়েছে বুঝি !

(বিকাশ এমনভাবে মাথা নাড়িল যাহার অর্থ, আমি অনেক কথাই জানি)

পাঁচকড়ির-মা। (জনান্তিকে) ওই দেখ, আমি তখন তোমায় বল্লাম না !

বিকাশ। তোমাদের সবাইকে থানায় যেতে হবে !

গুরুচরণ। (বিপন্নের মত) কেন বাবু—আমরা কি দোষ করিছি ?

বিকাশ। (সহানুভূতির সহিত) দোষ করনি ? আচ্ছা—তোমরা বাড়ীর ভেতরে যাও ; দেখি যদি তোমাদের বাঁচাতে পারি !

গুরুচরণ। (যাইবার পূর্ব্বে) আপনি মুখুয্যেসায়েবের জামাই, না থানার নতুন দারোগা !

বিকাশ। (রহস্যময়ভাবে) আমি টিকটিকি পুলিশ—জামাই সেজে আছি, কাউকে কিছু ব'লোনা ; যাও, তোমরা বাড়ীর ভিতর যাও। হ্যাঁ—আমার সাইকেলখানা বাইরে আছে উঠিয়ে রেখে দিও !

গুরুচরণ। কি হয়েছে বাবু—ও বাবু কি করেছে ?

বিকাশ। চুরি !—

পাঁচকড়ির-মা। ঐ দেখ', দেখ্‌লে !

[পাঁচকড়ির-মা, পাঁচকড়ি ও গুরুচরণের প্রস্থান।

মতিলাল। কি হয়েছে বলুন তো বিকাশবাবু ?

বিকাশ। চলুন—নিজে গিয়ে দেখবেন ; আমি আর কি ব'লবো ! পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে এলেন যে ?

মতিলাল। আমি পালিয়ে আসিনি, পুলিশ আমায় ধ'রলো না !

বিকাশ। তবে পুলিশকে ধরা দিতে গিয়েছিলেন কেন ?

মতিলাল। আপনি তো জানেন—তখন আমার খুব উৎসাহ, বেশ জমিয়েছি! ভাবলুম—আপনার কাছে সত্যি কথা বলবো ?

বিকাশ। বলুননা—We are friends.

মতিলাল। মেয়েদের কাছে একটু বীরত্ব দেখাবার জন্যে! কিন্তু পুলিশের ব্যাপারটা কি ? আমার বীরত্বের মত পুলিশও কি মিথ্যে পুলিশ নাকি ? ফাঁকি—?

বিকাশ। চলুন তো। ওঃ—শ্বশুরমশায় যা চ'টে আছেন!

মতিলাল। কে—মহিমবাবু? উঃ—ভদ্রলোক যেমন গম্ভীর, তেমনি রাগী, আর তেমনি বেরসিক।

বিকাশ। তাঁর সামনে তাঁর মেয়েকে ওই রকম কথা ব'লে এসেছেন, তিনি একেবারে রেগে বারুদ হ'য়ে আছেন। আপনাকে একবার পেলে হয়!

মতিলাল। বেশ মশায়, তবে যে আপনি আমায় সেখানে যেতে ব'লছেন ?

বিকাশ। না ব'লে আর কি করি বলুন!—মেয়েটী যে মারা যায়! নারীহত্যে তো আর চোখের সামনে দেখতে পারিনে!

মতিলাল। তাহ'লে তিনি কি আমায় সত্যি—

বিকাশ। নইলে আমি আপনার খোঁজে আসি! দু'ঘণ্টার ওপর স্ত্রীর কাছে থেকে চলে এসেছি। বেশী দেরী করতে পারবো না—আসুন।

মতিলাল। না।

বিকাশ। না ব'ললেই—না! ওঃমহিমমুখুয্যের ভিটে—গোলকধাঁধা; একবার সেঁদুলে আর বেরুবার উপায় নেই!

মতিলাল। আমি মশাই আপনার সঙ্গে যাব না; আপনি মশাই লোকটা মোটেই ভাল নয়। এই পুলিশের ব্যাপারেও বোধহয় আপনার একটা মতলব আছে—নমস্কার!

[প্রস্থান।

বিকাশ। কোথায় যান—ও মশাই, ও মতিবাবু!

(কিছুক্ষণ পরে গুরুচরণের প্রবেশ)

গুরুচরণ। ও বাবু আপনার সাইকেলে উঠে চলে গেল যে!

বিকাশ। এ্যাঃ—চলে গেল? তাইতো! ও মতিবাবু—পালাবেন না, পালাবেন না, ফিরে আসুন—অন্ততঃপক্ষে সাইকেলখানা ফেরত দিয়ে যান।

...n's Sports Club
Library
....

তৃতীয় দৃশ্য

মহিমারঞ্জনের গৃহ

(নন্দরাণী, সৌদামিনী, জ্যোৎস্না ও পূর্ণিমা হলঘরে বসিয়া পরস্পরে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন)

নন্দরাণী। (মনে মনে স্থির করিলেন, গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব তিনিই লইবেন) আমি সবাইকে ব'ল্‌ছি, মেলার এই কটা দিন তোমরা সবাই একটু সাবধানে থেকো; কারো কোন কথা যেন কর্ত্তার কানে না ওঠে! নানান কাজের ঝঞ্ঝাটে ঘুরে বেড়ায়, বাড়ীতে পা দিয়ে যেন তিতিবিরক্ত না হয়।

(রামলালের প্রবেশ)

রামলাল। মা, বাবু খবর পাঠালেন—ওপাড়ার বুড়োকর্ত্তা, পরেশ চৌধুরী মশাই মেলা খুলবার জন্যে এসেছিলেন। বুড়োবাবু মেলার সভাপতি হয়েছেন কিনা। তাঁর সঙ্গে বাবুর খুব ভাব হয়ে গেছে। পরেশবাবু এখুনি এখানে আসবেন, কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে কিসব কাজকর্ম্ম আছে; তারপর রাত্রে তিনি আর ডাক্তারবাবু এখানে খাওয়াদাওয়া করবেন। আপনারা ভাল করে খাওয়াদাওয়ার যোগাড় করবেন। আর, ঘর সাজাতে বলে দেছেন—আমি ফুল নিয়ে আসছি!

নন্দরাণী। পরেশবাবু এখানে খাবেন?—তুই বলিস্ কি!

রামলাল। এটি ছোটবাবু—সেই যে বাবু সেদিন এখানে এসেছিলেন, তাঁনার কাজ—উনি বুড়োবাবুকে বোধ হয় ব'লেকয়ে গেছেন। হলটা একটু সাজিয়েগুজিয়ে রাখবেন মা—আমি বাবুর কাছে যাচ্ছি!

[প্রস্থান।

নন্দরাণী। জ্যোৎস্না, আজ আর গণ্ডগোল করিসনে মা! বিশ বছরের মনের কালি মরবার আগে বুড়ো ধুয়ে ফেল্‌বে।

জ্যোৎস্না। তুমি কেবল আমাকেই সাবধান ক'চ্ছ,—যেন আমি একাই গণ্ডগোল করি? আর সবাই একেবারে লক্ষ্মী!

[প্রস্থান।

পূর্ণিমা। আমি আজ রাঁধিবো। যাই আমি—যোগাড় করিগে। কেমন মা—আমি রাঁধবো তো?

[প্রস্থান।

নন্দরাণী। আচ্ছা। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) এতদিন পরে মামার রাগ পড়ল!

সৌদামিনী। মামার বাড়ীতে কি তোদের যাওয়া-আসা নেই এতদিন ধরে ?

নন্দরাণী। যাওয়া-আসা ?—শুনতে পাই আমাদের নাম মুখে আনেন না !

সৌদামিনী। কেন—এত রাগের কারণ কি ?

নন্দরাণী। কি জানি দিদি ?—ছেলেবেলা থেকে উনি তোমার ভগ্নী-পোতকে সুনজরে দেখেন নি ! ঐ নিয়ে বাবার সঙ্গে পর্য্যন্ত মামার ঝগড়া হয়। আমি ওসব খবর জানতাম না—ওঁর মুখ থেকে পরে শোনা। মাত্র এইটুকু মনে আছে, বিয়ের রাতে মামা এলেন না ! তারপর, রাগ করে বাবাও মামাকে আর ডাকেন নি। (কিছুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক) এখন তুমি কি ক'রবে—মামার সাম্‌নে বেরুবে ?

সৌদামিনী। মামা আমায় বড় ভালবাসতেন ! আয়—ঘরটা গুছিয়ে রাখি।

(উভয়ে ঘর গুছাইতে লাগিলেন। রামলাল ফুল লইয়া প্রবেশ করিল)

নন্দরাণী। বাবুরা কখন্ আসবেন—জান রামলাল ?

রামলাল। আসছিলেন—রাজ্যেশ্বর বাবু আবার সবাইকে কীর্ত্তন শোনাবার জন্যে নিয়ে গেলেন। কীর্ত্তন নিয়েই তো ফুলদোল—কি বল মা !

নন্দরাণী। হ্যাঁ—তাতো বটেই !

[রামলালের প্রস্থান।

সৌদামিনী। তোর মনে নেই নন্দ, সেকালে গোবিন্দদেবের ফুলদোল হ'ত? (নন্দরাণী সায় দিল, তার মুখ প্রসন্ন হইল) তুই যেবার হ'লি—এ অবিশ্যি বাবার মুখ থেকে শোনা—সকাল বেলা, তখন গোষ্ঠ গান হ'চ্ছে—"ওমা নন্দরাণী, তোর নীলমণিকে সাজিয়ে দে মা !" এমন সময় বাবার,

কাছে খবর এল—তুই হ'য়েছিস্। তখনই বাড়ী গিয়ে তোর মুখ দেখে নাম রাখলেন—"নন্দরাণী!" গোবিন্দদেব আজো আছেন নন্দ?

নন্দরাণী। হেলায়শ্রদ্ধায় পুরুতের জিম্মায় আছেন! মন্দিরটে ভেঙে যাচ্ছিল—উনি সারানোর টাকা দিয়েছেন! তবে দিদি, কাল উল্টে গেছে—সে বিশ্বাসও কারো নেই, সে দরদও কারো নেই! ঐ পুরুতঠাকুর যা করেন, তাই। এ বাড়ী হয়েছে দিদি, আধা বাঙালী আধা খিষ্টান—কিছুর যদি ঠিক থাকে! সাহেব-সুবো উকিল, ব্যারিষ্টার এল—মদ আসছে, মুরগী আসছে, মটন আসছে, বাবুর্চিতে রাঁধচে—পাঁচ-ভূতের কাণ্ড! আবার ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বিদায়ও আছে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-শান্তিও আছে!

সৌদামিনী। বাড়ীর ভিতর হিঁদু—বাইরে খৃষ্টান।

নন্দরাণী। ভিতরটাই বা পুরো হিঁদু কই? সে ছিল আমাদের ছেলেবয়সে, —আজ তো তাও আর নেই! আমি একা—কিছুতেই এ অনাচারের ভিতর যেতে পারলাম না দিদি! আমার ঘাড়ে তাই পুরোণো হিঁদুয়ানি চেপেই রইল। সেও আমায় বাঁচাতে পাচ্ছে না, আমিও তাকে বাঁচাতে পাচ্ছিনে—আঁকড়ে পড়ে আছি! ঐ ত আমার ব্যারাম,—ডাক্তার কি অতশত বোঝে!

সৌদামিনী। (পরিপূর্ণ বিস্ময়ে এই প্রথম সৌদামিনী নন্দরাণীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিল) তাইতো নন্দ—এসব কি কথা তুই বল্‌ছিস্? আমি তোকে ভাবতাম বোকা!

নন্দরাণী। (আশঙ্কা, হতাশা ও মাতৃহৃদয়ের বেদনা) কিন্তু কি হ'ল এতে?—একটা ছেলেও তো বাঁচলো না। কিসের থেকে কি হয় দিদি, কিছুই তো

বলা যায় না! গোবিন্দদেবের হেনস্থা হ'চ্ছে—উনি তো সহজ ঠাকুরটী নন! তুমি ত জান দিদি, বাবা বল্‌তেন-গোবিন্দদেব আমার ছেলে, খাওয়ার অযত্ন হলে উনি বাবাকে ডেকে বলে দিতেন—তুই নিজে দেখে ভোগ দিবি! সেই গোবিন্দদেব এখন পরের জিম্মায়—, কি আর ভাল হচ্ছে দিদি! একদিক থেকে হুড় হুড় করে টাকা আসছে, আর একদিক থেকে জলের মত সব খরচ হয়ে যাচ্ছে! সবাই খাট্‌ছে —কিন্তু সুখশান্তি কার্ আছে! (কিছুক্ষণ দুজনেই নির্ব্বাক—যেন তারা আবার বালিকা বয়সে ফিরিয়া গেছে) এখন তুমি কি করবে?—মামার সামনে বেরুবে?

সৌদামিনী। আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, কারো সাম্‌নে বেরুতে আমার লজ্জা নেই। আমি শুধু ভাবছি, তোমাদের কোন ক্ষতি হবে কি না?

নন্দরাণী। চুপ কর দিদি, ঐ বুঝি ওঁরা আস্‌ছেন—(কান পাতিয়া পায়ের শব্দ শুনিয়া) হ্যাঁ এলেন! চল—আমরা বাড়ীর ভিতর যাই। তারপর উনি যদি বলেন, তখন দেখা করা যাবে!

সৌদামিনী। বেশ—তাই! [উভয়ের প্রস্থান।

[মহিমারঞ্জনের সঙ্গে বৃদ্ধ পরেশ চৌধুরী প্রবেশ করিলেন। বয়স চৌষট্টি পঁয়ষট্টি, ঘোরতর বাবু; অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি। রামলাল তামাক দিয়া গেল।]

মহিমারঞ্জন। আসুন আসুন, কখনো এ বাড়ীতে আপনার পায়ের ধুলো পড়েনি—এতদিনে আমার বাড়ী তৈরী সার্থক হ'ল!

পরেশ। তা বেশ ভাল বাড়ী ক'রেছ,—একেবারে হাল ফ্যাস্‌নের বাড়ী ; আচ্ছা, এ কোথাকার ফ্যাসন্ বল দেখি ? (চারিদিকে তাকাইয়া) বাঙলা দেশে কোথাও তো নেই—এটা কি সিনো-আমেরিকো ওরিয়েণ্টাল ষ্টাইল নাকি ?

মহিমারঞ্জন। ও একটা এক্সপেরিমেণ্ট করা গেল !

পরেশ। তা বেশ ভাল জায়গায় এক্সপেরিমেণ্ট ক'চ্ছ, একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ভিতর—সবাই বুঝ্‌বে ! (বসিয়া) তা এ বাড়ীতে ঠাকুর-দালান টালান নেই বুঝি !

মহিমারঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) পূজোপার্ব্বন তো আর ক'রছিনে—সে বিশ্বাস নেই ! শুধু শুধু ঠাকুরদালান আর কি হবে ?

পরেশ। তোমার বিশ্বাস নেই বটে—তোমার ছেলের, কি নাতির, কি অন্য কোন উত্তরাধিকারীর আবার বিশ্বাস ফিরে আসতে পারে তো ? ফিরে আসবার পথটাই বন্ধ করে দিয়েছ বুঝি ?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ তাই ! কারণ, সে প্রাচীন বিশ্বাস ফিরে আসা সমাজের পক্ষে অনাবশ্যক বলেই আমার ধারণা !

পরেশ। আমি তা জানি। তবে আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি, বহুকাল পরে তোমার শ্বশুরের ফুলদোল আবার তুমি আরম্ভ ক'ল্লে যে !

মহিমারঞ্জন। সর্ব্বসাধারণের আমোদ-আহ্লাদের জন্যে এ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এটা—এই ধরুন, যেমন বসন্তোৎসব ! এখনো বসন্তের আমেজ একটু আছে, গ্রীষ্মও ভাল করে পড়েনি—এই ঠিক উপযুক্ত সময় নয় কি ?

পরেশ। তোমায় আমি দোষ দিচ্ছিনে কিছু। তবে, তোমার শ্বশুরের এই উৎসবটা বড় প্রিয় ছিল! সেই কথাই আজ আমার মনে পড়ছে। তাঁর ফুলদোলে খুব উৎসাহ ছিল। সঙ্কীর্ত্তনের গান তিনি নিজেই বেঁধে দিতেন!

মহিমারঞ্জন। সে কথা আমিও ভুলিনি। তিনি ছিলেন খাঁটী বৈষ্ণব, রাধানাম ক'রতেই তাঁর চোখ দিয়ে জল প'ড়তো! আজকের উৎসব একেবারেই বহিরঙ্গ। তবু আজ যে আপনাকে আনতে পেরেছি—

পরেশ। আমি তো আসবার জন্যে বহুদিন থেকেই প্রস্তুত আছি। তুমিই তো আমায় ডাকনি কোনদিন!

মহিমারঞ্জন। অনেকের কাছে অনেক কথা শুনে আমি আপনাকে ডাকতে সাহস করিনি। আমার সে ক্রুটী আজ আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছেন!

পরেশ। নন্দঁ কোথায়—সে কেমন আছে? আর তোমার মেয়েদুটী?

(রামলালের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। ওরে—রামলাল, গিন্নী আর দিদিবাবুদের এখানে ডেকে নিয়ে আয়!

(সৌদামিনী যাহাতে না আসে, চোখ টিপিয়া ইসারা করিলেন—রামলাল ভিতরে গেল)

পরেশ। 'দিদিবাবু'! দিদিবাবু কিরে? কানে বড় বিশ্রী লাগলো! হয় দিদিঠাকৃরুণ বলুক, নয় এম্নি ছোড়দি বড়দি বলুক না—মেয়েদের আর বাবু ক'রে তুলনা বাবা!

(নন্দরাণী ও কন্যাদ্বয়ের প্রবেশ ও প্রণাম)

পরেশ। কেমন আছ নন্দ? হ্যাঁরে—তুই যে একেবারে ভয়ানক কাহিল হয়ে গেছিস! (মেয়েরা নমস্কার করিল) বাঃ বাঃ বেশ! এস, এস!

মহিমারঞ্জন। আপনার প্রফুল্ল ডাক্তারকে দেখান হ'চ্ছে—আজ দু'দিন একটু ভাল!

নন্দরাণী। আপনি ভাল আছেন মামাবাবু?

পরেশ। আমাদের আর ভালমন্দ কি মা? ভাল থাকবার দিন চ'লে গেছে—এখন সুবিধে মত স'রে প'ড়তে পারলেই হয়! তোমার মেয়েদুটী তো বেশ রূপসী হয়েছে!

নন্দরাণী। বড়টীকে তো একরকম পার করিছি।

পরেশ। না, পার আর কই ক'রেছ? চিহ্নিতনামা ক'রে রেখেছ বল!

নন্দরাণী। হ্যাঁ—একরকম তাই। এখন ছোটটীর ভার আপনি নিন!

পরেশ। শুনলাম, ও নাকি নিজেই ওর বর ঠিক ক'রে নিয়েছে? কার জিনিস কাকে দিচ্ছ, একটু হিসেব রেখ!

নন্দরাণী। ওসব তামাসার কথা ছেড়ে দিন। আপনি একটী ভাল পাত্র জোগাড় করে দিন, আমরা এই মাসেই বিয়ে দেব!

পরেশ। ভাল পাত্র তো আমি স্বয়ং! (পূর্ণিমাকে লক্ষ্য করিয়া) কেমন রে —বর পছন্দ হয়?

নন্দরাণী। সে তো ওর পরম ভাগ্যি!

পরেশ। সে তুমি মনে ক'চ্ছ; ওর প্রাণ কাঁদছে সেই পলাতকা নাগরের জন্যে! আমরা সেকেলে মানুষ—গান আর ইংরিজি লেখাপড়ার

চটকে ভুলিনে। তা মেয়েদের তো খুব সৌখীন নাম রেখেছ, কি—পূর্ণিমে আর জ্যোচ্ছনা ?

নন্দরাণী। হ্যাঁ—! (হাসিল)

পরেশ। তা, কোন্‌টী কিনি ? পূর্ণিমে কিনি আর জ্যোচ্ছনা কিনি ?

নন্দরাণী। এইটী পূর্ণিমা—আর ওইটী জ্যোৎস্না।

পরেশ। (জ্যোৎস্নার প্রতি) তুমি জ্যোৎস্না—বটে ? (জ্যোৎস্না মাথা নাড়া দিল) তুমি তো কেল্লা দখল করে বসে আছ—তোমার সঙ্গে আর কার কথা! (পূর্ণিমার প্রতি) পরখ হবে তোমার ? এইদিকে আয়—শোন্, তুই তো খুব লেখাপড়া শিখেছিস—কেমন ? আচ্ছা, "দশকুমারচরিত" পড়েছিস—গোমিনীবৃত্তান্ত ?

পূর্ণিমা। (মাথা নাড়িয়া জানাইল পড়িয়াছে)

পরেশ। আচ্ছা, গোমিনীবৃত্তান্ত থেকেই বলছি, ধর—তোমার খুব গরীবের ঘরে বিয়ে হ'য়েছে। বাপের পয়সা থাকলেই যে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়, তার কোন মানে নেই। আচ্ছা, স্বামী খুব গরীব, তাকে রেঁধে বেড়ে খাইয়ে সুখী করতে হবে—অথচ বাজার করার পয়সা নেই, খুব শস্তা আর খুব বিশ্রী জিনিস—যা লোকে ফেলে দেয়, তাই দিয়ে খুব ভাল মুখরোচক তরকারী রাঁধতে হবে।

পূর্ণিমা। রাঁধবো!

পরেশ। কি রাঁধবি ?—বল্ দেখি কেমন বুদ্ধি!

পূর্ণিমা। এক পোয়া বুনো ওল, আর তার সঙ্গে আধসের বাঘা তেঁতুল মিশিয়ে চাটনী তৈরী করবো!

পরেশ। বা—বাঃ, তোমার বর এল ব'লে! বর রাস্তায়। হয় ভ্যাগাবণ্ড্, না হয় আমার মত প্রবীণ—বয়েস তিরিশ কি ষাট্। আচ্ছা যাও,—ফার্ষ্টডিভিসনে পাশ!

নন্দরাণী। সত্যি বলছি মামাবাবু, এদের কথা ভেবে ভেবে আমার শরীরের এই দশা! আপনি আজ এসেছেন, আমার বুক থেকে যেন একখানা পাথর নেমে গেল!

পরেশ। শোন মা, তোমার এমন স্বামী—ফুটন্ত ফুলের মত দুই মেয়ে—তোমার তো নিরানন্দে থাকবার কথা নয় মা! তোমার বাবা বড় সাধ করে তোমার নাম রেখেছিলেন—নন্দরাণী। আমাদের বৈষ্টবের চোখে নন্দরাণীর সংসার তো আনন্দের সংসার! আমার নিজের আনন্দ আর কিছু নেই; তবু, আজ তোমার বাড়ীতে এসে তোমাদের আনন্দে আমারও একটু আনন্দ হ'চ্ছে। অভাব দেখছি—একটী কৃষ্ণচন্দ্রের! তা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র দয়া করলেই হবে! আচ্ছা, যাও মা বাড়ীর ভিতর যাও—মহিমের সঙ্গে আমার একটু কাজের কথা আছে।

[নন্দরাণী ও কন্যাদ্বয়ের প্রস্থান।

পরেশ। দেখ মহিমারঞ্জন, তোমায় আমি বরাবরই ভালবাসতাম—স্নেহ ক'রতাম, তোমার চরিত্রের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল—কিন্তু তোমার এই আচরণগুলি আমি আদৌ পছন্দ করিনে!

মহিমারঞ্জন। কোন্ আচরণের কথা ব'লছেন আপনি?

পরেশ। মেয়েদের তুমি লেখাপড়া শেখাও—আমি বারণ করিনে; কিন্তু এসব কি? কোথাকার কে একটা বাইরের লোক—জানা নেই শোনা

নেই, তার সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দাও কোন্ সাহসে! আমাদের কর্ম্মজীবনে অবশ্য বিলিতিয়ানা খানিকটে এসে পড়েছে—ও আর বাধা দেবার উপায় নেই; কিন্তু আমাদের ঘরের ভিতরে কি সমাজে—একটু সতর্ক হয়ে এড়িয়ে চলাই কি উচিত নয়?

মহিমারঞ্জন। ওইখানেই তো আপনার সঙ্গে আমার বরাবরই মতভেদ। আজ আমাদের পারিবারিক বা সামাজিক জীবন এত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে যে, প্রাচীন কোন আদর্শ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! আপনি চেষ্টা করলেও পারবেন না।

পরেশ। তুমি কি বিশ্বাস কর, পাশ্চাত্য আদর্শই আমাদের সমাজ-জীবনের পক্ষে উৎকৃষ্ট আদর্শ?

মহিমারঞ্জন। না—তা করিনে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বিশ্বাস করিনে যে, আমরা চেষ্টা করলেই 'প্রাচীন' আবার ফিরে আসবে! আমাদের মতামতের কথাই নয়—স্রোতটা ওইদিকেই!

পরেশ। যাই হোক, তোমার মেয়েটীর কথা শুনে আমি ভাবিত আছি। তুমি একেবারে স্রোতে হাল ছেড়ে দিওনা। বিলিতি সভ্যতার মোহে প'ড়ে অনেকেরই মনে হয়—যাকে ভালবাসে, তাকেই বিয়ে করা উচিত আর এইটেই স্বাভাবিক কিন্তু এটা যে কতবড় মারাত্মক ভুল, তুমি নিশ্চয়ই জান!

মহিমারঞ্জন। সব ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল নাও হতে পারে!

পরেশ। সব ক্ষেত্রেই মারাত্মক ভুল! তোমার বড়শালী সৌদামিনীর কথা মনে পড়ে?—নিজের মেয়ের চেয়েও আমি তাকে বেশী ভাল বাসতাম, তাই তার কথা আজও ভুলতে পারিনি! নিশ্চয় সে কাউকে

ভালবেসেছিল—নইলে, অমন ক'রে চ'লে যেতে পারতো? আমার মেয়ের বিয়ের সময় কলকাতার বাড়ীতে গেল, আমরা সবাই বিয়ের গোলমালে ব্যস্ত, সেই সময় কিন্তু হতভাগী কোথায় চ'লে গেল!

মহিমারঞ্জন। (অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল) হ্যাঁ, ওই রকমই শুনেছি বটে—থাক সে সব পুরোন কথা!

পরেশ। না না—তুমি জাননা মহিম, সৌদামিনীর মত ভালো মেয়ে হয় না! স্নেহে, মমতায়, সাহসে, কর্ত্তব্যে, লেখাপড়ায় অমন মেয়ে হাজারে একটী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ! সেই মেয়ের কি পরিণাম হ'ল? তোমার এই ছোটমেয়েটীকে দেখে আমার তার কথাই মনে প'ড়ছে। তারই ধাঁচা পেয়েছে ও!

মহিমারঞ্জন। না—এবার থেকে আমি সাবধান হব!

পরেশ। সেইদিন থেকে তোমাদের এই সব কথা—পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, ভালবাসা,—মায় তোমাদের আধুনিক যুগের কাব্য, সাহিত্য, সিনেমা,—সব আমার কাছে বিষ হয়ে গেছে! তোমার সঙ্গে নন্দর বিয়েতে পর্য্যন্ত আমার মত ছিলনা—যখন শুনলাম, তুমি নন্দকে ভালবাস, নন্দ তোমায় ভালবাসে। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে পর্য্যন্ত আমার ঝগড়া হ'য়ে গেল, আমি তোমার শ্বশুরকে বল্লাম, এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দাও, যাকে মেয়ে ভালবাসেনা—সুখে থাকবে!

(মহিমারঞ্জন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন)

(বিজয়, রাজ্যেশ্বর ও প্রফুল্ল ডাক্তারের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। কি বিজয়, খবর কি? রাজ্যেশ্বর, এস—বস!

রাজ্যেশ্বর। খুব ভাল খবর, অথচ—! এই যে বড়কত্তা, একটু শ্রীচরণের রেণু। তখন বুঝি আপনি আমায় চিনতে পার্লেন না!

পরেশ। ও—তুমি, এখানে এসে জুটেছ! তাইতো বলি—রাজ্যেশ্বরকে আর দেখিনে কেন? রাজ্যেশ্বরের একটী চাই—কারো ঘাড়ে না চেপে উনি থাকতে পারেন না। (রাজ্যেশ্বর লজ্জিত হইল) কি, তোমাদের কোন গোপনীয় বিষয়ে কথা আছে নাকি?—মুখ চাওয়া চায়ি কচ্ছ কেন?

মহিমারঞ্জন। না, এমন কিছু নয়—আপনি বসুন!

পরেশ। নাহে না—কাজের কথা ওভাবে শুনতে নেই! তারপর, রাজ্যেশ্বর তোমার এখানে কদ্দিন?—

রাজ্যেশ্বর। আপনি তো কিছুই ক'রলেন না কর্ত্তা—তাই বাবুর কাছে আসতে হল। ওঁর হাতে অনেক কাজ—আমি গরীব মানুষ, পেটের দায়!

পরেশ। কি খেলে তোমার পেট ভরে আমায় ব'লতে পার রাজ্যেশ্বর? আমার সাতখানা গাঁয়ের প্রজার রক্ত দশ বছর ধরে খেয়েছ, তবু তোমার 'পেটের দায়' ঘুচলনা বাবা!

রাজ্যেশ্বর। (সপ্রতিভ হইবার চেষ্টায়) কর্ত্তাবাবুর ওই রকম, আমারে দেখলেই কেবল ঠাট্টা! সেকেলে মানুষ—সকলের সঙ্গেই সমভাব! আবার কাছারীতে বসলে কার সাধ্যি টুঁ-শব্দ করে।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

পরেশ। এস ডাক্তার! চল—আমরা ঐকটু ঐদিকে যাই।

মহিমারঞ্জন। না—না, সে কি রকম কথা, আপনি উঠ্বেন কেন?

পরেশ। আরে বাবা—অত formality কেন? আমি তো আর তোমার কুটুম্ব না—তোমার জামায়ের কুটুম্ব! তা সে নবাবের জামাই গেল কোথায়? (পাশের ঘর দেখিয়া) এই এই, ওরে শালা—এদিকে আয়! (বিকাশ আসিয়া প্রণাম করিল) তারপর, নবাব নাজিমউদ্দৌল্লা সেজে যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়?

বিকাশ। একটু যাত্রা শুন্‌তে যাবো!

পরেশ। বেড়ে আছ! হুঁ, শ্বশুরের অন্নে আছ—বাদামের দর তো জান্‌তে হয়না,—দিন দিন ফুলছো!

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ!

পরেশ। শ্লোক জানত?—"কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ"। তা তোমার খুব বরাতজোর, প্রহারের বদলে—ক্ষীরভোজন চল্‌ছে! হে ভগবান, এবার ম'রে যেন মহিম মুখুয্যের জামাই হ'য়ে জন্মাই!

বিকাশ। ম'রবার দরকার হবেনা—এজন্মেই হ'ননা, একটি পোষ্ট তো খালিই আছে!

পরেশ। আমার কি তোমার মত যৌবনের জোর আছে যে, দরখাস্ত কর্‌লেই মঞ্জুর?—আমাদের টেষ্টিমোনিয়ল চাই! তা যাও, রাত্তিরে সকাল সকাল ফিরো—আপিস কামাই ক'রনা, চাকরী থাক্‌বে না! এস প্রফুল্ল!

[প্রফুল্ল, পরেশ ও বিকাশের প্রস্থান।

রাজ্যেশ্বর। বুড়ো ভারি ধড়িবাজ—!

মহিমারঞ্জন। কি খবর বিজয়?

বিজয়। টাকা পাওয়া যায়নি!

মহিমারঞ্জন। বলকি—মোটেই পাওয়া যায়নি ?

বিজয়। সে একরকম না পাওয়ার মধ্যে—মাত্র দু'হাজার টাকা!

মহিমারঞ্জন। শেষ পর্য্যন্ত অমরেশ এই ক'রলে, আমি কখনো ভাবিনি—

বিজয়। আজ্ঞে, তাঁর কোন দোষ নেই—তাঁর জানা ছিলনা। তিনি যেদিন কলকাতা থেকে বাড়ী আসেন, সেইদিন কর্ত্তামশাই এখান থেকে সরকার পাঠিয়ে দেন গহনা আনতে—এই পূর্ণিমায় সিংহবাহিনীর পূজোয় কি নাকি তুক্‌তাক্ করা হবে! ওটা ওঁদের কি পারিবারিক দেবোত্তর সম্পত্তি না কি—আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না!

মহিমারঞ্জন। দেবোত্তর না ঘোড়ার ডিম—এ সব ঐ বুড়োর কারসাজি! বুড়ো ভেতরে ভেতরে কি রকম সন্ধান পেয়েছে!

বিজয়। অমরেশবাবু অনেক চেষ্টা ক'রে তাঁর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে personal guarantee দিয়ে এই টাকা যোগাড় ক'রে দিয়েছেন—তার এক হাজার তো আসতে আস্‌তেই রাজ্যেশ্বরবাবু নিয়ে নিলেন।

রাজ্যেশ্বর। তাতে তো আমার নষ্টি! তিন হাজার টাকার মাল খরিদ হ'য়েছে বাবু—সবাইকে কিছু কিছু দিয়ে থামিয়ে রেখেছি। পূরো টাকা দিয়ে কাল্‌কের চালানি নৌকোগুলো যদি কিনে ফেলা যায়—পরন্তু ধানচালের বাজার মণকরা আটদশ আনা অবলীলাক্রমে চড়্‌বে। এ কর্ত্তেই হবে বাবু—যেমন ক'রে হোক! ন'হাটা, দেউলে, বাগ্‌ঘাটা, হরিরামপুর—সব মেলাকে টেক্কা দিয়েছি বাবু—এত লোক কোথাও হয় না। •তারপর, তিন রাত্তির যাত্রাগানের পর ব্যাপারখানা কি দাঁড়াবে, বুঝ্‌তে পার্‌ছেন? তারওপর, রাত্

ন'টার পর ফড়খেলা—আরো আরো সব ব্যবস্থা ক'রেছি বাবু, অমনি কি আর হয়? তবে নিশ্চিন্তি, রাজ্যেশ্বর সরকার যতক্ষণ বেঁচে আছে। এখন আর হটবার উপায় নেই বাবু—আর দুটোদিন আপনি চালিয়ে দিন।

বিজয়। এ দিকে, গতকালের drawing গেছে তিনশ টাকা, আজকের drawing পাঁচশ'—আস্‌ছে কাল আরো কিছু বাড়্‌বে বলেই মনে হয়। এ হাজার টাকা আমি ব্যাঙ্ক বাবদে রাখা ভিন্ন কিছুতেই হাতছাড়া ক'র্‌তে পারিনে!

মহিমারঞ্জন। (সন্দিগ্ধভাবে) ব্যাঙ্কে drawing, আর কল্‌কাতা থেকে গহনা নিয়ে আসা, এই ঘটনা দু'টো এক করলে মনে হয় না কি—এতে বুড়োর টিপ্‌নি আছে?

রাজ্যেশ্বর। (পরম বিজ্ঞের মত) নিশ্চয়—নিশ্চয়! ও বাবা পরেশ চৌধুরী—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—ও দুধটুকু ম'রে ক্ষীরটুকু হ'য়ে আছে! ওকি আর সোজা মানুষ? ওদিক থেকে কোন সুবিধে হবে না বাবু, সে আপনার মিছে আশা!

মহিমারঞ্জন। আমার বিশ্বাস, বুড়ো আজ মজা দেখ্‌তে এখানে এসেছে। নইলে, যে লোক বিশ বছর আমার মুখ দেখ্‌লে না, আমার নামটা পর্য্যন্ত যে সহ্য করতে পারে না, সে আজ ব'ল্‌বা মাত্র আমার বাড়ীতে নেমতন্ন খেতে উপস্থিত হ'ল—এর মানে কি? তবে, আমিও সহজে হ'টবার পাত্র নই!

বিজয়। দেখুন, আপনি যা সন্দেহ ক'চ্ছেন, তা সত্যি নাও হ'তে পারে!

মহিমারঞ্জন। বিজয়, তুমি ছেলেমানুষ—ক'দিনই বা তুমি ও বুড়োকে দেখেছ, তুমি ওর শয়তানীর অন্ত খুঁজে পাবে? আমি আজ চল্লিশ বছর, আমার জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আস্‌ছি—ওই, 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'-গোছ মানুষটা! ওর বাড়ীতে চাকরী ক'রে আমার বাবা, দেহের হাড় ক'খানা জল ক'রেছেন!

রাজ্যেশ্বর। আস্তে, আস্তে! যা ব'ল্‌ছেন বাবু—একেবারে পাকা কথা। তবে, আপনার ঠাকুরের কাছেই উনি জব্দ ছেল—তাঁর কাছে কোন ধাপ্পা চল্‌তো না!

মহিমারঞ্জন। দেখ রাজ্যেশ্বর, তুমি যদি আজ রাতের মধ্যে, হাজার চারপাঁচ টাকা যোগাড় ক'রতে পার—কাল্‌কের দিনটা র'ক্ষে হ'লে—আমি পরশু, নিজে একবার কল্‌কাতায় যেতে পারলে—

রাজ্যেশ্বর। (দীনভাবে) আমি কোথায় টাকা পাবো বাবু!

বিজয়। অমরেশ বাবু আপনাকে এই পত্রখানা দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, আপনি বুড়োকর্ত্তাকে সব কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লে তিনি আপনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য ক'রবেন!

মহিমারঞ্জন। (পত্র পড়িয়া অন্যমনস্কভাবে টেবিলের উপর পত্র রাখিয়া দিলেন)

রাজ্যেশ্বর। কি লিখেছেন খোকাবাবু?

মহিমারঞ্জন। সে ঐ বিজয়েরই মত ছেলেমানুষ! সংসারে বিশেষ ঘা তো খায়নি, সরল বিশ্বাস!

(পরেশ চৌধুরী ও প্রফুল্লর প্রবেশ)

পরেশ। ওহে মহিম, তোমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হ'ল—না আমরা আর একটু পরে আস্‌বো? খিড়কীর বাগানটা চমৎকার ক'রেছ?

মহিমারঞ্জন। আপনারা বসুন, আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হয়েছে। তাহ'লে রাজ্যেশ্বর, তুমি একবার মেলায় যাও। বিজয়, তুমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছ—খাওয়াদাওয়া ক'রে শুয়ে পড়গে। কাল সকালে আগে আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে।

প্রফুল্ল। রাজ্যেশ্বরবাবু যাবেন না, আমার দু'একটী খুব দরকারী কথা আছে মহিমবাবু! রাজ্যেশ্বরবাবুই তো আপনার মেলার ম্যানেজার?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ, রাজ্যেশ্বরের উপরই তো সমস্ত ভার!

প্রফুল্ল। আমার প্রশ্ন হ'চ্ছে—মেলায় যে রকম জনসমাগম হ'য়েছে, আর উত্তরোত্তর লোকসমাগম যে রকম বাড়বে ব'লে মনে হ'চ্ছে, সেই অনুসারে তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার কি ব্যবস্থা আপনারা করেছেন?

মহিমারঞ্জন। স্বাস্থ্যরক্ষা—অর্থাৎ?

প্রফুল্ল। অর্থাৎ—এ বিষয়টী আপনারা আদৌ চিন্তা করেন নি, যা খুব বেশী রকম চিন্তা করা দরকার ছিল! আজই দেখে এলাম, অন্ততঃ পাঁচসাত হাজার লোক জমায়েত হয়েছে। এদের পানীয় জলের কি ব্যবস্থা করেছেন?

রাজ্যেশ্বর। নতুন আর কি ব্যবস্থা হবে? গঞ্জের বড়পুকুরের জল সবাই যেমন খায়, মেলার লোকেরাও খাবে!

প্রফুল্ল। এরই মধ্যে সে পুকুরের কি অবস্থা হয়েছে, কাল সকালে একবার দেখবেন!

পরেশ। সত্যি মহিম, এ তো বড় সাংঘাতিক কথা!

প্রফুল্ল। কথা যে কতখানি সাংঘাতিক, আপনাদের কা'রো কিছু ধারণা নেই! এরি মধ্যে দুটো ময়রার দোকান থেকে আমায় ডাকতে এসে-

ছিল—তিনটী ছেলের ভেদবমি হয়েছে। সমস্ত দিনরাত হল্লা, বোশেখ মাসের গরম, ময়রার দোকানের খাবারের সঙ্গে মাঠের ধূলোবালি, আর তার উপর, ঐ একটা মাত্র পুষ্করিণী—সবগুলি খতিয়ে দেখুন, কি দাঁড়াতে পারে!

মহিমারঞ্জন। আপনি বড্ড বেশী থিয়োরাইজ্ ক'চ্ছেন প্রফুল্লবাবু!

প্রফুল্ল। এর মধ্যে থিয়োরী কোথায় পেলেন আপনি? এর ফলে যদি সমস্ত গ্রাম উজোড় হ'য়ে যায়—আমি মোটেই আশ্চর্য্য হবো না!

রাজ্যেশ্বর। কিন্তু এইতো মশায়, চিরকাল হ'য়ে আসছে। ছেলেবেলা থেকে কত মেলা দেখে এলাম ডাক্তারবাবু, আপনার কথা সত্যি হ'লে এতদিনে আমরা ম'রে ভূত হ'তাম!

প্রফুল্ল। (অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে) আপনারা ভূতের বাড়া হয়ে আছেন, কিছুতেই আপনাদের চেতনা হয় না! আপনারা দেখেও শিখবেন না, ঠেকেও শিখবেন না! এইভাবে নিজেরা ম'রবেন—পরকে মারবেন!

মহিমারঞ্জন। আজ রাতে এ বিষয় আমি চিন্তা ক'রবো। কাল সকালে আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলোচনা হবে। রাজ্যেশ্বর, তোমরা এখন যেতে পার।

[বিজয় ভিতরের দিকে ও রাজ্যেশ্বর বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। মহিমারঞ্জন মাথার চুল দুইহাতে টানিতে টানিতে চিন্তিত মনে সমস্ত ঘরটি পায়চারী করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পরেশ চৌধুরী অমরেশের হস্তাক্ষর দেখিয়া সকৌতুকে টেবিল হইতে চিঠিখানি লইয়া পড়িলেন।]

(রামলালের সহিত অনেক লোকের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। রামলাল, কর্ত্তাবাবুকে কল্‌কেটা বদ্‌লে দাও!

রামলাল। আজ্ঞে বাবু, এই লোকটা মেলার বাজার থেকে এসেছে ডাক্তার-বাবুর খোঁজে!

প্রফুল্ল। ও—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই তো বটে? তোমারই দোকানে একটি ছেলের ভেদবমি হ'য়েছে না?

লোক। আজ্ঞে না। আমি মেলা দেখ্‌তি আর ধান বেচ্‌তি এইছি বাবু! আমার মেয়ের ভেদবমি হ'চ্ছে।

প্রফুল্ল। তোমার মেয়ে?—তাইতো! তোমার নামটি কি বাপু?

লোক। আজ্ঞে আমার নাম গুরুচরণ মোড়ল।

প্রফুল্ল। মেয়ে এখন কেমন?

গুরুচরণ। আজ্ঞে হুজুর, ডাক্‌লি উত্তর দেয় না—বড্ড বেহুস, আর ভুল বক্‌ছে! আমার গায়ে হাত দিয়ে তার গর্ভধারিণীর নাম করে কেবল বল্‌ছে— "মা, এয়েছ তুমি?—আমায় নিয়ে চল, বাড়ী নিয়ে চল"। আমার পরিবার পাশে ব'সে রয়েছে, তাকে চিনতি পারছে না! আপনি একটিবার চলুন হুজুর দয়া ক'রে, (ক্রন্দন)...আমার ধান যাক্—সব যাক্, আপনি বাবু মেয়েটার প্রাণদান দিন!

পরেশ। আহা—ডাক্তার, ডাক্তার!

প্রফুল্ল। চল চল—আমি যাচ্ছি; কিন্তু আর একজন ডাক্তার দরকার হবে। আচ্ছা, আমাদের শশীবাবুকে ডেকে নিচ্ছি। আপনার গাড়ীখানা পাওয়া যাবে মহিমবাবু?

মহিমারঞ্জন। ও—নিশ্চয়ই! গাড়ীখানা আছেরে রামলাল?

রামলাল। আজ্ঞে—হ্যাঁ হুজুর!

[প্রফুল্ল, গুরুচরণ ও রামলালের প্রস্থান।

মহিমারঞ্জন। কি বিভ্রাট দেখুন! ভদ্রলোককে এখানে খেতে ব'ল্লাম,

পরেশ। তা আর কি ক'রবে বল? ডাক্তারদের অমন হ'য়েই থাকে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করা যাক। নাও ব'স—মাথা ঠাণ্ডা কর। তুমি কি স্বভাবতঃই এই রকম উত্তেজিত থাক—না, আজ এই মেলার ব্যাপারে—?

মহিমারঞ্জন। আমার এ জীবনের নিত্যসঙ্গী—গণ্ডগোল একটা-না-একটা রোজই আছে! আপনাদের মতন তো আর জমিদারীর আয় নেই যে নির্ভাবনায় পায়ের ওপর পা দিয়ে চ'লবে!

পরেশ। তুমি বুঝি তাই মনে কর? তোমার বাবা বেঁচে থাক্‌লে অন্য কথা ব'লতো। জমিদারীর কাজ সে বুঝতো। পায়ের ওপর পা দিয়ে চালালে, অনেকদিন আগেই জমিদারী লাটে উঠ্‌ত—সাত পুরুষ ধ'রে আর ভোগদখল ক'রতে হ'ত না।

মহিমারঞ্জন। আপনার সময় পর্য্যন্ত প্রাচীন কালের নিয়মেই সমস্ত চ'লেছে। এখন অমরেশবাবুর আমলে কি হয় দেখা যাক্!

পরেশ। আরে বাবা—তোমরা ভাব, বুঝি তোমরাই একা অগ্রসর হ'য়েছ? তা নয় রে বাবা! অগ্রসর হওয়া চলেছে অনেকদিন থেকে! ঐ যে ইষ্টিশনের কাছে ব্রাহ্মসমাজের প'ড়ো বাড়ীটে আছে না?—আজকাল আর ভূতের ভয়ে কেউ ওদিকে যায় না, ঐটাই এ গাঁয়ের প্রথম উন্নতির চিহ্ন! তারপর্য্যে হ'ল ইংরিজি ইস্কুল, তারপর রেল,—আমার আমলে কলকাতায় বাড়ী, মটরকার। এইবার আমার

বাবাজী কোন লিমিটেড্ কোম্পানির ডিরেক্টার হ'লেই সম্পত্তির বালাই যেটুকু আছে ওটুকু ঘুচে যাবে!

মহিমারঞ্জন। (ভিতরে ভিতরে দারুণ সন্দেহ) না, অমরেশবাবু তো খুব হিসেবী, আর ভারী বুদ্ধিমান!

পরেশ। তোমায় যে চিঠি লিখেছে—তা প'ড়ে তো মনে হয়না বুদ্ধিমান!

মহিমারঞ্জন। (দারুণ বিরক্তির সহিত শুষ্ককণ্ঠে) আপনি আমার চিঠি পড়েছেন?

পরেশ। এই যে—টেবিলের ওপর খোলা প'ড়ে আছে! প'ড়বার ইচ্ছে ছিল না,—দেখলাম অমরেশের হাতের লেখা—একটু কৌতূহল হ'ল—। দরকারী চিঠি কি এইভাবে রাখে বাবা!

মহিমারঞ্জন। আপনি আমায় ক্ষমা ক'রবেন, আমি আপনাকে না জানিয়ে অমরেশবাবুর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা ধার ক'রেছি।

পরেশ। তাতে আর দোষ কি? তিনি তো আর নাবালক নন! আমার মতামত না নিয়ে তিনি আরো অনেক কাজ ক'রে থাকেন।

মহিমারঞ্জন। অমরেশবাবুর একান্ত ইচ্ছা, আমার কারবারে আপনি বেশ ভাল ক'রে যোগ দেন।

পরেশ। হ্যাঁ, তার চিঠি ওই মর্ম্মেই বটে—।

মহিমারঞ্জন। দেখুন, আপনি যদি কিছু বেশী টাকা বার করেন, তাহ'লে আমি এখানে একটা কাপড়ের কল ক'রতে সাহস পাই।

পরেশ। কেন?—ধান, চাল, পাটে বুঝি আর তেমন সুবিধে হ'চ্ছে না?

মহিমারঞ্জন। অবশ্য, এ বছর অতি দুর্বৎসর—আমি সেজন্যে ব'লছিনে! কাপড়ের কল হ'লে একটা সত্যিকার বড় কারবার হয়—অনেক টাকা খাটে, আমাদেরও পোষায়, দশজন লোকও প্রতিপালন হয়।

পরেশ। শোন মহিম, বহুদিন তোমার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাসাক্ষাৎ নেই বটে, কিন্তু তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি—অনেকের মুখে, প্রশংসা নিন্দে দু'ই। আমি তোমায় বাহাদুরি দিই—তুমি সামান্য অবস্থা থেকে সংসারে উঠেছ, বড় হ'য়েছ, দশজনের একজন হ'য়েছ, তুমি বাঙালী বাহাদুর! তুমি যদি আমার সাহায্য চাও, আমায় কোন কিছু গোপন ক'রতে পারবে না বাপু! তোমার সমস্ত হিসেবপত্তর, খাতা আমি নিজে দেখবো। তুমি যদি আমায় খুশী ক'রতে পার—তুমি কি বলছ, আমি তোমায় পাঁচ লাখ টাকা ফাইনান্স্ ক'রতে রাজী আছি! কিন্তু আমায় তোমার কারবারের ঠিক অবস্থাটা দেখিয়ে দিতে হবে বাবা!

মহিমারঞ্জন। আমার সমস্ত হিসেবনিকেশ একখানা আলাদা খাতায় অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট করা আছে, আপনি চলুন আমার আপিস-ঘরে—আমি পাঁচমিনিটের ভিতর আপনাকে সব বুঝিয়ে দেব।

পরেশ। কটা বেজেছে? ডাক্তারের—এখনো আসবার সময় হয়নি?

মহিমারঞ্জন। ডাক্তার আসবার আগেই আমরা শেষ ক'রবো। আপনি আসুন। (উভয়ে উঠিলেন) কিন্তু আমার দিক থেকে আমার একটি প্রস্তাব আছে!

পরেশ। কি বল?

মহিমারঞ্জন। আমি আপনার কাছে কোন কিছু গোপন রাখছিনে—আমার কারবারের কোথায় কি গলতি, সবই আপনি জানতে পারবেন! আপনি আমায় কথা দিন, কাউকে কিছু ব'লবেন না?

পরেশ। না—ব'লবো না!

(উভয়ে আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন)

[তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর ঘরের আলো একটু ম্লান হইল। সেই ম্লান আলোকের কুহেলিকার ভিতরে প্রবেশ করিল পূর্ণিমা। সে একবার আফিস-ঘরের দিকে, একবার বাড়ীর ভিতরের দিকে চাহিয়া সোৎসুকে বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিতেই সেই দিক হইতে দ্রুতপদে মতিলাল ঘরে প্রবেশ করিল।]

মতিলাল। পূর্ণিমা দেবী!

পূর্ণিমা। (সানন্দে ও সবিস্ময়ে) আপনি—!

মতিলাল। (সসঙ্কোচে) আমি বিকাশবাবুর সাইকেলখানা ফেরত দিতে এসেছি! নীচে কারুর দেখা না পেয়ে ওপরে এলাম।

পূর্ণিমা। আপনি ছাড়া পেয়েছেন?

মতিলাল। ধরা দেবার দরকার হ'লনা। পুলিশের ব্যাপারটা কিছুই নয়, ওটা বিকাশবাবুর কি একটা মতলব ছিল বোধ হয়!

পূর্ণিমা। এ দু'দিন কোথায় ছিলেন?

মতিলাল। তোমাদের এই নদীতে নৌকোয় ক'রে বেড়িয়ে এলাম। বেশ চমৎকার জায়গা!

পূর্ণিমা। বসুন—বাবা এখুনি আসবেন!

মতিলাল। না—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসিনি ;—দেখা না হলেই খুশী হবো।

পূর্ণিমা। তাহ'লে এখানে এলেন কেন ?

মতিলাল। (মুগ্ধের মত ; তোমায় একটি কথা ব'লতে !

পূর্ণিমা। আমায়—আমায় কি ব'লবেন ?

মতিলাল। (প্রায় উচ্চকণ্ঠে)

"দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হ'ল যেন চিনি !"

পূর্ণিমা। আস্তে—আস্তে !

মতিলাল। আমি আবার আস্তে কথা ব'লতে পারিনে—তাহ'লে তুমি বাইরে এস !

পূর্ণিমা। অনেক রাত হ'য়ে গেছে—

মতিলাল। না না, এখনো বেশী রাত হয়নি। The night is wonderful and the moon is fine !

(পূর্ণিমা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)

মতিলাল। এস !

(উচ্চকণ্ঠে) "তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে
হে রসতরঙ্গিণী,—
—চিনিগো তোমায় চিনি !"

ওঃ —তোমাদের বাড়ীতে বুঝি কবিতাপড়া নিষেধ ? মনে ছিলনা—এস !

পূর্ণিমা। আঃ—চলুন—বাইরে চলুন!

[উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে আপিস-ঘরের ভিতব হইতে পরেশ চৌধুরী)

পরেশ। আর কিছু দেখবার দরকার নেই—তোমার খাতাপত্তর গুটিয়ে রাখতে পার।

(উভয়ে হলঘরে আসিলেন)

মহিমারঞ্জন। (ক্রুদ্ধ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া) তা রাখছি। কাল সকালে আপনি আমায় পনের হাজার টাকা দিচ্ছেন ?

পরেশ। (প্রায় তাচ্ছিল্যের সহিত) অমরেশকে বোকা বোঝাতে পেরেছিলে ব'লে তুমি কি মনে ক'রেছিলে আমাকেও বোকা বোঝাবে ?

মহিমারঞ্জন। (হতাশ-তিক্তকণ্ঠে) আমি আপনার কাছে কোন কথা গোপন রাখিনি। নতুন কোন কথা আমি ব'লতে চাইনে। আপনার কাছে আমার সহজ সরল প্রস্তাব—কাল সকালে পনের হাজার টাকা আপনি আমায় দেবেন কিনা ? আমার সমস্ত কারবার আপনি মর্ট্‌গেজ রাখতে পারেন।

পরেশ। প'নের হাজার তো তুচ্ছ কথা, পঞ্চাশ হাজার টাকাতেও তোমার কারবার বাঁচানো যাবে'না বাবা!

মহিমারঞ্জন। (তাঁহার মনে হইল, পরেশবাবু ছলে ও কৌশলে তাঁহার কারবারের গলতি জানিয়া লইলেন) তাহ'লে আপনি টাকা দেবেন না ?

পরেশ। না!

মহিমারঞ্জন। (অতি উত্তেজিতভাবে) কিছুতেই দেবেন না ?

পরেশ। আমিতো পাগল হইনি। পরের টাকা নিয়ে জুয়াখেলা ক'রে তোমার লোভ বড় বেড়ে গেছে; কিন্তু সমস্ত কাজেরই তো হিসেব-নিকেশ একদিন দিতে হয়!

মহিমারঞ্জন। আমি শেষবার আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রছি, আপনি দেবেন কি না?

পরেশ। না!

মহিমারঞ্জন। দেবেন না?

পরেশ। এ ব্যবসায়ে কোন পক্ষেই কোন লাভ নেই—তোমার নিজের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি। এর শেষ হওয়া দরকার!

মহিমারঞ্জন। (আত্মহারা) তাহ'লে শুনুন, একটু কথা এখনো আপনার কাছে গোপন রেখেছি; আমি যদি যাই, আপনিও থাকছেন না—অমরেশবাবু আমার ওয়ান-থার্ড পার্টনার!

পরেশ। জানি—!

মহিমারঞ্জন। (সবিস্ময়ে) আপনি জানেন?

পরেশ। হ্যাঁ—সেইজন্যেই তার মায়ের গহনা কলকাতা থেকে আনিয়ে নিজের কাছে রেখেছি—যাক্, নেমতন্ন ক'রে এনে শুধু ঝগড়াই ক'রবে, না খেতে দেবে? তোমার বাড়ীর অন্দরমহলটা কোন্ দিকে? এ তো সদর-অন্দরের হদিস্ পাওয়া দায়! ও মা—নন্দরাণী!

["নন্দরাণী" বলিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজা খুলিতে দেখিলেন সম্মুখে নন্দরাণী—পশ্চাতে সৌদামিনী দাঁড়াইয়া আছে। পরেশ চৌধুরীর সঙ্গে মহিমারঞ্জনের উক্ত বাদানুবাদ শুনিয়া তাহারা দরজার ধারে আসিয়াছিল।]

পরেশ। (পরেশবাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন ; যাহা কখন দেখিবেন মনে করেন নাই, তিনি তাহাই দেখিয়াছেন) মেয়েটী কে নন্দ ? দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে !

নন্দরাণী। (কি উত্তর দিবেন বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর দিকে চাহিলেন)

মহিমারঞ্জন। (মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল বুঝি কোন অদৃশ্য ভাগ্যদেবতা তাঁহাকে বিড়ম্বনা করিতেছেন—আত্মহারা) আপনি এখানে একটু বসুন, খাওয়ার ব্যবস্থা পাঁচ মিনিটের ভেতর হবে।

পরেশ। খাওয়ার ব্যবস্থার আর দরকার হবে না ; আমি ভেবেছিলাম, শুধু তোমার কারবারেই গণ্ডগোল,—এখন দেখছি, তোমার বাড়ীর ভেতরও কম গণ্ডগোল নয় ! (প্রস্থানোদ্যত)

(নন্দরাণী আসিয়া মাতুলের পা'দুখানি ধরিলেন)

নন্দরাণী। দোহাই মামাবাবু, আপনার পায়ে পড়ি—আমাদের উপর রাগ ক'রে আপনি যদি না খেয়ে চ'লে যান, সে দুঃখ আমার মরে গেলেও যাবে না !

পরেশ। কই—সে হতভাগী কোথায় গেল ? তাকে আসতে বল আমার সামনে—তাকে আস্‌তে বল !

[সৌদামিনী ধীরে ধীরে মাতুলের সামনে আসিয়া প্রণাম করিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া মহিমের দিকে চাহিলেন।]

পরেশ। মহিম, এখন কি বলবার আছে তোমার—কি বলবার আছে ?

সৌদামিনী। (মহিমারঞ্জনের প্রতি) এইবার তুমি বল, সত্যি কথা বল। তোমায় ব'লতে হবে—আমি কারো মুখ চাইব না—আজ আমি সত্যি কথা ব'লবো।

নন্দরাণী। কি—কি—সত্যি কথা? (উগ্র উৎকণ্ঠায় ও আশঙ্কায় হাত-পা কাঁপিতে লাগিল)

মহিমারঞ্জন। (পুনরায় আত্মস্থ—নিজ প্রতিভায় সমুজ্জ্বল) মন দৃঢ় কর, ভেঙে প'ড়লে চ'লবেনা। সৌদামিনী, ভয় পেওনা। আমি কোন কথা গোপন ক'রবো না—পরেশবাবু বসুন! আপনি আমার কারবারের গ'ল্‌তি জেনেছেন—আজ বিশ বছর ধ'রে যে খবরটা জান্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন, সেই কথা আজ আমি নিজেই ব'লছি—বসুন!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহিমারঞ্জনের বাড়ীর খিড়কীর দরজা—অদূরে নদী

[পূর্ণিমা ও মতিলাল ছাদে দাঁড়াইয়াছিল। নদীতে একখানি নৌকায় একটী মাঝি গান গাহিতেছিল। গান ভালোলাগায় মতিলাল মাঝিকে ডাকিল।]

মতিলাল। (নেপথ্যে) ওহে বাপু, এইদিকে এস—আমরা নীচে যাচ্ছি!

(মতিলাল, পূর্ণিমা ও মাঝির প্রবেশ)

মতিলাল। এইবার গাও!

গান

এই ঘাটেতে আমার বঁধু
ধুয়েছিল গা,
আমার নায়ে রেখেছিল—
আলতাপরা পা!
যাবার সময় বলেছিল,
আসবো আবার ফিরে—
আমার দেখা পাবে বন্ধু,
এই মধুমতীর তীরে;
কেন বঁধু এল না!

আজো হেথা কোকিল ডাকে
শীতল নদীর জল,
ঝরা ফুলে ছেয়ে গেছে—
তীরের বনতল!
জোয়ার-জলে মধুমতী—
এখনো টলমল!
আমি তরী নিয়ে ব'সে আছি
আমার বঁধু এল না ॥

[গান শেষ হইলে মতিলাল গায়ককে পয়সা দিবার জন্য পকেট খুঁজিল—পয়সা পাইল না।]

মতিলাল। (মাঝির প্রতি) আচ্ছা, তুমি যাও!

(মাঝি চলিয়া গেল)

মতিলাল। বাঃ—বাঃ, চমৎকার গান! এ গান ছাড়া অন্য গান এখানে মানাতো না!

পূর্ণিমা। গান ভাল, কিন্তু আপনি আমায় ডাকলেন কেন?

মতিলাল। না না—ওরকম আপনি-আজ্ঞে বলা চ'লবে না! এখন থেকে তুমি আমায় 'তুমি' ব'লবে।

পূর্ণিমা। (মৃদু হাসিয়া) আপনাকে 'তুমি' ব'লবো—কেন?

মতিলাল। তোমার কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে!

পূর্ণিমা। কি প্রস্তাব?

মতিলাল। ধর, আমরা দু'জন যদি এই নদীর ঘাট থেকে একখানা নৌকো ভাড়া ক'রে, খুব দূরদেশে চলে যাই—what do you think of the idea ?

পূর্ণিমা। Very bad idea ! আমি আপনার সঙ্গে যাব কেন ?

মতিলাল। কেন ?—আমি যে তোমায় ভালবাসি ! It is pure romance—তুমি বুঝতে পাচ্ছনা !

পূর্ণিমা। না !

মতিলাল। ও—আমি যে তোমায় ভালবাসি, তুমি তা বিশ্বাস ক'চ্ছ না ! আচ্ছা, কি প্রমাণ দিলে তোমার বিশ্বাস হবে ? ধর, এই নদীর জলে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ি ?

পূর্ণিমা। থাক্ থাক্—আর ঝাঁপ দিতে হবে না ! বিশ্বাস হয়, যদি তুমি নিজে আমার বাবার কাছে গিয়ে আমায় বিয়ে করার প্রস্তাব কর !

মতিলাল। (সভয়ে) ও বাবা ! তোমার বাবা আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে না !

পূর্ণিমা। কেন বিয়ে দেবেন না ? নিশ্চয়ই দেবেন !

মতিলাল। হ্যাঁ দেবেন—তুমি জাননা ; তাড়িয়ে দেবে—মেরে তাড়াবে ! আরে দূর্—পাত্তর হিসেবে আমি কি আর একটা ভাল পাত্তর ! I have no income এক পয়সাও আয় নেই—but I love you !

(বাড়ীর ভিতর হইতে বিজয় ও বাহির হইতে প্রফুল্ল ডাক্তার আসিল)

প্রফুল্ল। কে—বিজয় ?

বিজয়। প্রফুল্লবাবু, আমি আপনাকে দেখতে পাইনি !

প্রফুল্ল। কে—মতিলাল ! ও—হ্যাঁ, তা মতিলাল, তুমি কখন্ এলে ?

মতিলাল। (অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়া) আমায় দেখে তুমি যেন ঠিক খুশী হ'তে পারলে না!

প্রফুল্ল। না—আমি বড় চিন্তিত আছি। এখানে একটা অস্থায়ী হাঁসপাতাল করা দরকার। মেলার বাজারে আরো সাতজন লোকের কলেরা হ'য়েছে, সেখানে থাকলে তারা বাঁচবে না।

পূর্ণিমা। আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে আসুন, ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

বিজয়। না—না, পূর্ণিমা, তুমি এখন বাড়ীর ভিতরে যেওনা।

পূর্ণিমা। কেন, কি হ'য়েছে,—বাড়ীর ভিতরে যাব না কেন? মায়ের কি কোন—

বিজয়। কি জানি, কি হ'য়েছে—আমি জানিনে! তোমার মা মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, পরেশবাবু রাগ ক'রেছিলেন—তাঁর চোখেও তু'এক ফোঁটা জল দেখেছি। আর সেই মহিলাটি কেবলই কাঁদছেন। আমি ঘরে যাচ্ছিলাম—তোমার বাবা ইঙ্গিত ক'রে যেতে নিষেধ ক'রলেন।

পূর্ণিমা। সে কি?—তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে বিজয়!

প্রফুল্ল। যাই হোক, আমার যে জরুরী কাজ—সাত জন লোকের জীবন-মরণ নিয়ে প্রশ্ন। আমি আর দেরী ক'রতে পারিনে!

বিজয়। আপনি একটু অপেক্ষা করুন প্রফুল্লবাবু! আমি বরং খোঁজ নিয়ে আস্‌ছি। [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। তারপর মতিলাল, তোমায় ক'লকাতায় নিয়ে গিয়েছিল না?

মতিলাল। (অপমানিত মনে করিয়া) নিয়ে যাবে কে?—আমি কার ধার ধারি?

প্রফুল্ল। (সহজভাবে) আবার পালিয়েছ নাকি ?

মতিলাল। (ক্রুদ্ধভাবে) পালাব! কেন—কিসের ভয়ে পালাব ?

প্রফুল্ল। না-না—তা ব'লছিনে ; তবে, তুমি না একবার— ?

মতিলাল। (আহত শার্দ্দুলের মত) না-না, আমি একবারও না !

প্রফুল্ল। ও—হ্যাঁ, তা'হবে ; আমি শুনছিলাম—

মতিলাল। (ক্রোধে আত্মহারা) তুমি কি ব'লতে চাও আমাকে? আমি অসৎপাত্র, আর তুমি খুব সৎপাত্র ? ডাক্তারী পাশ ক'রে একেবারে মাথা কিনেছ! তোমার নিজস্ব কি আছে ? ইয়োরোপ-আমেরিকা ওষুধের লিষ্ট পাঠাবে, তুমি বিক্রী ক'রে কমিশন নেবে—এই তো তোমার কাজ ?

প্রফুল্ল। আরে—তুমি চ'টে যাচ্ছ কেন! আর সুপাত্র-কুপাত্রের কথাই বা তুলছ কেন ?

মতিলাল। আমি বলছি, সৎপাত্র আমিও না—তুমিও না ; বরং ঐ যে ভাটিয়াল গান গাইছিল, সে তোমার-আমার চেয়ে ঢের বেশী সৎপাত্র !

প্রফুল্ল। (কিছুই বুঝিতে না পারিয়া) আরে—ব'স ব'স, হঠাৎ তোমার মাথায় কি ঢুক্‌লো ? তুমি এ রকম বদরাগী, আগে আমার জানা ছিল না !

মতিলাল। স্পষ্ট কথা ব'ল্লেই বদরাগী হয় !

প্রফুল্ল। একটু স্থির হ'য়ে ব'স দেখি! বল, তোমার কথাটা কি ? প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি ? তুমি কি ব'লতে চাও ?

মতিলাল। কিছু ব'লতে চাইনে। আমি আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাব। তোমাদের গাঁয়ে থাকতে চাইনা ভাই! তোমরা এখানে সুখেসচ্ছন্দে বাস ক'র।

প্রফুল্ল। বলি, তোমার হ'ল কি ? পূর্ণিমা দেবী, আপনি আপনার বন্ধুকে শান্ত করুন !

পূর্ণিমা (মধুর হাস্যে) উনি আমার বন্ধু, না আপনার বন্ধু ?

প্রফুল্ল। আপাততঃ আমার বন্ধুত্ব উনি স্বীকার ক'চ্ছেন না।

(বিজয় আসিল)

প্রফুল্ল। বিজয়বাবু—কি হ'ল ?

বিজয়। আপনি আসুন! মতিবাবু, আপনিও আসুন—আপনার তো এখনো খাওয়াদাওয়া হয়নি ?

মতিলাল। ধন্যবাদ—! আবশ্যক হবে না ; আমি আজ রাত্রের গাড়িতে চলে যাব, আপনাদের গাঁয়ে থাকতে চাইনে।

বিজয়। আসুন প্রফুল্লবাবু !

(প্রফুল্ল ও বিজয় চলিয়া গেল)

পূর্ণিমা। আচ্ছা, তুমি হঠাৎ প্রফুল্লবাবুর উপর ওরকম রাগ ক'রে উঠলে কেন ?

মতিলাল। না—না, ও কিরকম superior attitude নিলে আমায় দেখে, লক্ষ্য ক'রনি ? 'ও-হ্যাঁ-তাইতো'—যেন আমি একটা ভ্যাগাবাণ্ড্, আর উনি মস্তবড় কৃতী !

পূর্ণিমা। (রহস্যপ্রিয় উকীলের মত জেরা করিয়া) তা, তুমি কুপাত্র-সুপাত্রের কথা তুললে কেন ?

মতিলাল। (ধরা পড়িয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে) কি জানি—হঠাৎ কেমন মনে হ'ল, ও তোমায় বিয়ে ক'রতে চায় !

পূর্ণিমা। (আত্মভাব গোপন রাখিয়া) এ রকম মনে ক'রবার হেতু ?

মতিলাল। (অত্যন্ত সরলভাবে) সেদিন ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ তোমার কথা আলোচনা হ'য়েছিল। আমি প্রফুল্লকে ব'লেছিলাম, এই মেয়েটীকে পেলে আমি জীবনে সুখী হব।

পূর্ণিমা। ও—; উনি কি উত্তর দিলেন ?

মতিলাল। উনি প্রকারান্তরে আমায় জানিয়ে দিলেন—মহিমবাবু বড়লোক, আমার মত বেকারসমস্যার পাত্রকে উনি কি মেয়ে দেবেন ?

পূর্ণিমা। তাহ'লে তোমার রাগ হওয়ার কথা বটে !

মতিলাল। দেখ পূর্ণিমা, আমার মাথায় এবার একটি বেশ চমৎকার আইডিয়া এসেছে ! What do you think of it ?

পূর্ণিমা। কি—?

মতিলাল। ধর, আমরা দু'জনে যদি একটা ইস্কুল করি—তুমি বাঙ্‌লা পড়াবে—আমি ইংরিজি পড়াব ? দশটী মেয়ে, দশটী ছেলে—mixed class—কেমন আইডিয়া !

পূর্ণিমা। Not bad—তবে ছাত্ররা মাইনে দেবে না !

মতিলাল। মাইনে দেবে না ?—There is the rub ! মাইনে দিলে বড় ভাল হ'ত।

পূর্ণিমা। এখন চল, বাড়ীর ভেতর চল—মায়ের অসুখ !

মতিলাল। না—তোমাদের বাড়ীতে যেতে আমার ইচ্ছে নেই। আবার, তোমায় ছেড়ে গেলে আর হয় তো তোমায় পাব না। আচ্ছা—চল !

[উভয়ের প্রস্থান।

(পরেশ চৌধুরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সৌদামিনী প্রবেশ করিলেন)

সৌদামিনী। আপনি চ'লে যাচ্ছেন মামাবাবু!

পরেশ। হ্যাঁ!

সৌদামিনী। আমায় কিছু ব'লবেন?

পরেশ। না—আমার কাছে তুমি অনেক আগেই মারা গেছ!

সৌদামিনী। যে পাপ আমি ক'রেছিলাম, সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রছি!

পরেশ। আমি বিশ্বাস করি!

সৌদামিনী। তবু কি, আজ আমি আপনার ক্ষমা পাবনা?

পরেশ। শোন সৌদামিনী—সেকালে যখন আমার মেয়ে বেঁচে ছিল, তুমি আমার কাছে মেয়ের বেশী ছিলে! তোমার উপর আমার রাগ নেই, মরা মানুষের উপর জ্যান্ত মানুষের রাগ থাকে না। (কঠোর বিচারকের মত) তুমি হয়তো মনে ক'চ্ছ, হিন্দুসমাজ খুব কঠোর, তোমার উপর অন্যায় আচরণ করেছে!

সৌদামিনী। না—আমি তা মনে করিনে!

পরেশ। মনে করনা, ভাল—আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি! শোন, আমার মনের সঙ্কল্প—কোন তীর্থে গিয়ে ম'রব। গুরুর কৃপায় ম'রবার আগে যদি কোন তীর্থবাস আমার ভাগ্যে থাকে, সেই সময় আমি তোমায় খবর দেব—তুমি এস! যাও মা—এখন তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও।

[সৌদামিনীর প্রস্থান।

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

পরেশ। আমি তোমার জন্যে দুঃখিত মহিম!

মহিমারঞ্জন। সত্যি দুঃখিত—না মৌখিক ভদ্রতা ক'রছেন?

পরেশ। তোমার সঙ্গে মৌখিক ভদ্রতা ক'রবার আমার পক্ষে কোন আবশ্যক ছিল না!

মহিমারঞ্জন। আপনি আমায় এত তুচ্ছ মনে করেন?

পরেশ। তুমি কি ক'রেছ—জান? তার কি প্রায়শ্চিত্ত, তোমার ধারণা নেই!

মহিমারঞ্জন। বলুন!

পরেশ। তুমি আমার ভগ্নীপতির বংশে কলঙ্ক দিয়েছ। আমার ভগ্নিপতির বংশ নিষ্কলঙ্ক। সেই নিষ্কলঙ্ক কুলে তুমি কালি দিয়েছ! তোমার স্ত্রীর আর তোমার মেয়েদের মুখ চেয়ে আজ তোমায় ক্ষমা ক'রতে হ'চ্ছে! নইলে, এ অপরাধে পরেশ চৌধুরী আজ পর্য্যন্ত কাউকে ক্ষমা ক'রেনি।

মহিমারঞ্জন। অনুগ্রহ করে ক্ষমা ক'রবেন না, শাস্তি দিন!

পরেশ। শাস্তি দেব! তিরিশ বছর আগেকার পরেশ চৌধুরীকে তুমি ঠিক জানতে না—তোমার বাবা জানতো। তিরিশ বছর আগে এ ঘটনা ঘ'টলে মহিম মুখুয্যের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে বার করে দেওয়া হ'তো!

মহিমারঞ্জন। আপনিও তিরিশ বছর আগেকার পরেশ চৌধুরী নন—আমিও আপনার কর্ম্মচারীর ছেলে মহিম মুখুয্যে নই—আজ এই গাঁয়ে আমাতে আর আপনাতে তফাৎ খুব বেশী নয়! তবে

আর ক্ষমা ক'রবার কথা তুলছেন কেন ? আপনার সামর্থ্য নেই বলুন ?

পরেশ। সামর্থ্য আছে কি-না দেখিয়ে দিতে পারতুম, যদি তোমার স্ত্রী আমার ভাগ্নী না হত !

মহিমারঞ্জন। যাক—আপনি মহৎ, আপনি দয়ালু, আপনি আত্মীয়বৎসল ! আমি স্বীকার ক'চ্ছি, আপনি আমায় ক্ষমা ক'রেছেন ! এখন আমার প্রস্তাব, কিছু টাকা চাই—পারেন দিতে ?

পরেশ। না !

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা, তাহ'লে আপনি আসুন—নমস্কার !

পরেশ। দেখছি, তুমি শুধু টাকাই চিনেছ ! আত্মীয়তা, সামাজিকতা—এসবের মূল্য তোমার কাছে কিছুই নেই !

মহিমারঞ্জন। ঠিক এ সময়টীতে নেই, ভবিষ্যতে হয়তো থাকতে পারে।

পরেশ। শুনে সুখী হলাম !

মহিমারঞ্জন। একটা স্পষ্ট কথা ব'লব ?

পরেশ। স্পষ্ট কথাই তো বলছো আজ—তোমার আগেকার কথাগুলিও বেশ স্পষ্ট ! বল।

মহিমারঞ্জন। দেখুন, পৈতৃক সম্পত্তির মুনফা বার্ষিক দু'লাখ টাকা থাকলে পরকে সামাজিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া খুব সহজ !

পরেশ। না—সহজ নয়; তবে তোমায় সেকথা বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা—তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এ কথা জেন, আমার সময়ের অনেক জমিদারের জমিদারী ঋণগ্রস্ত হয়েছে—কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডে গেছে। আমার যায়নি, কেন যায়নি—জান ? প্রজার স্বার্থ আর সুবিধা বাঁচিয়ে চ'লেছি ব'লে আমি আজও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

মহিমারঞ্জন। এ গ্রামের সর্ব্বসাধারণের জন্য আমিও কম টাকা দিইনি—সেকথা সবাই জানে!

পরেশ। পরের টাকা আর নিজের টাকার ভিতর তুমিতো কোন পার্থক্য রাখতে পারনি—সে নীতিজ্ঞান তোমার নেই! যে নীতিজ্ঞানের অভাবে সৌদামিনীকে একা ফেলে আসতে তোমার আটকায়নি, সেই নীতিজ্ঞানের অভাবে "ক্রেডিট্ সোসাইটির" টাকা খরচ ক'রতেও তোমার বাধেনি!

মহিমারঞ্জন। জীবন সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই ব'লেই আজ আপনি আমায় একথা ব'লছেন। আমার মত অবস্থায় আপনি কখনও পড়েন নি; আপনাকে আমি বোঝাতে পারব' না—আপনিও তা বুঝতে পারবেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চেয়ে বড় মন নিয়ে তো আপনি জন্মান নি, কোন গতিকে জমিদারী রক্ষা করা ছাড়া জীবনে বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করার সঙ্কল্পও আপনার কোনদিনই হয়নি! দেখুন, আমি চেষ্টা করেছি—অন্ততঃ একথা আপনিও স্বীকার ক'রবেন, পঞ্চাশ বছরে গ্রামের আপনি কিছুই ক'রতে পারেন নি, আমি দশ বছরে নতুন গ্রামের প্রতিষ্ঠা ক'রে কিভাবে মানুষের থাকা উচিত, তা দেখিয়ে দিয়েছি!

পরেশ। (বিশেষ বিবেচনা করিয়া) এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে—

মহিমারঞ্জন। যাক—আপনি খুব খুশী হ'য়েছেন তো?

পরেশ। না—খুশী হইনি, বরং ভয় পেয়েছি! সেইজন্যেই তোমার এ উন্নতিকে উন্নতি মনে ক'রতে ভরসা হয়না। যাক্—এ তোমার নিজের কথা। তোমার কথায় কথা বলার অধিকার আমার নেই। আচ্ছা, আমি চ'ল্লাম। হ্যাঁ—শোন, সাধারণের গচ্ছিত টাকা ভেঙে তুমি

কারবার চালাচ্ছ, একথা আমি প্রচার না ক'রলেও লোকের জানতে দেরী হবেনা। সাবধান হ'য়ে কাজ ক'রো।

মহিমারঞ্জন। আমিতো উপদেশ চাইনি!

পরেশ। উপদেশ চাওনা? তাহ'লে শোন—আমি তোমায় আদেশ ক'চ্ছি, কাল বেলা এক প্রহরের পর এ গাঁয়ে কেউ যেন সৌদামিনীকে তোমার বাড়ীতে দেখতে না পায়।

মহিমারঞ্জন। দেখ্তে পেলে কি হবে?

পরেশ। মহিম মুখুয্যের পক্ষে খুব ভাল হবে না। পরেশ চৌধুরী আজো মরেনি। [পরেশ চৌধুরীর প্রস্থান।

(বিকাশ আসিল)

মহিমারঞ্জন। কে—বিজয়?

বিকাশ। আজ্ঞে আমি! বিকাশ!

মহিমারঞ্জন। এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?

বিকাশ। আজ্ঞে, মেলার বাজারে যাত্রা শুন্‌ছিলাম!

মহিমারঞ্জন। যাত্রা শুনছিলে?

বিকাশ। বেশ যাত্রা—"গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ"। অনেক ভাল ভাল কথা আছে—বেশ সদুপদেশ পাওয়া যায়!

মহিমারঞ্জন। যাও—বাড়ীর ভেতর যাও!

বিকাশ। আজ্ঞে—তাই যাচ্ছি! কাল আপনি যাবেন একবার? কাল "সমুদ্রমন্থন"!

[মহিমারঞ্জন বিকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল—লোকটী হয় পাগল, না হয় মাতাল, না হয় অতি বুদ্ধিমান!]

[প্রস্থান

(সৌদামিনীর পুনঃপ্রবেশ)

সৌদামিনী। মামা চ'লে গেছেন ?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ—এস ! নন্দ কেমন আছে এখন ?

সৌদামিনী। ঘুমুচ্ছে—তারপর আর জাগেনি !

মহিমারঞ্জন। আমি বড় হতভাগ্য সৌদামিনী !

সৌদামিনী। আমাদের ভাগ্য আমরা নিজেরাই তৈরী করি।

মহিমারঞ্জন। একদিন তোমার সম্বন্ধে আমি অপরাধ করেছিলাম, সারাজীবন ধ'রে তার প্রায়শ্চিত্ত ক'চ্ছি; তুমি আজ তিনদিন নিজের চোখে দেখছ—আমি কি সুখশান্তিতে সংসার ক'চ্ছি !

সৌদামিনী। সে দোষ কার ? যাকে নিয়ে সংসার বাঁধলে—তাকে একদিনও ভালবাসলে না !

মহিমারঞ্জন। মিথ্যা কথা ব'লব না—সেদিন মোহ ছিল ! কিন্তু যে স্ত্রী আমি চেয়েছিলাম, সে স্ত্রী নন্দ নয় !

সৌদামিনী। মনে আছে, একদিন তুমি আমায় প্রলোভন দেখিয়েছিলে—ব'লেছিলে, তোমার সঙ্গিনী হবার যোগ্যতা আমার ছিল।

মহিমারঞ্জন। প্রলোভন দেখাইনি সৌদামিনী, সত্যি কথা ব'লেছিলাম।

সৌদামিনী। আমার সব কথা মনে আছে, দিন দিন আমি তোমার কাছে ভার হ'য়ে উঠলাম, তুমি আমায় ছেড়ে দিয়ে দেশে এসে নন্দকে বিয়ে ক'রে বাবার সম্পত্তি, নগদ টাকা—সব পেলে ; তাই থেকেই তোমার উন্নতির সূত্রপাত।

মহিমারঞ্জন। পুরোনো কথা আলোচনা ক'রে কোন লাভ নেই,—আমার নীচতা আমি জানি। এখন তুমি কি ক'রবে ?

সৌদামিনী। আমি তোমার বাড়ীতে কেন এসেছি—তুমি জান!

মহিমারঞ্জন। তোমার ছেলে কোথায় এবং কিভাবে আছে, তাই জানতে চাও—না ছেলের কাছে নিজের পরিচয় দিতে চাও?

সৌদামিনী। ছেলের কাছে নিজের পরিচয় দিতে চাই। আমি ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে সংসার ক'রবো—নিজে সংসার ক'রতে পাইনি, সংসার করার সাধ আমার মেটেনি!

মহিমারঞ্জন। ছেলের কাছে নিজের পরিচয় দেবে? ভাল ক'রে ভেবে দেখ!

সৌদামিনী। আমি বহুদিন একথা ভেবে দেখেছি। তুমি আমায় যে চিঠি দিয়েছিলে, তাতেও তুমি আমায় এই উপদেশই দিয়েছিলে; আমার মন মানেনি—তাই ছুটে এসেছি।

মহিমারঞ্জন। তোমার ছেলের দিক্ দিয়ে কথাটা একবার ভাবা উচিত। সে জানে, তার মা-বাপ নেই; হয়তো এখন সুখেই আছে। বাপ-মার পরিচয় পেলে তার স্বপ্ন ভেঙে যেতে পারে!

সৌদামিনী। স্বপ্ন? মিথ্যা স্বপ্ন দেখার চেয়ে জীবনে কঠোর সত্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়া ভাল। আমিও একদিন স্বপ্ন দেখতাম; তারপর স্বপ্ন ভাঙ্‌ল—সত্য এল; বুঝলাম—এই মানুষ, এই জীবন, এই সমাজ! তুমিও সত্য গোপন ক'রেছিলে। দেখলে—সত্য গোপন থাকে না; আজ এই গ্রামে পঞ্চানন বাঁড়ুয্যের মেয়ে, কিম্বা পরেশ চৌধুরীর ভাগ্নী ব'লে পরিচয় দিলে, লোকে আমায় বিদ্রূপ ক'রবে, আমি জানি; কিন্তু আমি নারী—নারীধর্ম্ম পালন করেছি; যাকে ভালবেসেছি, তার জন্যে দুঃখ পেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি,—আমার জীবন সার্থক হ'য়েছে!

মহিমারঞ্জন। আমার ক্ষোভ হ'চ্ছে সৌদামিনী—সেদিন তোমায় যদি ভুল না বুঝতাম্! তুমি আমার পাশে থাকলে আমি আপনিই দাঁড়াতে পারতাম্।

সৌদামিনী। যা হবার নয়—তা হয়নি। আমি ভুল পথে গিয়েছিলাম, শাস্তি পেয়েছি—ভালই হয়েছে!

মহিমারঞ্জন। এখন তুমি শান্তি পেয়েছ?

সৌদামিনী। পেয়েছি; ভগবানের দয়ায় আমার মনে কোন গ্লানি নেই!

মহিমারঞ্জন। আমি যদি আমার জীবন থেকে কুড়িটে বছর মুছে ফেলতে পারতেম, হয়তো শান্তি পেতেম! এস—বাড়ীর ভেতর যাই।

সৌদামিনী। তুমি এখনও আমার কথার উত্তর দাওনি?

মহিমারঞ্জন। সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তুমি যা চাও—পাবে; তবে, কি হবে, আমি এখনও জানিনে! (দুইএক পদ অগ্রসর হইলেন) তোমার ছেলেটী কি রকম জান?—একটি ফুটন্ত ফুলের মত! এখনো সংসারের তাপ গায়ে লাগেনি—আমার ভয় হ'চ্ছে!

সৌদামিনী। সে যখন আমার ছেলে, আমার কোন ভয় নেই!

মহিমারঞ্জন। বেশ—চল!

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহিমারঞ্জনের বহির্বাটী

(মহিমারঞ্জন ও বিজয় ; দু'জনের মন ভারী—বহুক্ষণ দু'জনেই নীরব)

বিজয়। আমায় এখন কিছু ব'লবেন!

মহিমারঞ্জন। ব'লবো। হ্যাঁ—দেখ, আজ থেকে মেলা উপলক্ষ্যে আমাদের সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট তিন দিন বন্ধ রইল—এ তিন দিন ছুটী।

বিজয়। ব্যাঙ্কিং ডিপার্টমেণ্টেও লেনদেন সব বন্ধ থাকবে?

মহিমারঞ্জন। নিশ্চয়ই!

বিজয়। (মৃদু প্রতিবাদ) কিন্তু, তাতে লোকের সন্দেহ হ'তে পারে!

মহিমারঞ্জন। 'স্থানীয় উৎসব উপলক্ষ্যে বন্ধ'—বেলা দশটার আগে নোটীশ-বোর্ডে নোটীশ টাঙিয়ে দেবে।

বিজয়। আচ্ছা! (বিজয় আশা করিতেছিল, মহিমারঞ্জন তাহাকে আরো কিছু বলিবেন)

মহিমারঞ্জন। শোন—তোমার কি মনে হয়, মতিলাল পূর্ণিমাকে ভালবাসে?

বিজয়। এ কথার উত্তর আমি কি দেব? শুনলাম, তিনি তো আপনার সামনেই ব'লেছেন পূর্ণিমাকে ভালবাসেন।

মহিমারঞ্জন। ও তো একরকম ভবঘুরে! আচ্ছা—পূর্ণিমাকে তোমার কেমন মনে হয়? সে কি মতিলালকে ভালবাসে!

বিজয়। এসব কথা আপনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন কেন?

মহিমারঞ্জন। তুমি যুবক, আজকালকার ছেলেমেয়েদের মনের ভাব বুঝতে পার।

বিজয়। আমি গরীব, এসব কথার আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা; আপনি দয়া করে আমায় প্রতিপালন ক'চ্ছেন এই যথেষ্ট।

(কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল)

মহিমারঞ্জন। একি কথা ব'লছো বিজয়! আমি কি তোমায় অযত্ন ক'রেছি? তুমি বাড়ীর ছেলের মতই এখানে আছ। একি—তুমি··· আমি কি তোমায় কোন কঠিন কথা ব'লেছি—?

বিজয়। (আত্মহারা) আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি আমায় অনাথ-আশ্রম থেকে দেয়া ক'রে এনে নিজের পরিবারের ভিতর স্থান দিয়েছেন—সেইই আমার ওপর যথেষ্ট দয়া!

মহিমারঞ্জন। শোন বিজয়! অনাথ-আশ্রম থেকে এলেই মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায় না। আমি একদিন তোমার চেয়েও গরীব ছিলাম। (যে কথা বলিতে চাহেন সেই কথা বলিবার চেষ্টা) তোমায় আমার একটি প্রশ্ন—এ বাড়ীতে এসে বাপ-মার স্নেহ তুমি পাওনি? তোমার বাপ-মা বেঁচে থাকলে তোমায় এর চেয়ে কি বেশী যত্ন ক'রতো?

বিজয়। (পুনরায় সংযত হইয়া) কি কাজ আছে, আমায় বলুন?

মহিমারঞ্জন। আপিসে নোটীশটে দিয়ে দাও। আজকের দিনের ভেতর সব কাজ আমায় শেষ ক'রতে হবে। তারপর, তুমি আজ একবার কলকাতা যাবার জন্যে প্রস্তুত থেকো। যে মহিলাটী আজ তিন দিন আমাদের এখানে এসেছেন, ওঁকে কলকাতায় রেখে আসতে হবে।

বিজয়। আচ্ছা! (প্রস্থানোদ্যত)

মহিমারঞ্জন। বিজয় শোন—এদিকে এস! (বিজয় আসিল) আচ্ছা—মনে কর, যদি তোমার সত্যিকারের মা বেঁচে থাকেন, তুমি তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা কর?

বিজয়। আমার সত্যিকারের মা? এ কি ব'লছেন আপনি! আমার মা—? তাহ'লে আমি ছেলেবেলায় অনাথ-আশ্রমে যাব কেন? অসম্ভব কথা!

মহিমারঞ্জন। না—অসম্ভব নয়!

বিজয়। তাহ'লে কি আপনি বলতে চান, ঐ মহিলাটী—যিনি এসেছেন···?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ—উনিই তোমার মা!

বিজয়। উনি আমার মা!

মহিমারঞ্জন। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে এস। তোমারই জন্যে তিনি এখানে এসেছেন; তিনি তোমায় যা ব'লবেন, তাই তোমায় ক'রতে হবে। এস—তোমার মার সঙ্গে দেখা করবে এস!

[উভয়ে বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

(বিকাশ ও জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

জ্যোৎস্না। কি যে এ বাড়ীর দশা হয়েছে! এখানে কানে কানে কথা—ওখানে কানে কানে কথা! সবাই মন্ত্রণা ক'চ্ছে—কেমন ক'রে আমাদের ফাঁকি দেবে। আমিই এখন হ'য়েছি সবচেয়ে বাবার চক্ষুশূল! তুমি তো দিনরাত কেবল আমোদ করে বেড়াবে।

বিকাশ। এই মেলার কটা দিন একটু আমোদ-আহ্লাদ ক'রে নিই; তারপর তুমি দেখে নিও, আমি প্রচণ্ড গম্ভীর হব! এখনো কিছু—

জ্যোৎস্না। (দূরে মতিলালকে আসিতে দেখিয়া) ঐ আর একজন আসছেন। বাড়ীর ভিতরে থাকবার উপায় নেই, বাইরে থাকবার উপায় নেই। সত্যি বলছি—তুমি কলকাতায় একটা চাকরি-বাকরীর চেষ্টা কর; আমার এখানে আর একদণ্ড থাকতে ইচ্ছা নেই। যা দু'চোখে দেখতে পারিনে—তাই! চল—ঐদিকে যাই!

(দূর হইতে মতিলাল)

মতিলাল। বিকাশবাবু, যাবেন না—আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে।

জ্যোৎস্না। তাহলে তুমি থাক। (জ্যোৎস্নার প্রস্থান)

(মতিলাল নিকটে আসিল)

মতিলাল। উনি কি রাগ করে চ'লে গেলেন নাকি?

বিকাশ। হ্যাঁ—রাগ ক'রলেন বৈকি?

মতিলাল। আপনার সেই সাইকেলখানা—

বিকাশ। হারিয়েছে?

মতিলাল। আজ্ঞে না, হারায়নি—রামলালের জিম্মায় দিয়ে দিয়েছি; তবে তার একখানা চাকা পাংচার হয়ে গেছে!

বিকাশ। সে তো যাবেই—তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম; একখানা গেছে—না দু'খানাই গেছে? টাকাদশেকের ফের! শ্বশুরমশাইয়ের যা ডামাডোল চ'লছে—টাকা চাইলেই কামড়াতে আসবে। গিন্নীর কাছে হাত পাততে হবে দেখ্‌ছি।

মতিলাল। Very sorry বিকাশবাবু, আমার হাতে যদি—

বিকাশ। সে আমি জানি—আপনার হাতে থাকলে আপনি নিশ্চয়ই,—কিন্তু আপনার হাতে তো নেই; আর খুব শীগ্‌গির হাতে আসবার সম্ভাবনাও নেই।

মতিলাল। না—সে কথা যাক!

বিকাশ। যাক—

মতিলাল। (প্রায় বিকাশের শরণাপন্ন) দেখুন বিকাশবাবু, কাল রাতে আমি একটি ভীষণ রকমের বোকামি ক'রে ফেলেছি।

বিকাশ। কিছু ভাববেন না, আমি প্রায়ই বোকামি করি—অন্ততঃ আমার স্ত্রীর মতে! অথচ একরকম বেশ কাটিয়ে যাচ্ছি তো!

মতিলাল। আচ্ছা—আমাদের প্রফুল্ল কোথায় গেল জানেন? প্রফুল্ল ডাক্তার?

বিকাশ। হুঁ, তাঁর কাছে পরামর্শ নিন—বুদ্ধিমান ব'লে খ্যাতি আছে; ঐ যে স্কুল বাড়ীতে নতুন হাঁসপাতাল হ'য়েছে, বোধ করি সেখানেই আছেন।

মতিলাল। আচ্ছা—আমি আসি!

বিকাশ। এই খবরটুকু নেবার জন্যে আপনি আমার প্রিয়তমার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত ক'রলেন! আপনি তো মশাই মহা পাষণ্ড!

মতিলাল। (হাসিয়া ফেলিল) বেশ আছেন বিকাশবাবু—আপনিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মানুষ!

বিকাশ। পরবর্ত্তী সুখী মানুষটী আপনিই হ'ন না?—ব্যবস্থা তো সব ঠিক আছে! বলুন না, আমিই না হয় manage করি? পালাবেন না—আমি আসছি! [বিকাশের প্রস্থান।

(মতিলাল দাঁড়াইয়াছিল, মহিমবাবুকে আসিতে দেখিয়া অন্যদিকে গেল)

(বাড়ীর ভিতর হইতে মহিমারঞ্জন, সৌদামিনী ও বিজয় আসিল, সকলেই গম্ভীর)

মহিমারঞ্জন। এখন তুমি কোথায় যাবে ?

সৌদামিনী। হরিদ্বারে স্বামীজির আশ্রমে। তিনি আমায় মেয়ের মত যত্ন করেন।

মহিমারঞ্জন। বিজয়ও কি সেইখানেই থাকবে ?

সৌদামিনী। বিজয়ের ইচ্ছে—আমি ওকে বেঁধে রাখবো না! তোমায় তো ব'লেছি—সংসার করার সাধ আমার মেটেনি! তাই, ব্রহ্মচারী বাবা ব'ল্লেন—'কামনার জড় রেখ'না মা, ছেলেকে নিয়ে এস'।

মহিমারঞ্জন। বিজয়, তুমি কোথায় থাকবে ?—তোমার মায়ের কাছে ?

বিজয়। মা যা ব'লবেন, তাই হবে। উনি যাতে সুখী হন, আমি তাই ক'রব।

মহিমারঞ্জন। (জনান্তিকে) বিজয়, আজ আমার দুর্দ্দিন—তোমায় ছেড়ে থাকাও আমার পক্ষেও কষ্টকর! তুমি এইটে রেখে দাও, (একটী ফাউণ্টেন পেন দিলেন) এটা কাছে থাকলে মাঝে মাঝে আমার কথা তোমার মনে হবে!

বিজয়। (প্রণাম করিল) আমি আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো।

মহিমারঞ্জন। না, মাঝে মাঝে চিঠি লিখো।

(পূর্ণিমার প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। নন্দর সঙ্গে দেখা ক'রলে না ?

সৌদামিনী। আমি দেখা ক'রতে গিয়েছিলাম, সে আমার সঙ্গে কথা ব'লতে পারলো না। 'মা পূর্ণিমা, তুমি তোমার মাকে দেখো। 'আমার এই মেয়েটী বড় ভাল—একে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে!

পূর্ণিমা। কবে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে মাসিমা? (প্রণাম করিল)

সৌদামিনী। কি ক'রে ব'ল্‌বো মা—তোমাদের সঙ্গে যে আদৌ দেখা হবে, এও তো কখনো ভাবিনি!

পূর্ণিমা। (বিজয়ের প্রতি). তুমি তো আবার ফিরে আসছ দাদা?

বিজয়। (মাথা নাড়িয়া জানাইল, হয়তো আসিবে) মাকে তুমি দেখো পূর্ণিমা—আমার অভাব ওঁর লাগবে!

[বিজয় সৌদামিনী ও পূর্ণিমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সৌদামিনী পুনরায় ফিরিলেন।]

সৌদামিনী। শোন!

মহিমারঞ্জন। তুমি ফিরে এলে?

সৌদামিনী। এখনো যাইনি!

মহিমারঞ্জন। চল—তোমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

সৌদামিনী। একটি কথা ব'লব।

মহিমারঞ্জন। বল—!

সৌদামিনী। আমার কৌতূহল হয়, আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—শুধু টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেবনিকেশ নিয়ে তুমি কি ক'রে বেঁচে আছ! তোমায় আমার মনে আছে—তুমি এরকম ছিলেনা।

মহিমারঞ্জন। আমি যে কি ছিলাম, আজ আর মনে নেই—আমি বোধহয় হারিয়ে গেছি! (অন্তরের নিঃসঙ্গ মানুষটা কথা কহিল) আর, মানুষের কাছে হিসেবের কথাই তো শুধু বলা যায়—যার হিসেব নেই, তার ভাষাও নেই!

সৌদামিনী। তুমি বোধ হয় নন্দর চেয়েও দুঃখী!

মহিমারঞ্জন। আমি সুখীও নই, দুঃখীও নই। আমি তো তোমায় ব'ল্লাম—আমি হারিয়ে গেছি!

সৌদামিনী। তোমার বন্ধু কেউ নেই?

মহিমারঞ্জন। ছিল—তাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ; এস!

[প্রস্থান।

(মতিলাল ও ডাক্তারের প্রবেশ)

মতিলাল। এই যে—এঁরা বুঝি ক'ল্‌কাতায় চ'ল্‌লেন! তাহ'লে তো সাড়ে দশটার গাড়ীর আর বেশী দেরী নেই!

প্রফুল্ল। (সহাস্যে) নাঃ—তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না দেখ্‌ছি! কাল রাতে তো আমায় শুধুশুধু গালাগালি দিলে। এইমাত্র ব'ল্লে—আজ আমার অতিথি হবে, রাতে মেলায় যাত্রা শুনবে, কীর্ত্তন শুনবে!

মতিলাল। না—এঁদের সঙ্গে গেলে বেশ গল্পগুজবে সময়টা কেটে যেত!

প্রফুল্ল। তুমি যা ভাবছিলে তা নয়,—পূর্ণিমা দেবী যাচ্ছেন না! ওই দেখ, মহিমবাবু আর পূর্ণিমা দেবী ফিরে আসছেন।

মতিলাল। তাহ'লে বেশ ভালই হয়েছে। কথাটা এইখানেই শেষ করা যাক।

প্রফুল্ল। কি কথা হে—?

মতিলাল। আছে আছে—আমি তোমায় আশ্চর্য্য ক'রে দেব'

(পূর্ণিমা ও মহিমারঞ্জন আসিলেন)

মতিলাল। এই যে মহিমবাবু, আসুন—সুপ্রভাত! কাল থেকে আপনার অতিথি হয়েছি আবার—অথচ আপনার সঙ্গেই দেখা নেই! এই যে—পূর্ণিমা দেবী নমস্কার!

[মহিমারঞ্জনকে নমস্কার করিল এবং পূর্ণিমাকে ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু হাসিয়া সম্ভাষণ জানাইল।]

মহিমারঞ্জন। আমার সঙ্গে কি আপনার কোন কথা আছে? যদি থাকে বলুন, আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকবো না।

মতিলাল। হ্যাঁ—কথা একটু ছিল। প্রফুল্লর সামনে কথা ব'লতে আমার কোন আপত্তি নেই—প্রফুল্ল আমার বাল্যবন্ধু; বিশেষ—

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ—আমি শুনেছি।

মতিলাল। কথাটা এমন কিছু নয়, তবে—মানে...(কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া—) আমি আজ কল্‌কাতায় যাব!

মহিমারঞ্জন। আমি শুনেছিলাম, আপনি কিছুদিন এখানে থাকবেন।

মতিলাল। হ্যাঁ—থাকবার ইচ্ছা ছিল বটে! এখানকার স্থানীয় চাষী, কুলীমজুরদের অবস্থা—অর্থাৎ তাদের আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক জীবনে ভবিষ্যতে কোন্ দিকে কতটা সম্ভাবনা আছে—তারই সম্যক আলোচনা...হ্যাঁ; কিছুদিন এখানে আমার থাকা দরকার বটে!

প্রফুল্ল। বেশতো, থাকনা—কে বারণ ক'চ্ছে?

মতিলাল। শুধু তাই নয়, আর একটা বিষয়ের—

মহিমারঞ্জন। বেশ—আপনি যখন এখানে রইলেন, তখন আর ভাবনা কি ? আজ সন্ধ্যার পর, কি কাল সকালে আপনার সঙ্গে আলোচনা হবে। এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি। এস পূর্ণিমা ! (প্রস্থানোদ্যত)

মতিলাল। না মহিমবাবু, আমাকে আজই যেতে হবে। আর আপনার সঙ্গে কথা শেষ না ক'রে যাবার উপায় নেই।

মহিমারঞ্জন। (মৃদু ভ্রূকুটি ও বিরক্তির সহিত) কি কথা ?

মতিলাল। (সসঙ্কোচে) কাল রাতে আমি একটি অবিবেচনার কাজ ক'রেছি—আমি পূর্ণিমা দেবীকে বিবাহ ক'র্ব্ব ব'লে কথা দিয়েছি।

মহিমারঞ্জন। আজ আপনি পূর্ণিমাকে বিবাহ করতে চান না ?

মতিলাল। আজ্ঞে—না !

মহিমারঞ্জন। (রুদ্ধ ক্রোধে) কেন—পূর্ণিমার মাতৃকুলের কলঙ্কের কথা প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে শুনেছেন ব'লে ?

মতিলাল। (অত্যন্ত সহজ প্রতিবাদের ভাবে) না—না, এসব আপনি কি ব'লছেন ? আমি কারও কোন কলঙ্কের কথা শুনিনি। শুনলেও, আমার কোন আপত্তি হ'ত না। আমি নিজেও কিছু নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ (জিব কাটিয়া)—নিজেও কিছু নিষ্কলঙ্ক নই !

মহিমারঞ্জন। (ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে মতিলালের দিকে চাহিলেন—পরক্ষণেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া) এখন, কি বলতে চান আপনি ?

মতিলাল। দেখুন, আপনি রাগ ক'রবেন না—আমার একটু মাথা খারাপ আছে ! আমি সব সময় ঠিক ভাল ক'রে সামলে চলতে পারিনে। সেদিন রাধাকৃষ্ণের 'গান—আর কাল রাতে আকাশের চাঁদ দেখে

কিরকম গণ্ডগোল হয়ে গেল—অনেক আবোল-তাবল কথা বলেছি। আজ সকালে উঠেই মাথা পরিষ্কার! তা, আমি তার প্রতীকার মনে মনে ঠিক করেছি। আমার এই বন্ধু আছেন—আপনাদের বিশেষ পরিচিত, বেশ ভাল ডাক্তার, মাসিক তিনশ' চারশ' টাকা আয় আছে ...আমি মশায় নিজে খেতে পাইনে, আজ এখানে কাল সেখানে বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের মত, "কমলাকান্তের" দপ্তর প'ড়েছেন তো? সেই রকম—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াই; তারওপর, আরো দু'চার বার যে পুলিশ আমায় টানাটানি করবে না, তারই বা কি মানে আছে? আমার কি মশাই বিয়ে করা পোষায়, না উচিত হয়? আপনারা আমার বন্ধু এই প্রফুল্লবাবুকে মেয়ে দিন। আমায় ক্ষমা ক'রবেন পূর্ণিমা দেবী! আমি যোড়হাত ক'রে নিবেদন কচ্ছি, আমার উপর রাগ করবেন না—আমি অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ! তা হ'লে আমি আসি—সাড়ে দশটার ট্রেন এখনও পাওয়া যেতে পারে। কিছু মনে ক'রবেন না। প্রফুল্ল—ভাই, আমার অনুরোধটা ঠেলে ফেলনা—লক্ষ্মী ভাইটি আমার! আচ্ছা—নমস্কার!

মহিমারঞ্জন। (অতিক্রোধে প্রায় আত্মহারা) শুনুন—পূর্ণিমা যদি বিয়ে ক'রতে চায়, তখন আমি সন্ধান নেব—তুমি সৎপাত্র কি না। তারপর, হয় আপনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব—না হয় পুলিসে ধরিয়ে দেব। তত দিন তুমি এখান থেকে কোথাও যাবেনা।

মতিলাল। (অতি অসহায়ভাবে) My God—আপনি কি আমার ওপর রাগ ক'রলেন?

মহিমারঞ্জন। না—আসুন প্রফুল্লবাবু, আপনার রোগীদের অবস্থা দেখে আসি!

[মহিমারঞ্জন ও প্রফুল্ল ডাক্তারের প্রস্থান।

মতিলাল। ফ্যাঁসাদে ফেললে দেখছি!

পূর্ণিমা। (রাগে, ক্ষোভে ও অভিমানে কথা বাহির হইতেছিল না) এইভাবে তুমি আমায় অপমান ক'র্‌লে বাবার সামনে, প্রফুল্লবাবুর সামনে—কেন? আমি তোমার কি ক'রেছি?

মতিলাল। (সসঙ্কোচে ও সবিস্ময়ে) আমি অপমান ক'রেছি তোমাকে? না না—পূর্ণিমা, অমন কথা কেন মনে ক'চ্ছ!

পূর্ণিমা। এর চেয়ে বেশী অপমান কেউ কাউকে ক'রতে পারত! আমায় ওঁরা কি মনে কর্‌লেন? তুমিই বা আমায় কি মনে কর?

মতিলাল। আমি তোমার ভালর জন্যেই ব'লেছিলাম পূর্ণিমা! আমি ভুল ক'র্‌তে পারি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তো খারাপ ছিল না কিছু! আমি প্রফুল্লর খাতা দেখেছি, গত মাসে ও পাঁচশ' সাতচল্লিশ টাকা রোজগার ক'রেছে!

পূর্ণিমা। স্ত্রীলোকের সম্মান নিয়ে তুমি এইরকম তুচ্ছ ছেলেখেলা কর?

মতিলাল। (নিজের ভুল বুঝিয়া) আমি না বুঝে অন্যায় ক'রেছি পূর্ণিমা!

পূর্ণিমা। বেশ, তুমি চ'লে যেতে চাও—যাও!

[প্রস্থান।

মতিলাল। (বিপন্নের মত) এদিকে তুমি রাগ ক'চ্ছ, ওদিকে তোমার বাবা রাগ ক'চ্ছেন! অথচ আমার দোষ যে কোথায়—তাতো আমি ঠিক (পূর্ণিমা নাই বুঝিয়া)—আমি কার সঙ্গে কথা কচ্ছি?

...Club Library

[পাশের ঘর হইতে বিকাশ প্রবেশ করিয়া কাঁধে
হাত দিতে মতিলাল চমকিয়া উঠিল।]

বিকাশ। একেবারে ভ্যাবাচাকা মেরে গেলে যে ভায়া! "দাম্পত্য-কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!" বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, ওরকম দিনে দশবার নাকানি-চোপানি খেতে হবে—ওর জন্যে ভেবনা ভায়া! আমি লুকিয়ে সব কথা শুনেছি!

মতিলাল। তাইতো!

বিকাশ। আর—'তাইতো'! প্রথমটা কিছুদিন একটু বাধবাধ ঠেক্‌বে; তারপর, সব ঠিক হয়ে যাবে। না হয়, কিছুদিন আমি manage ক'রব—চল!

মতিলাল। আজ যে আমি প্রফুল্লবাবুর অতিথি!

বিকাশ। আরে—কোথাকার পাগল মানুষ হে! গিন্নী রইলেন অভিমান ক'রে—উনি প্রফুল্লবাবুর অতিথি! হয়েছে আর কি—এস! চল, আমি manage ক'রে দিচ্ছি।

মতিলাল। তাইতো!

[মতিলালকে টানিতে টানিতে বিকাশ বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল,
বাহিরের দিক হইতে মহিমারঞ্জন ও প্রফুল্ল ডাক্তারের প্রবেশ।]

মহিমারঞ্জন। (বিশেষ চিন্তিত ভাবে) খুবই ভীষণ ব্যাপার!

প্রফুল্ল। হ্যাঁ!

মহিমারঞ্জন। এখুনি মেলা ভেঙে দেওয়া দরকার!

প্রফুল্ল। কিন্তু যাদের অসুখ হয়েছে, তারা তো আর কোথাও যেতে পারবেনা—তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের ক'রতেই হবে!

মহিমারঞ্জন। নিশ্চয়ই—আমার হাতে একটা পয়সা থাকতে তারা ম'রবে না। মানুষের সাধ্যে যেটুকু আছে, করতেই হবে। রামলাল—

(রামলালের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। পূর্ণিমাকে বল্, তার কাছে নগদ টাকা যা আছে —সব নিয়ে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

[রামলালের প্রস্থান।

মহিমারঞ্জন। (বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া) কোন উপায় নেই প্রফুল্লবাবু—আমাদের ম'রতেই হবে!

প্রফুল্ল। হ্যাঁ—আপনি তো অনেক চেষ্টাই ক'রলেন!

মহিমারঞ্জন। আমার ছেলেবেলায় কল্পনা ছিল, আমার জন্মভূমি—এই পাড়াগাঁকে আমি খুব বড় ক'রব, য়ুরোপ-আমেরিকার গাঁয়ের মত আমাদের গ্রাম হবে আদর্শ গ্রাম—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের আধার! হ'লনা কেন জানেন?

প্রফুল্ল। সহানুভূতি নেই, মিল নেই, একসঙ্গে কাজ ক'রবার প্রবৃত্তি নেই!

মহিমারঞ্জন। আমায় যদি ম'রতে হয়, বীরের মত ম'রব। চলুন,—আমি নিজে আপনার কলেরা-রোগীর শুশ্রূষা ক'রব!

(পূর্ণিমার প্রবেশ)

পূর্ণিমা। পাঁচশ' টাকা আছে!

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা—এই নিন!

(মহিমারঞ্জন পূর্ণিমার নিকট হইতে টাকা লইয়া প্রফুল্লকে দিলেন)

প্রফুল্ল। দু'দিনের খরচ চলবে!

মহিমারঞ্জন। আপনি এক্ষুণি কাউকে কল্‌কাতায় পঠিয়ে দিন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে একবার বাড়ী হয়ে যাচ্ছি!

[প্রফুল্ল ও পূর্ণিমার প্রস্থান।

(মহিমারঞ্জন সিঁড়ি দিয়া উপরের দিকে উঠিতেছিলেন, রাজ্যেশ্বর আসিল)

রাজ্যেশ্বর। স্যার!— স্যার!— স্যার!

মহিমারঞ্জন। স্যার্ আবার কে—স্যার ব'লছ কাকে?

রাজ্যেশ্বর। আপনাকেই ব'লছি হুজুর!

মহিমারঞ্জন। (নামিয়া আসিলেন) বল!

রাজ্যেশ্বর। ব্যাঙ্কে তিনদিন ছুটী দেওয়ায় লোকে নানারকম সন্দেহ করছে। ওদিকে মেলায় আর কোনো নতুন দোকানদার আসছে না। বেচাকেনার অবস্থা ভাল নয়। আপনি যদি সন্ধ্যার মধ্যে আমায় অন্ততঃ হাজার টাকা না দিতে পারেন—

মহিমারঞ্জন। এসব কথা নতুন ক'রে আমায় শোনাচ্ছ কেন? আমি কি জানিনে? কবে এসব কথা আমায় ভুলে যেতে দেখেছ?

রাজ্যেশ্বর। তা নয়—তা নয়, তবে, আজ আপনাকে একটু অন্যমনস্ক—একটু চিন্তিত দেখছি কিনা!

মহিমারঞ্জন। আমি কিছু ভুলিনি রাজ্যেশ্বর! আমার মনে আছে—তুমি যাও। যদি কেউ কিছু সন্দেহের কথা বলে, তাদের ব'লো—মহিম মুখুয্যের বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, চারটে ধানের কল, সম্পত্তি, ভিটেবাড়ী, আসবাবপত্র—সমস্ত আছে, জেলায় গভর্ণমেণ্টের আদালত আছে, নিলামী ইস্তাহার আছে—তাতেও যদি শোধ না হয়, আমি

লেখাপড়া জানি, পরিশ্রম করতে পারি—কা'রো একটি পয়সা মারা যাবে না। কেউ জেল খাটিয়ে সুখী হয়—স্বাস্থ্য আছে, খাটতে পারব!

রাজ্যেশ্বর। আরে—রাম রাম! এসব কি কথা ব'লছেন আপনি?

মহিমারঞ্জন। না—তাই দেখছি! বার বার ক'রে আজ আমায় সাবধান ক'রতে এসেছ রাজ্যেশ্বর সরকার তুমি? আমি পরেশ চৌধুরীকেও চিনি, রাজ্যেশ্বর সরকারকেও চিনি!

রাজ্যেশ্বর। রাগ করবেন না, রাগ করবেন না—আপনারা ব্রাহ্মণ, বর্ণের গুরু! আপনারা রাগ ক'রলে আমরা কোথায় দাঁড়াই বলুন? দিন, দিন—একটু শ্রীচরণের রেণু দিন!

(রাজ্যেশ্বর চলিয়া গেল)

[মহিমারঞ্জন একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে নন্দরাণী আসিয়া স্বামীর কাছে দাঁড়াইলেন। বাহিরে তখন কীর্ত্তন গান হইতেছিল;—খোল-করতালের শব্দ ও কীর্ত্তনের সুর সেখান হইতে ভিতরে ভাসিয়া আসিতেছিল।]

নন্দরাণী। কাল সমস্ত রাত তুমি ঘুমোওনি। অনেক বেলা হয়ে গেল। এস—স্নান ক'রবে এস!

মহিমারঞ্জন তুমি এখন কেমন আছ নন্দ?

নন্দরাণী। ভাল আছি!

মহিমারঞ্জন। এখনি উঠলে কেন? আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রলে না কেন? শরীর তো তোমার ভাল নয়—যদি আবার কিছু…।

নন্দরাণী। না—আর কিছু হবেনা। কাল রাতে বড় ঘা লেগেছিল। আজ সকাল থেকে যতই ভাব্‌ছি, ততই মন হালকা হ'চ্ছে। দিদি যখন দেখা ক'রতে এল, তখনো মন ঠিক হয় নি। বিজয়কে দিদির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে ভাল ক'রেছ। আহা—বড় হতভাগী ও! দু'টো দিন ছেলে নিয়ে বুকখানা ঠাণ্ডা করুক!

মহিমারঞ্জন। আমার ওপর তোমার অভিমান নেই?

নন্দরাণী। না—আমি বুঝতে পাচ্ছি। পাছে আমার মনে কোন ঘা লাগে, তাই কোনদিন তুমি আমায় সত্য কথা বলনি—আমিও তোমার কোন কাজে লাগিনি। এতে ভাল হয়নি!

মহিমারঞ্জন। শোন, তোমায় একটা কথা বলি—এতদিন বলিনি।

নন্দরাণী। আমায় কি ব'লবে তুমি? আমি সব জানি। আজ তিন বছর তোমার রাতে ঘুম নেই, খাওয়া নেই—দেহ আধখানা হয়ে গেছে! আমায় তুমি ফাঁকি দেবে কি করে? আমি সব জানতে পারি।

মহিমারঞ্জন। আজ আমি কল্‌কাতায় চ'লে যাব—টাকার যোগাড় না ক'রে ফিরবো না।

নন্দরাণী। টাকা কি তুমি পাবে—আমায় সত্যি বল?

মহিমারঞ্জন। সম্ভাবনা কম—তবু চেষ্টা!

নন্দরাণী। আমি জানি, কলকাতায় গেলে তুমি আর ফিরবে না! আমি তোমায় আর পাবনা। দু'দুটো ছেলে ম'রে গেল, তুমি আমায় আহা ব'লে একবার সান্ত্বনা দেবার অবকাশ পাওনি—এ'তো তোমার ব্যবসার মোহ, টাকার চিন্তা!

মহিমারঞ্জন। তোমার কাছে আমি অপরাধী!

নন্দরাণী। বিয়ের ছ-মাস পেরুতে না পেরুতে আমি তোমার কাছে পুরোনো হয়ে গেছি! তুমি কোন কাজে আমার পরামর্শ নাওনি।

মহিমারঞ্জন। আমি পরামর্শ চাইলেই কি তুমি আমায় পরামর্শ দিতে পারতে নন্দরাণী?

নন্দরাণী। হ্যাঁ পারতেম! আজও পারি, কিন্তু তুমি কি আমার কথা শুনে চ'লবে?

মহিমারঞ্জন। তোমাদের—বিশেষ ক'রে তোমার জন্যেই ত' আমার ভাবনা। নইলে, নিজের জন্যে আমার কিসের চিন্তা! একটা বুলেটের ওয়াস্তা বইতো নয়—রিভলভার আমার ডেস্কেই থাকে!

নন্দরাণী। (মহিমারঞ্জনের মুখের 'বুলেট' শব্দটী যেন সত্যকার বুলেটের মত নন্দরাণীর বুকে বিঁধিল) তুমি একথা আমার মুখের ওপর ব'লতে পারলে? কেন—আমি কি তোমার কেউ নই? (সহসা শক্তি আহরণ করিয়া) আমি তোমার কাছে কাছে থাকবো—তোমায় একা থাকতে দেবনা। তুমি ওঠ—জীবনে একটিবার আমার কথা শুনে চল। (শক্তির উত্তেজনায়) ঐ রাজ্যেশ্বর সরকারকে যা বলেছিলে, তাই কর—সব ছেড়ে দিয়ে ঋণমুক্ত হও! এই বাড়ী-ঘর পর্য্যন্ত যদি বিক্রী হ'য়ে যায়—তাই বা ক্ষতি কি? সেখানে দু'খানা চালের ঘর তুলে থাকব'। আমি বলছি, কিছু কষ্ট হবেনা আমাদের। (বর্ত্তমান ও অতীত ভুলিয়া নূতন ভবিষ্যতের স্বপ্নাবেশে) তুমি ছোট কাজ কর, মুদিখানার দোকান কি আর কিছু। আমি চরকায় সুতো কাটবো, রাঁধবো—তোমার মেয়েরা রাঁধবে। তোমার ছেলে র'য়েছে—বিজয়ের মত অমন ছেলে কার হয়?

বাড়ীতে আবার গোবিন্দদেবের পূজো হবে। সংসারের সুখ তুমি কখনো চাওনি—কখনো পাওনি। আমি আমার মা-বাবাকে দেখেছি, তাঁরা বড় সুখে ছিলেন!

মহিমারঞ্জন। (স্বপ্নাচ্ছন্ন) মেজবউ তুমি সেকালের স্বপ্ন দেখেছ! আমিও এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি—স্বপ্নের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই! আমিও স্বপ্ন দেখি, এক জটাজুটধারী দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী এসে কমণ্ডলু থেকে আমার মাথায় জল ছিটিয়ে দিলেন,—আর, আমি আমার প্রপিতামহের মত খাঁটী বাঙালী হ'য়ে হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ ক'রেছি। বাঙালী হ'য়ে জন্মেছি—জেগে হ'ক্, ঘুমিয়ে হ'ক্ স্বপ্ন দেখতেই হবে। (বিষাদ ও নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে) কিন্তু, সেতো হবার উপায় নেই—শ্রীচৈতন্যের বাংলা,—রামপ্রসাদের বাংলা আর তো ফিরে আসবে না। (একান্ত নির্ভয়ের সহিত) তবু, তোমারই কথা শুনবো—আগে ঋণমুক্ত হব। নিজের বুদ্ধিতে চলে তো এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছি। এখন থেকে তোমার বুদ্ধিতেই চ'লব! চল—

নন্দরাণী। (প্রতিবাদের উত্তেজনায়) না না—তুমি যা ভাবছ, তা নয়—এ স্বপ্ন নয়! তুমি দিশেহারা। কোন্ পথে যেতে হবে, বুঝতে পাচ্ছনা! একটিবার তুমি আমায় বিশ্বাস কর! (বাড়ীর দিকে চলিলেন) এস এস, গোবিন্দদেব প্রসন্ন হবেন—আপদবালাই সব কেটে যাবে। গোবিন্দদেব বড় জাগ্রত দেবতা,—আমায় কতদিন স্বপ্ন দেখিয়েছেন! তুমি যে বিশ্বাস করনা, তাই তোমায় বলিনে। ভাল হবে—ভাল হবে! (বলিতে বলিতে মানসিক উত্তেজনায় হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন—সকাতরে) গোবিন্দদেব!

মহিমারঞ্জন। (সবিস্ময়ে) ওকি—মেজবউ! (সভয়ে) নন্দ, নন্দ, নন্দরাণী!

(নন্দরাণীর মাথা কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন)

নন্দরাণী। (জড়িতস্বরে) গোবিন্দদেব—গো বি ন্দ দে ব! ভাল হ'বে, ভা ল হ বে!

[আর কথা বলিতে পারিলেন না, স্বামীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ণিমা ও জ্যোৎস্না ছুটিতে ছুটিতে আসিল।]

পূর্ণিমা। কি হ'ল বাবা? মা কি—

মহিমারঞ্জন। (হাত তুলিয়া উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিলেন)

পূর্ণিমা। ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাব?

মহিমারঞ্জন। (নিষেধ করিলেন) দরকার হবেনা।

পূর্ণিমা। সে কি বাবা! তবে কি—মা—?

জ্যোৎস্না। (কাঁদিয়া উঠিল) ওমা, মাগো—মা!

(দুই বোনে নন্দরাণীর দেহে ঝাঁপাইয়া পড়িল)

[কান্নাকাটি শুনিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে বিকাশ ও মতিলাল আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল।]

মহিমারঞ্জন। এস বিকাশ, এস মতিলাল,—এইমাত্র; বোধ হয় heart failure! পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না,—তোমরা কেঁদনা—ওঠ। আমার কথা শোন। তোমাদের মা আজীবন কেঁদেছেন,—গুমরে গুমরে, স্বপ্নে জেগে! তোমরা নিশ্চিন্ত মনে কাঁদবার অবকাশ পাবে না। বড় কঠিন যুগে আমরা জন্মেছি মা! কোন রকম স্বপ্নবিলাসে—বোধ করি, শোকেও আমাদের অধিকার নেই। ঠিক জীবনেরই মত জীবনের

পথ অনিশ্চিত। হ্যাঁ—মতিলাল, একটিবার বোধহয় প্রফুল্লবাবুকে দরকার হবে—ডেথ্ সার্টিফিকেট! (মতিলাল চলিয়া গেল) পূর্ণিমা! —একটু গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা—এ বাড়ীতে বোধহয় নেই—পাড়ায় যদি—

(পূর্ণিমা গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা আনিতে গেল, নেপথ্যে সংকীর্ত্তন গান চলিতেছিল)

মহিমারঞ্জন। বিকাশ শোন, কীর্ত্তনের দল এখনও গান গাইছে—ওদের একবার ডাক। সারা জীবন গোবিন্দদেবের নামে পাগল হ'ত। ওরা এখানে এসে গান করুক!

[বিকাশ নীরবে চলিয়া গেল।

মহিমারঞ্জন। (বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের আলো-অন্ধকারে) মানুষের আত্মা যদি থাকে, আত্মা যদি অবিনশ্বর হয়—তার আত্মা এখনো এখানেই আছে! কীর্ত্তন শুনলে তৃপ্তি পাবে! জীবনে সুখপায়নি,—গোবিন্দদেবের নাম নিয়ে ম'রেছে! কে জানে,—হয়ত' গোবিন্দদেব আছেন!

(কীর্ত্তনের দল গাহিতে গাহিতে আসিল)

কীর্ত্তন গান

দিন শেষে বড় শ্রান্ত—
আঁধার পথের পান্থ,
তোমা বিনে হে শ্রীকান্ত!
কে মোরে আশ্রয় দিবে

সে দিন নয়নে আমার সব একাকার,
রবিশশী নিভে যাবে !
সুন্দর সংসার　　পুত্র-পরিবার
বান্ধব বিমুখ হবে ।
সেদিন তুমি কাছে থেকো
ওগো দয়াময় হরি হে—
অতি দুর্দ্দিনে এই দীনহীনে
রেখ প্রভু,
তোমার স্মরণে রেখো
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হ'য়ে
শ্রীরাধিকা বামে ল'য়ে
এস, এস হে—
গোরা—একা যদি না আসিবে—
প্রাণের গদাধরকে সঙ্গে নাও হে ॥

পাবলিক লাইব্রেরী

পরিচয়

অধ্যক্ষ … …	শ্রীঅমরনাথ ঘোষ শ্রীপ্রভাত সিংহ
নাট্যকার ও অভিনয়-শিক্ষক …	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
প্রযোজক … …	শ্রীসতু সেন
সুরশিল্পী … …	কাজী নজরুল ইসলাম
নৃত্যপরিকল্পক … …	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
সঙ্গীতশিক্ষক ও হারমোনিয়ম-বাদক …	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
সঙ্গতকারী … …	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
বংশীবাদক … …	শ্রীমন্মথ নাথ দাসবর্ম্মন্ (পরে) শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায়
বেহালাবাদক … …	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
পিয়ানোবাদক … …	শ্রীসুধীর দাস
স্মারক … …	শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅধীরকুমার ঘোষ
মঞ্চাধ্যক্ষ … …	শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত
ঐ সহকারী … …	শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসগুপ্ত

আলোকশিল্পী	... ...	শ্রীবিভূতি রায়
ঐ সহকারী	...	শ্রীশচীন ভৌমিক শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ
রূপসজ্জাকারক	... ...	শ্রীনৃপেন রায় শ্রীরাখাল পাল শ্রীসতীশ দাস
মঞ্চসজ্জাকারক	... ..	শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ